A BENGALI VERSION

OF

HOMER'S ILIAD

VOL. IV.

BY

JOGENDRA NATH KABYABINODE

ইলিয়ড্ মহাকাব্য

চতুর্থ ভাগ।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ কাব্যবিনোদ কর্ত্তৃক

অনুবাদিত।

কলিকাতা।

২৫নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, জয়ন্তী প্রেসে

কে. পি. চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১৫ সাল।

মূল্য ১৷০ টাকা।

গ্রীক মহাকবি হোমার প্রণীত

ইলিয়ড্

মহাকাব্য।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ কাব্যবিনোদ কর্ত্তৃক

অনুবাদিত।

চতুর্থ ভাগ।

কাব্যশাস্ত্র বিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাং।
ব্যসনেন চ মূর্খানাং নিদ্রয়া কলহেন বা॥

(হিতোপদেশ।)

"কাব্যশাস্ত্র রসাস্বাদনের আমোদে বুদ্ধিমানগণের সময় অতীত হয়। মূর্খদিগের সময় কুকার্য্য, নিদ্রা বা কলহে অতিবাহিত হইয়া থাকে।"

শ্রীঅমূল্যধনআঢ্য বি, এ, কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।

২৫ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, জয়ন্তী প্রেসে,
কে. পি. চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১৫ সাল।

মূল্য ১৷০ টাকা।

পাইল প্রয়াস যুবা, বিষাদের ভরে,
করিতে আক্ষেপ ; কিন্তু বাক্য নাহি সরে।
সারথি লেওডোকসে, পার্শ্বে অবস্থিত,
গুরু অস্ত্রাবলী যুবা অর্পিল ত্বরিত ;
কহিতে এ ভীম বার্ত্তা চলে অতঃপর,
বাষ্প-বিগলিত-আঁখি, ব্যথিত-অন্তর।
দ্রুতপদে চলে যুবা। মেলিনস্ আর,
না রহে সাহায্য হেতু পিলীয় সেনার ;
রণভার থ্রাসিমিডে করিয়া প্রদান,
চলিলেন দ্রুত পেট্রোক্লস্-সন্নিধান।
গিয়াছে এণ্টিলোকস্ (কহে অরি ত্রাস)
কিন্তু ছাড় যোদ্ধৃবর! একিলিস্-আশ!
যদিও ক্রোধী সে বীর, শোকে মগ্ন হ'বে,
নিরস্ত্র, নারিবে কভু আসিতে আহবে।
অদৃষ্ট মোদের করে নির্ভরে এক্ষণে ;
হ'বে উদ্ধারিতে শব বীর্য্য-প্রদর্শনে।
জয়োদ্ধত ক্ষেত্রব্যাপী শত্রু-কোপানলে ;
আছে পরিত্রাণ মাত্র নিজ বাহুবলে।
উত্তম, (এজাক্স্ কহে) এবে হে রাজন!
মেরিয়ন সহ শব কর উত্তোলন।
আমি, মম পরাক্রমী সহোদর সনে,
নিবারিব হেক্টরের ভীম সৈন্যগণে।
না ডরি বাহিনী, যদি থাকি একস্থলে।
যত পরাক্রম বীর্য্য ধরে অরিদলে,
সহিয়াছি অকাতরে। বীরেন্দ্র নীরব।
ভূমি হ'তে যোধদ্বয় তুলিল সে শব।

এদৃশ্যে আস্ফালি' সবে গগন ফাটায় ;
হুঙ্কারি' ট্রয়ের সেনা বর্ষা বরষায়।
যথা রক্ততৃষ্ণা-পূর্ণ সারমেয় দল,
ক্রোধেতে আরক্ত-আখি করি' কোলাহল,
ফেলিয়া পশ্চাত্ ভাগে শিকারি নিকরে,
আহত বন্য বরাহে বেগে অনুসরে ;
কিন্তু যদি ভীম পশু ফিরিয়া দাঁড়ায়,
আতঙ্কে চীৎকারি' তারা সুদূরে পলায় ;
তেমতি ট্রয়ের সেনা গ্রীকে অনুসরে,
সঞ্চালি' কৃপাণ, ভল্ল হানি' ক্রোধভরে ;
কিন্তু যবে সে এজাক্স্ ফিরিয়া দাঁড়ায়,
আতঙ্কে কাঁপিয়া তারা ত্বরিত পলায়।
এরূপে চলিছে গ্রীক্ হত বীরে নিয়া,
পশ্চাতে ট্রোজানকুল যুঝিছে গর্জ্জিয়া।
আস্ফালন, আর্ত্তনাদ, আক্রোশ ভীষণ,
করিছে নিয়ত রথী পদাতিকগণ ;
সে ভীম অনিল নহে হেন ভয়ঙ্কর,
অনলের সহ যবে পোড়ায় নগর,
ডুবে সৌধরাজি ধূম-জীমূতে গভীর,
ফাটে মহাশব্দে পূত দেবতা-মন্দির ;
ছুটে অগ্নি সম্মুখীন সমস্তে গ্রাসিয়া ;
উঠে ঘোর ধূমজাল গগন ব্যাপিয়া।
শ্রাবে ঘর্ম্ম বীরদ্বয় সে শবের ভরে !
যথা অশ্বতরর-যুগ, গিরি-বর্ত্ম'পরে,
উন্নত পর্ব্বত হ'তে সবলে টানিয়া,
আনে গুরু শালকাষ্ঠ ঘন নিশ্বসিয়া ;

হয় শ্রান্ত তারা ; ঘর্ম্ম ঝরে সর্ব্ব কায় ;
বাড়ে কাষ্ঠভার, ঠেকি' পাহাড়ের গায় ;
সেইরূপ দোঁহে। শব-পশ্চাতে থাকিয়া,
এজাক্স্ অরাতিগণে দেয় খেদাইয়া।
তেমতি তটিনী, আকস্মিক বরষায়,
যবে বেগভরে সমতল পানে ধায়,
রোধি' তায় পথিস্থিত দৃঢ় গিরিবর,
নিবারিয়া বেগ, স্রোতে ফিরায় সত্বর।
তবুও নিকটে যুঝে ট্রয়ের সমরী ;
গর্জ্জে ক্রোধে ইনিয়স্, হেক্টর কেশরী।
চলে দলবদ্ধ গ্রীক্ সৈনিক সকল,
উড়ে যথা এক সঙ্গে বলাকার দল,
চীৎকারিয়া মুহুঃ যবে শ্যেন ভয়ঙ্কর,
আক্রমিয়া করে লক্ষ্য শাবক উপর ;
ত্যজিয়া ট্রোজানে গ্রীক্ পলায় তেমতি,
উঠে ধ্বনি সেইরূপ ভয়ঙ্কর অতি।
সর্ব্ব পথে, মধ্য বহির্ভাগে পরিখার,
পড়ে স্তূপাকারে অস্ত্র বর্ম্ম সবাকার।
ঘটা'লেন হেন যোভ্! এখনো সময়
গর্জ্জিবে, মরিবে তাহে শত শত নর!

সপ্তদশ কাণ্ড সমাপ্ত।

অষ্টাদশ কাণ্ড।

একিলিসের বিলাপ ; এবং অগ্নিদেব ভল্‌কান্‌ কর্ত্তৃক নব বর্ম্ম-নির্ম্মাণ।

বিষয়।

এণ্টিলোকস্, একিলিস্‌কে পেট্রোক্লসের মৃত্যুসংবাদ প্রদান করেন। থিটিস দেবী, একিলিসের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সহচরীগণের সহিত আগমন করেন। এই ঘটনায় মাতা পুত্রে কথোপকথন। জুনোর আদেশে আইরিস্ দেবী সমর-স্থলে দর্শন দিতে একিলিস্‌কে আজ্ঞা করেন। তাঁহাকে দর্শন মাত্রই দিনের ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হয় ; এবং গ্রীকেরা পেট্রোক্লসের দেহ লইয়া যায়। ট্রোজানেরা মন্ত্রণার্থ সভা করে ; তথায় হেক্টর্ ও পোলিডেমাসের মতভেদ হয় ; কিন্তু হেক্টরের উপদেশই গ্রাহ্য করিয়া তাহারা রণক্ষেত্রে অবস্থান করে। পেট্রোক্লসের দেহ লইয়া একিলিস্ আক্ষেপ করেন।

থিটিস্, পুত্রের জন্য নব বর্ম্ম আনিতে ভল্কানের নিকট গমন করেন। ভল্কানের অপূর্ব্ব শিল্প ও একিলিসের নিমিত্ত নির্ম্মিত অদ্ভুত ঢাল বর্ণিত হয়।

উনত্রিংশ দিনের শেষভাগের ও পরবর্ত্তিনী রাত্রির ঘটনা এই কাণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে। দৃশ্য—প্রথমে একিলিসের শিবিরে, পরে ভল্কানের প্রাসাদে পরিবর্ত্তিত হয়।

এইরূপে জ্বলে যুদ্ধ অনল সমান,
পর্য্যায়ে প্রদীপ্ত হয়, পর্য্যায়ে নির্ব্বাণ
এবে হেলেস্‌পণ্ট্-তীরে উপনীত হয়,
নিদারুণ বার্ত্তাবহ, নেষ্টর-তনয়।
সমাসীন একিলিস্ নিজ তরী'পরে,
পালের ছায়ায় প্রকম্পিত বায়ুভরে।

অতীব বিরস বীর ; ভাবী ভাগ্যফল
এখনি অন্তরে তাঁর উদিত সকল !
কহে রথী মনে মনে ; কেন বা এখ
ত্যজে যুদ্ধ রণজয়ী গ্রীক্ বীরগণ ?
আসিল কি সেই দিন, ঈশ্বর যাহায়,
অভিলষে দুঃখনীরে ডুবা'তে আমায়,
(থিটিস্ কহেন হেন) যবে শত্রুশরে,
মহাবীর কোন, মার্ম্মিডনের ভিতরে,
ত্যজিবেক ইহলোক ? পূর্ণ সে বচন,
নিহত সে বীর, পেট্রোক্লস্ সেই জন !
বৃথা আদেশিনু তায় ফিরিতে সত্বরে,
বৃথা সতর্কিনু তায় ত্যজিতে হেক্টরে !
এরূপে চিন্তিছে বীর, এ হেন সম
প্রবেশি' এণ্টিলোকস্ দুখবার্ত্তা কয় ;
শুনহ দারুণ বার্ত্তা, পিলুস্-নন্দন !
অর্পিবারে এ সংবাদ নহে মম মন !
হত পেট্রোক্লস্ ! গ্রীক্ যুঝে শবতরে,
উলঙ্গ ; সে বর্ম্ম হেক্টরের কলেবরে !
সহসা ভীষণ মূর্ত্তি ধরে বীরবর ;
দুখতমঃ আঁধারিল হৃদয় কন্দর।
পড়িয়া ভূতলে বীর শোকে ক্ষিপ্তপ্রায়
দুই হস্তে পাংশু তুলি' মস্তকে মাখায়
দীর্ঘ কেশরাজি, পরিচ্ছদ সুশোভন,
ধূলি-অশ্রুজল পূর্ণ বিবর্ণ এখন।
কঠিন মাটিতে পড়ি' নন্দন দেবীর,
ভূমে গড়াইয়া, শোকে অতীব অধীর।

বন্দিনী কুমারী যত, আলু থালু ভাবে,
(লজ্জা তাঁর, কিংবা পেট্রোক্লুসের প্রভাবে)
আসিল শিবির ত্যজি' ; বেড়িয়া তাঁহায়,
বক্ষে করাঘাত করি' পড়িল ধরায়।
মহাবীর্য্য-সমন্বিত নেষ্টর-নন্দন,
বীরের মরণে কাঁদে বীরের মতন ;
সন্তাপিত যুবা অধীরতা পরিহরি'
নিবারে আঘাত তা'সবার করে ধরি'।
দূরদেশে সুগম্ভীর বারিধি মাঝারে,
অপ্সরা নিকর সহ নিরুসের ধারে,
স্ফটিক আসনাসীনা সিন্ধুর নন্দিনী
কাঁদিলেন নন্দনের আর্ত্তনাদ শুনি'।
নীরবে নিরিড্কুল করিল রোদন ;
কাঁদিল দেবীর দুখে জলচরগণ।
আসিল থেলিয়া, গ্লোসী সুচারুবদনী,
বিনম্রা নেসিয়া সতী, স্পিও শ্বেতাঙ্গিনী !
সিমোথোয়ী, সিমোডোসী সিন্ধুর দুহিতা,
এলিয়া সুচারুনেত্রা হন উপনীতা।
আসিল এক্টিয়া, লিম্নোরিয়া সুকেশিনী,
পেলোপী, ডোরিস্, প্রোটা সুচারুহাসিনী,
মেলিটা, কেরুসা, ডোটা, থোয়া প্রিয়ংবদা,
গম্ভীরা জেন্ট্রি, এম্ফিথোয়ী কৌতুকদা।
আইল কেলিয়ানাসা, কেলিয়ানিরা,
সুচঞ্চলা ডিনামিনী, ডেগ্জামিনী ধীরা।
দ্রুতপদে ইরা ধনী করে আগমন।
নিমার্টিস্, এম্ফুডিস্ দিল দরশন।

সমুজ্বলা গালাটিয়া অতীব সুন্দরী,
আইলেন মুকুতার শয্যা পরিহরি'।
অতঃপর ওরিথিয়া, ক্লিমিনী উভয়,
মেরস্ ও এম্ফিনোমী উপনীতা হয়।
আইল জেনিরা আর জেনাসা সুন্দরী,
এমাথিয়া চারুকেশ বিস্তারিত করি'।
এই সব দেবীকুল, বসে যাঁরা আর
সিন্ধুগর্ভে, আইলেন সে দিব্য আগার।
বক্ষে করাঘাতি' সবে অশ্রুজলে ভাসে;
কাঁদিয়া থিটিস্ নিজ অন্তর প্রকাশে;—
ভেবে দেখ ভগ্নীকুল! কর অবধান,
কি জ্বালায় জ্বলিতেছে থিটিসের প্রাণ!
হ'তাম মানবী যদি, ফাটিত এ হিয়া!
কি দুখ আমার ভাগ্যে অমরী হইয়া!
জন্মিয়াছে বীর এক জঠরে আমার,
সুর-বীর্য্যশালী, সমকক্ষ নাহি তার;
জলপাঁই বৃক্ষসম্, কত যত্নে মম,
বাড়িয়া, ধরার দিল শোভা অনুপম।
প্রেরিলাম ট্রয়ে তায়; কিন্তু ভগ্নীগণ!
ভাগ্যদোষে, রণে তার নিশ্চয় পতন!
কত অল্প আহা! তার ধরাতে বিহার,
পূরিত দুখের তমে হৃদয় আবার!
শুন আর্ত্তনাদে তার ফাটে সিন্ধুতীর!
না পারি শমিতে দুখ, আমিও অধীর।
যাইব তাহার পাশে, অয়ি ভগ্নীগণ!
করিতে কুমারে সহ অশ্রুবরিষণ।

এতেক কহিয়া দেবী ত্যজিল আগার,
তিতি' অশ্রুনীরে; চলে পশ্চাতে তাঁহার,
কাঁদিয়া অপ্সরাদল। বিভক্ত হইল
বারিধি; তরঙ্গকুল দুপাশে সরিল।
ট্র‌য়-সন্নিকটে সবে উতরি' অচিরে,
দুই দেবী প্রতিসারে, উঠিলেন তীরে।
দাঁড়াইয়া শোকাতুর নন্দনের পাশ,
বিষাদে অমরা মাতা ফেলে দীর্ঘশ্বাস।
বরষিল অশ্রু যত ত্রিদশ-কামিনী।
নন্দনে সম্বোধি' এবে কহে শ্বেতাঙ্গিনী;
কেন পুত্র! কর খেদ? কামনা তোমার,
পুরাইয়া ঈশ গ্রীকে দিল দুখভার।
কি আর বিষাদ-হেতু? বিদরে অন্তর!
কি দুখে কাঁদিছ বৎস! প্রকাশ সত্বর।
কহে বীর উচ্ছ্বাসিয়া,—এ যাতনা মম,
নারে বজ্রী মাতঃ! করিবারে উপশম।
পেট্রোক্লস্—হায় দেবি! গরব আমার
কোথা এবে? নারি দিতে প্রতিশোধ তার!
পেট্রোক্লস্, প্রিয় মম, ভাল বাসি যায়,
প্রাণের অধিক, আজি ধরাতে লুঠায়!
নাহি সেই সজ্জা, যাহা অমর নিকর
অর্পিল পিলুসে; নিল দুর্ম্মতি হেক্টর।
ধিক্ সেই দিনে, যবে অনশ্বরগণ,
মানবের করে তোমা করিল অর্পণ!
না ভাজিয়া নরে যদি, হে সিন্ধু-দুহিতে!
বারিরাজ্য-উপভোগে সুখেতে থাকিতে;

না মজি' অমরীরূপে পিলুস্ দুর্জ্জয়,
করিতেন যদি মানবীর পরিণয় ;
না জন্মিত এ সন্তান জঠরে তোমার,
বহিতে ধরণীধামে সন্তাপের ভার।
হায় দেবি ! হ'বে হত তব এ নন্দন,
অচিরাৎ, দুখে তোমা করিয়া মগন।
ভাগ্যদেবী অন্যরূপ না পারে করিতে ;
নাই পেট্রোক্লস্, আমি না চাই বাঁচিতে !
দাও মাতঃ ! শাসিবারে সে দুষ্ট হেক্টরে ;
অচিরে সংহার তার হ'ক মম শরে।
বাঁচিব নাশিতে তায় ; করিয়া সংহার,
নরগণে এ বদন না দেখা'ব আর।
শুনি' এ বচন দেবী তিতি' অশ্রুনীরে
কহিল ;—হে পুত্র, তব পতন অচিরে !
মরিবে হেক্টরে বধি'। মরুক হেক্টর,
আমিও মরিব (বীর করিল উত্তর।)
দূরদেশে পেট্রোক্লস্ হারাইল প্রাণ ;
নারিনু করিতে যুক্ত প্রতিশোধ দান।
যে মুহূর্ত্তে এ ঘটনা হইল ঘটন,
স্বদেশ-গমন-বাঞ্ছা করেছি বর্জ্জন ;
বিনাশিত শত বীর হেক্টরের করে,
মম অস্ত্রে তারা তার মৃত্যু বাঞ্ছা করে।
মম বীরদর্পে কাঁপে জগৎসংসার,
বহিতেছি এবে আমি আলস্যের ভার !
(প্রজ্ঞা-সমন্বিত হীনবল জনগণ,
করিছে মন্ত্রণা-দানে গৌরব গ্রহণ।)

কৃপাময় সুরগণ! করুণা করিয়া,
ক্রোধ-প্রতিহিংসা-মুক্ত কর মম হিয়া,
সদা ভাল বাসে যায় ধরার সন্তান,
আত্মার সুতৃপ্তিকর, মধুর সমান;
হন্তারক বাষ্প সম যাহা প্রকাশিয়া,
উত্তপ্ত শোণিত হ'তে, আঁধারয় হিয়া!
এগামেমনন্ মোর করে অপমান;
ভুলিয়াছি তাহা; এবে রণে দিব প্রাণ।
মম মিত্র-নিহন্তার বিক্রম দেখিব;
কিংবা (যদি ইচ্ছে দেব) এ প্রাণ ত্যজিব।
ভাগ্যফল এড়াইতে নারে বলবান;
আল্সাইডিস্ বীর, যোভের সন্তান,
জুনোর আক্রোশে পড়ি', পাশরিয়া বলে,
প্রবেশিল সর্ব্বব্যাপী অন্তক-কবলে,
তেমতি এ একিলিস্ মরিবে সত্বর,
নিরাশি' গ্রীসীয়ে, হরি' ট্রোজানের ডর!
এখনি, এ মুহূর্ত্তেতে ধাবি' রণাঙ্গনে,
দাও মা! লভিতে যশঃ এ অল্প জীবনে।
নবীনা বিধবা কোন, প্রতাপে আমার,
করিবেনা ছিন্ন কিগো চারু কেশ তার?
মম দর্পে সে ধনী কি ত্যজি' শ্বাসভার,
না ফেলিবে' অশ্রুধারা করি' হাহাকার?
অবশ্য! করিব তার এ হেন দুর্গতি;
বৃথা নিবারিছ! অস্ত্র আন শীঘ্রগতি।
অচিরাৎ রক্তস্রোতে অঙ্গন ভাসিবে,
বীর একিলিস্-দর্প সকলে জানিবে।

কুমার! (থিটিস্ দেবী কহিল এবার,
জানি' মৃত্যু, গুপ্তভাবে ত্যজি' শ্বাসভার),
বিষম বিপদগ্রস্ত নরের উদ্ধার,
যুক্ত তব; করে সদা বীর নাম যার;
কেমনে উলঙ্গ অঙ্গে যাইবে সমরে?
সে প্রদীপ্ত বর্ম্ম তব ট্রয়-বীর-করে।
হেক্টর সে সজ্জাসহ ভ্রমিছে তোমার,
বৃথা গর্ব্ব! ত্বরা বৎস, পতন তাহার।
ক্ষণকাল ক্রোধানল কর সংবরণ;
প্রত্যূষে নিশ্চয় মম হ'বে আগমন,
অপরূপ সজ্জা সহ (দুর্লভ ধরাতে)
ভল্কানের বর্ম্ম, বিনির্ম্মিত সুর-হাতে!
সিন্ধুবালা-কুলপানে ফিরি' অতঃপর,
অমরী সুচারুনেত্রা করিল উত্তর;—
ভগিনী নিরিডগণ! উতরি' সাগরে,
জনকের চারু হর্ম্মে পশলো সত্বরে।
তারকা-শোভিত অলিম্পাস্-নিকেতনে,
করিব সাক্ষাৎ আমি দেবশিল্পি সনে।
কহিও পিতায় হেন। এ হেন আজ্ঞায়,
সাগরে অপ্সরাকুল পশিল ত্বরায়।
থিটিস্ সুন্দরী পূতধামে আরোহিয়া,
ভ্রমেন পুলকে সুরনিকেত হেরিয়া।
ত্যজি' হেক্টরের সেনা গ্রীক্ ক্ষিপ্তপ্রায়,
দীর্ঘ হেলেস্পণ্ট পানে উর্দ্ধশ্বাসে ধায়।
এখনো সে গতপ্রাণ পেট্রোক্লসে নিয়া,
নারে নিরাপদে তারা যেতে পলাইয়া।

সমদর্পে রথারোহী, পদাতিক দল
ধাবিছে পশ্চাৎ ভাগে করি' কোলাহল।
হেক্টরের ক্রোধ, যথা জ্বলে হুতাশন
পক্ক ক্ষেত্রে, করিতেছে বিপক্ষ দাহন।
তিনবার বীর শবপদ আকর্ষিল ;
তিনবার ট্রয়সেনা ভীম হুঙ্কারিল।
এজাক্স্-যুগল রোষে আক্রমণ তাঁর ;
মুহূর্ত্ত পিছায়ে বীর আক্রমে আবার।
চীৎকারি' উৎসাহে সেনা ট্রয়ের তপন,
নাহি নড়ে একপদ, পরাঙ্মুখ নন।
তেমতি রাখালকুল বৃথা চেষ্টা করে,
হত পশু হ'তে সিংহে খেদাবার তরে।
এবে সুনিশ্চয় দর্পী ট্রয়ের তপন,
পেট্রোক্লস্ সহ খ্যাতি করিত হরণ,
যদ্যপি ঈশ্বরী জুনো গোপনে অচিরে,
না প্রেরিত ধরাধামে অমরী দূতীরে।
শক্রধনুঃ দেবী সুচিত্রিত-কলেবরা,
নামিলেন বাত্যাসহ কাঁপাইয়া ধরা।
একিলিস্ প্রবীরের তরীতে যাইয়া,
সুন্দরী বিবুধবালা কহে সম্বোধিয়া ;—
উঠহে পিলুস্-সুত ! সমরে দুর্ব্বার !
পশি' রণে পেট্রোক্লসে করহ উদ্ধার।
তারি দেহ তরে ঘোর বেঁধেছে সমর,
নিঠুর প্রহারে মরে শত যোদ্ধৃবর।
বিপক্ষ যুঝিছে শবে ট্রয়ে লইবারে ;
সে হেক্টর নহে শান্ত বিনাশিয়া তারে ;

মাংসাশি-নিকরে বীর দিবে সে শরীর,
নিরূপিছে কোন্ স্থানে ঝুলাইবে শিরঃ।
উঠ, নিবার হে রথী (যদি ইচ্ছা যায়,)
বন্ধুর দুর্গতি, নিজ অপমান হায়!
কে প্রেরিল তোমা দেবি! কহে বীরবর
একিলিস্। আইরিস্ করেন উত্তর;—
আসিয়াছি পেলিডিস্। ঈশ্বরী-আজ্ঞায়,
যোভের বনিতা, সর্ব্ব পূজা করে যাঁয়;
না জানেন দেবরাজ মম আগমন,
কিংবা দিবলোকবাসী অনশ্বরগণ।
আসিয়াছ বৃথা! (বীর কহে ক্রোধভরে)
নাহি সজ্জা, কিরূপেতে যুঝিব সমরে?
অনিচ্ছায় হ'বে মোর থাকিতে এখন,
যাবৎ প্রত্যূষে থিটিসের আগমন,
ভল্কানের বর্ম্মসহ। কিবা আছে আর,
বিনা সে টেলামনের ঢাল বজ্রসার?
সে ঢালে এজাক্স্ রক্ষে সখার শরীর,
বিনাশিয়া বর্ষাঘাতে অগণন বীর।
রক্ষে বীর এবে মেনিটিয়স্-কুমারে;
করিছে সে কার্য্য, যাহা একিলিস্ পারে।
নাহি সজ্জা, (কহে দেবী) জানিহে বীরেশ!
পরি' ভীতি-বর্ম্ম কর সমরে প্রবেশ।
যাও একিলিস্ বীর! পরিখার পার,
বিপক্ষ পলা'বে মূর্ত্তি দেখিয়া তোমার।
তব ভীম নয়নের কটাক্ষ হেরিয়া,
যুঝিবে বিজিত গ্রীক সাহসে মাতিয়া।

মিশায় বায়ুতে দেবী। প্রবীর উঠিল।
পালাস্, ইজিস্ তাঁর পৃষ্ঠদেশে দিল।
হেম-মেঘে দেবী এবে আবরিল তাঁয়;
প্রখর পাবক তাঁর জ্বলিল মাথায়।
যথা, যবে অবরুদ্ধ নগর হইতে,
রাশীকৃত ধূম থাকে আকাশে উঠিতে,
(দূরসিন্ধু-বক্ষঃস্থিত দ্বিপবাসিগণ,
নিরখি' বিদিত ইহা সমর) লক্ষণ;
লোহিত স্থবির ভানু ডুবিলে সাগরে,
আলোক-স্তম্ভনিচয় জ্বলে গিরি'পরে;
দূরব্যাপী বহ্নিছটা আলোকে সলিল,
ধরে সমুজ্জলভাব আকাশ সুনীল;
একিলিস্ শিরঃস্থিত সে প্রভা তেমতি,
করিল অম্বরদেশ জ্যোতির্ম্ময় অতি।
ধাবিয়া ত্বরিত বীর, আরোহি' প্রাকারে,
দূর হ'তে রণস্থল কাঁপায় হুঙ্কারে।
চীৎকারি' মিনার্ভা সেই নাদ প্রবর্দ্ধিল;
চমকিল ট্রয়সেনা, ধরণী কাঁপিল।
যথা, সুকর্কশ তূরী ভীষণ নিস্বনে,
দূর হ'তে রণ-আজ্ঞা দেয় যোদ্ধৃগণে;
প্রাকারে আঘাতি' শব্দ মিশায় অম্বরে;
উন্নত সুদৃঢ় দুর্গ প্রতিধ্বনি করে;
তেমতি করিল বীর বিকট হুঙ্কার;
ভূমে অস্ত্র ফেলি' সেনা কাঁপে অনিবার;
পশ্চাতে হটিল রথ, উলম্ফিল হয়;
অশ্বনর ভূমি'পরে নিপতিত হয়।

বিদ্যুৎ-বিকাশ সবে হেরিয়া নয়নে,
আতঙ্কে ফিরায় আঁখি কাঁপিয়া সঘনে।
তিনবার করে বীর বিকট চীৎকার,
ডরে শত্রুকুল পলাইল তিনবার।
দ্বাদশ প্রবীর, বিদ্ধ নিজ বরষায়,
হইল পেষিত স্ব স্ব রথের তলায়!
গ্রীক্ বীরকুল, শত্রু পরাজি' এবার,
সে বিবাদ-হেতু শব করে অধিকার।
রাখিয়া সে হত বীরে রম্য খট্বিকায়,
অশ্রুপাতে বন্ধুগণ ধরণী ভাসায়;
অধোমুখে একিলিস্ বীরেন্দ্র-কেশরী,
স্রাবেন নয়নাসার সখা-দেহ'পরি,
প্রেরিলেন যাঁরে রথ তুরঙ্গ সহিত,
আসিতে সমর জয় করিয়া নিশ্চিত;
(ভীষণ পরিবর্ত্তন!) সে বীর-প্রবর,
শায়িত, বিবর্ণ, ক্ষতপূর্ণ-কলেবর!
এবে দেব অংশুমালী আলোক-আকর,
অনিচ্ছায়, জুনো-আজ্ঞা ধরি' শিরোপর,
পশিলেন বারিধির তরঙ্গ ভিতরে,
করি' রণশঙ্কা-মুক্ত একীয় নিকরে।
চমকি' ট্রোজান্ কুল, (পরিশ্রান্ত অতি,
রথ হ'তে অশ্বগণে করিয়া মুকতি),
রচে সভা অকস্মাৎ; যত বীরচয়ে,
আসিয়া দাঁড়ায় ত্বরা, নাহি বসে ভয়ে।
নাহি তা' সবার কোন মন্ত্রণা-কারণ;
হেরি' একিলিসে সবে আতঙ্কে মগন!

নীরব বীরেন্দ্রকুল ; প্রকাশে এবারে।
দৈবজ্ঞ পৌলিডমাস, পেন্থস-কুমার,
আগামী অপরিহার্য্য বিপদ বিষম।
(হেক্টরের সখা তিনি, সম বয়ঃক্রম ;
এক শুভ রাত্রে জন্ম লভেন উভয় ;
অতি জ্ঞানী এক, অন্য সমরে দুর্জ্জয়)।
প্রকাশে এই বন্ধুভাবে ; কি ভাব মনে?
আমি কিন্তু এ রজনী প্রভাত না হ'তে,
তুলিব শিবির মম ; হেথা অবস্থিতি,
নগর হইতে দূরে, ভয়াবহ অতি।
বিবাদিল বীরসহ যবে নরবর,
ভেবেছিনু হ'বে হত গ্রিশীয় নিকর ;
সে কারণ মোরা, যত শঙ্কা পরিহরি',
স্থাপিনু শিবির যথা অর্ণযান অরি।
ডরি একিলিসে এবে ; সে বীর এবার,
ক্রোধভরে স্ব শিবিরে না রহিবে আর,
না থাকিবে রণভূমে, যথা যোধচয়,
পর্য্যায়ে হারিল কিংবা লভিল বিজয় ;
ধ্বংসিতে এ ট্রয়-পুর বুঝিবে এখন,
নহে খ্যাতি তরে, কিন্তু নাশিতে জীবন !
ফের ত্বরা ইলিয়নে, নিশা না যাইতে,
যাবৎ সে বীর যুদ্ধে না পারে আসিতে ;
কিন্তু যদি কালি হেথা হয় হে প্রভাত,
রণসজ্জ সেই বীরে হেরিব নির্ঘাত।
পশিতে নগরে এবে বাঞ্ছা কারো নয়,
সে সময় অভিলাষ করিবে নিশ্চয়।

যেন ভাবী বাক্য সত্য না হয় আমার!
বুঝিয়া করহ কার্য্য করিয়া বিচার।
এ অদৃষ্টে যা' হ'বার হউক ঘটন,
সুযুক্তি করিয়া কার্য্য কর সম্পাদন।
কিসে হ'বে আত্মরক্ষা করহ বিচার।
রক্ষিবে নগরবাসী তোরণ-প্রাকার।
হইলে প্রভাত, যত ট্রোজান নিকর,
সুসজ্জায় আরোহিবে প্রাকার উপর;
লইবারে প্রতিহিংসা সে বীর ভীষণ,
আক্রমণ ও প্রাকার করুক তখন,
অথবা সহস্রবার ভ্রমুক ঘূরিয়া,
যাবৎ না ঝরে ঘর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া।
এরূপে হইবে ক্লান্ত কলেবর তার,
না যে'তে নগরে, হ'বে কুক্কুর আহার!
ফিরিব! (অবজ্ঞাভাবে কহিল হেক্টর),
চাহ ল'য়ে যেতে সেনা প্রাকার ভিতর?
ছিলে নয় বর্ষাকাল নগর ভিতর,
নহে কি প্রচুর, কহ হে বীর নিকর!
স্বর্ণখনি, সমুজ্বল পিত্তলের তরে,
ইলিয়ন্ বহুকাল খ্যাত চরাচরে;
কিন্তু প্রাকারের মাঝে ছিনু যতকাল,
হইয়াছে নিঃশেষিত ভাণ্ডার বিশাল!
ফ্রিজীয়-নিকর সুখে লুণ্ঠিল সে ধন;
জাতশস্ত মিয়োনীয় বিনষ্টে তখন!
অবশেষে যোভ্ মোরে সমরে সাজায়,
আতঙ্কে গ্রিসীয়গণ দুর্গ নিরমায়!

কর নিরুৎসাহ, দেব উৎসাহিছে যা'য় ?
পলা'বে ট্রোজান্ ? আমি নিবারিব তায় !
যুক্তিযুক্ত বাক্য এবে কর অবধান ;
নিবারি' সমর-শ্রম, থাক সাবধান।
কাহারো যদ্যপি থাকে ধন অগণন,
আনি' ত্বরা, সেনা মাঝে করুন বণ্টন।
যুক্ত তাহা স্ব ইচ্ছায় অর্পণ এক্ষণে,
না দিয়া লুণ্ঠনকারী দেশ-অরিগণে !
রবি-করে পূর্ব্বদিক হইলে উজল,
আক্রমিব বীরদর্পে বহিত্র সকল।
যদি একিলিস্ আসে ক্রোধ-প্রদর্পিত,
তাহারি বিপদ ! আমি যুঝিব নিশ্চিত।
দাও যশঃ, দেবগণ ! কিংবা কর ক্ষয়,
যে জন বাঁচিবে তার গৌরব অক্ষয়।
সকলের প্রভু মার্স্, সবারি সমান ;
বিজেতার গর্ব্বমাত্র হারাইতে প্রাণ !
উল্লাসে সমরিকুল করিল চীৎকার,
হরেছে পালাস্‌দেবী জ্ঞান তা' সবার ;
করি' অবহেলা নিজ সুবুদ্ধির প্রতি,
নিল সবে অনর্থের মূল এ যুকতি !
সুদীর্ঘা তামসী বিভাবরী-অধিকারে,
বেড়ি' পেট্রোক্লসে গ্রীক্ ভাসে অশ্রুধারে।
মহাদুখে পেলিডিস্ করে অবস্থান।
সে হস্ত, বিনাশে যাহা বহু বীর-প্রাণ,
বেষ্টিত সে শবে এবে ! সঘনে এবার,
বহে দীর্ঘশ্বাস, ঝরে অশ্রুবারিধার।

তেমতি, মৃগেন্দ্ররাজ বিষাদের ভরে,
গর্জ্জে মরুমাঝে, প্রিয় শাবকের তরে;
যবে সে দুর্দ্দান্ত পশু ফিরিয়া গুহায়,
সমাগত মানবের পদগন্ধ পায়,
বন উপত্যকা মাঝে করে উলম্ফন;
বাজে আর্ত্তনাদে তার নিবিড় কানন;
সেইরূপ একিলিস্ ক্ষোভ-ক্ষিপ্তপ্রায়,
মার্মিডন্‌গণে নিজ বিষাদ জানায়;—
    করিনু কি বৃথা পণ, না পারি কহিতে,
স্থবির মেনিটিয়সে যবে শান্তনিতে,
কহেছিনু, ওপাণ্টিয়া প্রদেশে আবার,
সহ শত্রুধন পুত্র সমর্পিব তাঁর?
কিন্তু সে সর্ব্বেশ যোত্ করেন ছেদন,
অভাগা নরের বহুদিনের মনন!
বীর ও বন্ধুর হ'বে দুর্গতি সমান;
করিবেক ট্রয় উভয়ের রক্তপান।
কাঁদিবে আমারো তরে অভাগী জননী,
না হেরিবে পুনঃ পিতা নয়নের মণি!
তবু, প্রিয় পেট্রোক্লস্! র'ব ক্ষণকাল,
যা'ব পরে তব সহ আঁধারে ভয়াল।
সমাপ্ত অন্তেষ্টিক্রিয়া না হ'তে তোমার,
শত্রু হেক্টরের শিরঃ দিব উপহার।
বর্ম্ম সহ সে মস্তক ঝুলা'ব অচিরে;
দ্বাদশ সুকুল-জাত বলী ট্রয়-বীরে
হত্যাযোগ্য, বিনাশিবে এ হস্ত আমার,
দিব বলি পার্শ্বে তব জ্বলন্ত চিতার।

যা'ব অতঃপর আমি ; এবে গুণাধার !
অশ্রুপাতে ভিজাইব বদন তোমার।
শত্রু-বন্দিগণ হেথা করিবে রোদন
দিবস যামিনী কহি' আক্ষেপ-বচন,
মম তব বীর্য্যফল ; বিপক্ষ সেনায়,
ছিন্ন ভিন্ন করি' অসি যা সবে বাঁচায়।
এতেক কহিয়া বীর, অনুচরগণে
আদেশিল শব ধৌত করিতে যতনে।
ত্বরা তারা সুবৃহৎ কটাহ আনিয়া,
জ্বলন্ত অনল-কুন্তে দিল বসাইয়া ;
দিল কাষ্ঠরাশি পরে। পাবক হুঙ্কারে,
বিভক্ত হইয়া তলে, বাহিরিল ধারে।
সুপ্রচুর জল তারা ঢালিল তাহায় ;
ফুটিয়া ফুটিয়া নীর উথলে কানায়।
অতঃপর সবে শব-অঙ্গ ধৌত করি,'
মাখাইয়া তৈল, গন্ধ দিল ক্ষত 'পরি ;
মখ্‌মল-আবৃত রম্য কোমল শয্যায়,
উন্নত, ভূপালোচিত, শোয়াইল তায়।
দুগ্ধফেননিভ বস্ত্রে শব আবরিয়া,
আরম্ভে বিলাপ তারা অধীর হইয়া।
এদিকে, ত্রিদশালয়ে, দেবী জুনো প্রতি
(ঈশ্বর-বনিতা), কহে যোভ স্বর্গপতি ;
তব বাঞ্ছা পূর্ণ এবে ! পিলুস্-তনয়
আসিছে সমরে ; ভাগ্যবান গ্রীক্‌চয়।
কহ প্রিয়ে ! (নাহি জানি) তারা কি ধার্ম্মিক ?
জন্মিল কি তব গর্ভে ও জাতি নির্ভীক ?

এ কেমন বাক্য তব ? (সরোষে উত্তয়ে,
ঈশপ্রিয়া, রক্তনেত্রা ঘোর ক্রোধভরে।)
এ হেন সাহায্য পারে করিবারে নর ;
জিনে বুদ্ধিবলে তারা এ হেন সমর।
দ্বিতীয় মর্য্যাদা মম মাঝে দেবতার,
প্রণয়িনী বজ্রপাণি জগত-পাতার,
না প্যারি কি এক জাতি করিতে শাসন,
কিংবা দোষী দেশ 'পরে কোপ-প্রদর্শন ?
এরূপে আলাপে দোঁহে। গজেন্দ্র গমনে,
সিন্ধুবালা প্রবেশিল ভল্কান্‌ভবনে ;
চারিদিকে চারু হর্ম্ম্যাবলী শোভা পায়,
স্বর্গের অক্ষয় দীপ্তি বিরাজে তথায়।
খঞ্জ শিল্পিবরে দেবী হেরিল নয়নে ;
অগ্নিকুণ্ড হ'তে ধূম উঠিছে সঘনে।
কুণ্ডে কুণ্ডে দেবশিল্পি ভ্রমিয়া সত্বরে,
টানে ভস্ত্রা, সর্ব্ব অঙ্গে স্বেদবারি ঝরে।
সামান্য করমে আজি তিনি লিপ্ত ন'ন ;
বিংশতি ত্রিপদ দেব করিছে রচন,
স্থাপিত জীবিত হেম চক্রে সুশোভন,
(কহিতে বিস্ময়) নিজে করয়ে ভ্রমণ
যথা ইচ্ছা, সুসম্বৃদ্ধ স্বরগ ভূমিতে,
অতীব দ্রুত গমনে, অমর ইঙ্গিতে !
বিরচে হাতল তার এবে শিল্পিরাজ,
দীপ্তহেমে, করি' তাহে কুসুমের কাজ।
যেমনি এ কারুকার্য্য সমাপ্ত হইল
চিন্তা-অনুরূপ, সিন্ধুবালা প্রবেশিল।

চেরিস্, বনিতা তাঁর, সুন্দরী-রতন,
(ফিতায় জড়িত দীর্ঘ কেশ সুশোভন,)
হেরে আগমন তাঁর ; ধরি' চারু করে,
মৃদু হাসি,' দেবী প্রতি ক'ন মধুস্বরে ;—
কি হেতুলো দেবি ! অনুগ্রহ অসময় ?
এস, ও অন্তরে তব যাহা বাঞ্ছা রয়;
তবু অতিথিনী তুমি ; প্রবেশি' এখন,
মোসবার উপহার কর আস্বাদন।
উন্নত, রজত তারা-মণ্ডিত শয্যায়,
সাদরে বসান দেবী সিন্ধু-দুহিতায় ;
দিয়া পাদপীঠ পদে, কহেন ডাকিয়া,—
ভল্কান্ ! থিটিস্-আজ্ঞা শুনহ আসিয়া।
থিটিস্, (কহেন দেব) মম হিতৈষিনী,
সদা স্নেহ-পূজাপাত্রী বারিধি-বাসিনী।
যবে নিক্ষেপিল মোরে জননী আমার,
(হেরি' অসন্তুষ্টা এই দেহ কদাকার,)
উনি ও ইউরিনেমি করিয়া করুণা,
শ্বেতবক্ষে ধরি' মোরে করেন সান্ত্বনা।
তদবধি শিল্পকার্য্যে হ'ল মম মন ;
দোঁহা তরে ক্রীড়নক করিনু রচন।
নয় বর্ষ গুপ্তভাবে রহিনু সেখানে
অতি নিরাপদে, দেবনর নাহি জানে।
আঁধার গিরিগুহায় করি দিনপাত,
সিন্ধুর তরঙ্গ তাহে করিত আঘাত।
এবে সেই হিতৈষিনী দেবী-আগমনে,
কহ, কৃতজ্ঞতা আমি দেখাই কেমনে ?

কৃপা করি,’ হে থিটিস্! করহ গ্রহণ
মম পূজা, ভক্ষ্যদ্রব্য কর আস্বাদন।
আমি এবে শিল্পকার্য্য করি’ পরিহার,
হইতেছি নিয়োজিত সেবায় তোমার।
এতেক কহিয়া দেব করম ত্যজিয়া,
অতি ব্যগ্র হ’য়ে, অসুন্দরভাবে গিয়া,
শ্রেণীবদ্ধ সুবিস্তৃত সিন্ধুক ভিতরে,
নানাবিধ যন্ত্রাবলী রাখিল সত্বরে।
অতঃপর দেবশিল্পি সিক্ত বস্ত্র নিয়া,
মলযুক্ত হস্তপদ ফেলেন মুছিয়া।
ধরি’ দৃঢ় ভুজে রাজদণ্ড দীর্ঘ অতি,
সাজিয়া লোহিত সাজে এল বহ্নিপতি।
কামিনী-মূরতি দুই, সুবর্ণ-নির্ম্মিত,
আইল দ্রুতগমনে, প্রভুর সহিত;
বাক্‌শক্তি, জ্ঞান, বিদ্যা দিল তা’ সবার,
দেবশিল্পি, (দিবে হেন চমৎকার হায়!)
দোঁহা’পরে দিয়া ভর, অনল-ঈশ্বর,
উতরে থিটিস্ যথা সিংহাসনোপর।
বসি’ তাঁর পার্শ্বে দেব উজ্বল আসনে,
কহে শ্বেতাঙ্গিনী প্রতি মৃদুসম্বোধনে ;—
ধন্য দেবি! আমি ; আজি কোন্ প্রয়োজনে,
আসিয়াছ (বহুকাল পরে) এ ভবনে ?
করগো আদেশ মোরে থিটিস্ সুন্দরি!
সাধিয়া সে কার্য্য, সুখ অনুভব করি।
সবিষাদে সুরনারী করিল উত্তর,
(দু’নয়নে অশ্রুধারা ঝরে দর দর,)

ভল্কান্! বলহ, কোন্ অমরী-অন্তরে
হেন দুখ, যাহে মম হৃদয় বিদরে ?
অমরী-মাঝারে, যোভ্ জগত কারণ
করিল কি মম তরে, বিষাদ সৃজন ?
জল-দেবীকুল মাঝে, এই অভাগিনী,
হইল হইতে বাধ্য মানব-ঘরণী,
ঘোর জরাদুখ-গ্রস্ত হইয়া যে জন,
দীর্ঘায়ু হ'বার ফল করিছে গ্রহণ!
জন্মিয়াছে বীর এক জঠরে আমার,
মহাবীর্য্যবান, সমকক্ষ নাহি তার।
চারুশিশু তরুসম, কত যত্নে মম,
বাড়িয়া, ধরার দিল শোভা অনুপম!
প্রেরিয়াছি ট্রয়ে তায়; আয়ুঃশেষ তরে,
অচিরে পতন তার সে ভীম সমরে!
পূর্ণ ঘোর শোকে পুনঃ হৃদয় তাহার;
নারি দেবী হ'য়ে, করিবারে প্রতিকার!
অর্পিল যে নারী তার গ্রিসীয় সকলে,
দর্পী নরবর তায় নিল ভুজবলে।
এ হেতু সন্তপ্ত শূর; গ্রিসীয় কাতরে
মাগিল সাহায্য, কিন্তু নাহি গ্রাহ্য করে।
প্রেরিত হইল দূত প্রসন্নিতে তায়;
নিজে না আসিয়া বীর সখারে পাঠায়;
নিজ অস্ত্র বর্ম্ম রথ সেনা তায় দিল।
বাহুবলে প্রায় যুবা ট্রয় জিনেছিল;
ফিবসের কোপে, (করে হেক্টর প্রহার,)
যশঃ প্রাণ, অস্ত্র, বর্ম্ম, করে পরিহার।

তুমি কিন্তু, ওহে দেব! করুণা করিয়া,
অল্পায়ু নন্দনতরে বর্ম্ম নিরমিয়া,
রণক্ষেত্রে দীপ্তি তায় করহ প্রদান,
যাবৎ (ক্ষণেকমাত্র!) নাহি ত্যজে প্রাণ!
কহে দেবশিল্পী;—ক্ষোভ কর পরিহার,
ভল্কানের সাধ্য যাহা সকলি তোমার।
নিবারি' নিঠুরাঘাত, থাকিলে শকতি,
ফিরাতাম দেবি! তব সুতের নিয়তি!
রচিব এখনি অস্ত্র আদেশে তোমার,
অদৃষ্ট, অশ্রুতপূর্ব্ব, অতি চমৎকার!
এত কহি' দীপ্তবপু অনল-ঈশ্বর,
নিজ কর্ম্মস্থানে ফিরি' চলেন সত্বর।
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা লৌহ ভস্ত্রাকুল,
গর্জ্জিয়া সঘনে, শব্দ তুলিয়া তুমুল,
ছাড়ে শ্বাস অগ্নিকুণ্ডে; প্রবল পবনে,
বিংশতি অনলকুণ্ড জ্বলে সেইক্ষণে।
দেবের আদেশে তারা হয় বহমান,
কভু ধীরে ধীরে, কভু বধিরিয়া কান।
পিত্তল, রজত, স্বর্ণদণ্ড দীর্ঘাকার,
স্থাপিত হইল দীপ্ত অনলমাঝার।
সুবিশাল সূর্ম্মি তাঁর সম্মুখে প্রোথিত,
বামেতর করে গুরু মুদ্গর উদ্ধৃত;
সন্দংশে নাড়েন দেব ধাতু, বাম হাতে,
সমগ্র গগন ফাটে প্রবল আঘাতে।
প্রথমে রচিল দেব ঢাল দীর্ঘাকার;
নানা কারুকার্য্য শোভে উপরে তাহার।

বেষ্টিল সে ঢাল তিন বৃত্ত সমুজ্বল,
লম্বমান তাহে দীর্ঘ রজত শৃঙ্খল।
পঞ্চ ধাতুপত্রে ক্ষেত্র হইল নির্ম্মিত,
দেবভাব্য, রম্য শিল্পকরম-পূরিত।
রচে শিল্পিরাজ, পৃথ্বী, নভঃ, রত্নাকর,
প্রখর আদিত্য, পূর্ণচন্দ্র শোভাকর।
গগনে যতেক তারা উদিত নিশায়,
সে বিশাল ঢাল 'পরে এবে দীপ্তি পায়;
ছায়াপথ, সপ্তভাই পাইল প্রকাশ;
দক্ষিণের তারা করে বিভার বিকাশ;
প্রদীপ্ত সন্ধ্যার তারা উজ্জ্বল বরণে,
বিস্তারি' প্রখর ছটা, বিস্তৃত গগনে,
স্থিরভাবে এক স্থানে করে অবস্থান,
না যায় জলাধিগর্ভে হইতে নির্ব্বাণ।
দুইটী প্রদেশ ঢালে হইল উদয়,
সমরের দৃশ্য এক, অন্য শান্তিময়।
চারি দিকে ধর্ম্ম কর্ম্ম, উৎসব সঙ্গীত
করিছে আমোদে মাতি' লোক পুলকিত!
চলিছে নবোঢ়াকুল রাজমার্গ দিয়া,
পশিতে বাসরগৃহে, বাতি করে নিয়া।
নর্ত্তক-নর্ত্তকীদল, নানা ভাবভরে,
করে নৃত্য তালে তালে বাঁশরীর স্বরে।
শ্রেণীবদ্ধ নারীকুল, দাঁড়ায়ে তোরণে,
হেরিছে সে দৃশ্য, সাজি' বিবিধ ভূষণে।
তথা, দলে দলে লোক চলে ধর্ম্মাগার,
শুনিবারে নাগরিক-হত্যার বিচার।

এক জন সপ্রমাণ করে নিহন্তার
অপরাধ, অন্য করে প্রতিবাদ তার।
উভপক্ষ সাক্ষিকুল আহূত তথায়।
পক্ষপাতী জনগণ দু'পাশে দাঁড়ায়।
দাঁড়াইয়া বৃত্তাকারে ঘোষক সকল,
করে ধরি' দণ্ড, নিবারিছে কোলাহল।
সে পবিত্র স্থানে, রম্য শিলাসন 'পরে,
বসিয়া প্রধানগণ, সুবিচার করে।
পর্য্যায়ে পবিত্র দণ্ড করি' উত্তোলন,
উঠিয়া প্রত্যেকে দণ্ড করে উচ্চারণ।
দুইটি সুবর্ণ তোড়া, দৃশ্যেতে সবার,
যে জন সুবিচারক পুরস্কার তাঁর।
অন্য পার্শ্বে, (এই দৃশ্য বিভিন্ন বহুল !)
অস্ত্রে সমুজ্বল, যুদ্ধ বেঁধেছে তুমুল।
সন্ধিসূত্রে দুই সেনা মিলিত হইয়া,
করে অবস্থান এক নগর রোধিয়া।
হেথা, নাগরিকদল রণসজ্জা করি',
রহে গুপ্তভাবে, আক্রমিতে দেশ-অরি।
পিতামাতা দারাশিশু ভয়ে তা'সবার,
উঠিয়া গুম্বজ 'পরে, দেখে চারি ধার।
পালাস্-মার্সের বলে হইয়া দর্পিত,
চলে তারা ; দেবদ্বয় স্বর্ণ নির্ম্মিত,
স্বর্ণ পরিচ্ছদ বর্ম্ম ; সে সেনা লইয়া,
অগ্রে অগ্রে চলে দোঁহে প্রফুল্ল হইয়া।
নদীতটে উপযুক্ত পেয়ে গুপ্ত স্থান,
ঢালে আবরিয়া সবে করে অবস্থান।

দূরে গুপ্তচরদ্বয় সতর্কে নেহারে,
আসে কিনা মেষ বৃষ তটিনীর ধারে।
তৃণক্ষেত্র দিয়া শীঘ্র আসে পশুদল
ধীরে ধীরে; পশ্চাতেতে রাখাল-যুগল
চলে রঙ্গে মনোসুখে বাজায়ে বাঁশরী
লুক্কায়িত শত্রুগণে সন্দেহ না করি'।
অকস্মাৎ সে বাহিনী হ'য়ে বহির্গত,
বেড়িল চৌদিক; হত্যা চলে অবিরত।
অগণন মেষ বৃষ জীবন হারায়;
দুর্ব্বল রাখালদ্বয় ধরাতে লুঠায়!
অবরোধী সেনা শুনি' বৃষের চীৎকার,
ধায় রথ-আরোহণে করিয়া হুঙ্কার।
যুঝি', ত্যজে প্রাণ তারা তটিনীর তীরে;
হইল নির্ম্মল নীর রঞ্জিত রুধিরে।
হুহুঙ্কার, আর্ত্তনাদ উঠে অনিবার।
শত্রু-হৃদে এক যোধ হানে তরবার।
নবাহত অরিবীরে ধরি' অন্য জন
করে বন্দী: কেহ শব করে আকর্ষণ।
ছিঁড়ে মৃতদেহ সবে হয়ে ক্ষিপ্তপ্রায়।
ভীষণ মূরতি কাল নাচিয়া বেড়ায়।
সর্ব্ব রণ-দৃশ্য এবে নয়নে উদয়;
কেহ মারে, কেহ মরে হেন বোধ হয়!
যত্নে দেব-শিল্পী এবে করিল খোদিত,
মনোহর শস্যক্ষেত্র, ত্রিধা সুকর্ষিত।
শাণিত লাঙ্গল ধরি', হলবাহিগণ,
শ্রেণীবদ্ধ, চারিদিকে করে পর্য্যটন।

এইরূপে ক্ষেত্র তারা করিছে কর্ষণ ;
সুরাপাত্র লয়ে প্রভু দেয় দরশন।
সুমধুর মধুপানে নাশি' পরিশ্রমে,
পুনঃ ব্যস্ত হয় তারা ক্ষেত্রের করমে।
গড়ায় মৃত্তিকা চাপ, ফলক তাড়িত,
যদিও রচিত হেমে, দেখিতে অসিত !
পক্ক শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র রচে শিল্পিরাজ।
বিরাজে কর্ত্তনী-করে ছেদক সমাজ।
কোথাও ছেদিত তৃণদল বিস্তারিত,
কোথাও বা তৃণগুচ্ছ ক্রমে সুসজ্জিত।
ছেদিয়া ছেদকদল অগ্রে অগ্রে যায় ;
পরে সংগ্রাহকগণ যতনে গুড়ায় ;
অবশেষে শিশুকুল একত্র হইয়া,
সংগৃহীত শস্য লয়ে আসিছে রাখিয়া।
চারিদিকে তৃণগিরি হয় সমুত্থিত,
নিরখিয়া ক্ষেত্রস্বামী অতি হরষিত।
সুন্দর উন্নত দেবদারুর তলায়,
ঘাসের উপরে, নানা খাদ্য শোভা পায়।
সবল যুবক এক, বৃষ হত্যা করে,
পরিশ্রমি-নিকরের পুরস্কার তরে।
সুবর্ণ-নির্ম্মিত এক শোভে দ্রাক্ষাবন,
লম্বমান তাহে, হেমদ্রাক্ষা অগণন।
গাঢ়তর বর্ণে দ্রাক্ষা-গুচ্ছ বহুতর,
ঝলসে নয়ন, রৌপ্য কীলক উপর।
মলিন ধাতুতে সেই ক্ষেত্রের নির্ম্মাণ,
ধবল টিনের বেড়া শোভা করে দান।

সুন্দর সুগম পথ বক্র ভাবে ধায়,
চলে লোক করণ্ডক করিয়া মাথায়,
(যুবক-যুবতিকুল) আমোদ-বিহ্বল,
পাইয়া প্রচুর মিষ্ট শরতের ফল।
তার মাঝে এক যুবা বীণা ধরি' করে,
পিক-কণ্ঠে লিনসের ভাগ্য গান করে।
পশ্চাতে নাচিয়া যুবা-যুবতিনিকর,
মঞ্জুরবে সে গানের প্রদানে উত্তর।
হেথা বনকের বহু বৃষ বলবান,
করিছে নিনাদ যেন, উত্তোলি' বিষাণ ;
যাইছে হরিত ক্ষেত্রে, যথা কলধ্বনি',
কাঁপায়ে বেতস লতা, প্রবাহে তটিনী।
পশ্চাতে বিরাজে চারি কনক গোপাল,
তা'সবার সঙ্গে নয় কুক্কুর ভয়াল।
ত্যজিয়া কাননাগার দুইটী কেশরী,
করে অবস্থান এক বলী বৃষে ধরি'।
নাদে বৃষ ; রাখালের নিবারিতে নারে।
রক্তপান করি' দোঁহে খণ্ড করে তারে!
কুক্কুর নিকর, হেন দৃশ্য নিরখিয়া,
কাঁপি' ভয়ে, দূর দেশে যায় পলাইয়া।
ভল্কান, অমরশিল্পী রচে অতঃপর,
সুবিশাল তৃণক্ষেত্র অটবী সুন্দর ;
রাজে মেষশালা, পর্ণশালা অগণন ;
শুভ্র মেষে শ্বেতবর্ণ এ দৃশ্য শোভন।
খোদিত হইল নৃত্য,—ক্রিট্‌রাজ্ঞী তরে,
যেরূপ অঙ্কিত হয় নোসস্ নগরে

ডডেনীয় শিল্পবলে ; স্বরূপ সুন্দর,
যুবাযুনী করে ধরি' আছে পরস্পর।
কোমল বসনে শোভে যতেক যুবতী,
পরিহিত যুবাদল সজ্জা দীপ্ত অতি ;
যুবতীর কেশপাশ কুসুম-সজ্জিত ;
যুবকের পার্শ্বে হেম কৃপাণ লম্বিত,
রৌপ্য কোটিবন্ধে বদ্ধ, আঁখি ঝলসায়।
একত্র বসিছে সবে একত্র দাঁড়ায়,
অদ্ভুত কৌশলে ; রঙ্গে নিমেষে আবার,
মোহিত করিয়া আঁখি হয় বৃত্তাকার ;
মুহূর্ত্তেকে পুনঃ তারা নয়ন বঞ্চিয়া,
দাঁড়াইছে পূর্ব্বমত, সে বৃত্ত ভাঙ্গিয়া,
সেইরূপ ঘূরে চক্র দ্রুত আবর্ত্তনে,
দীর্ঘ চক্রদণ্ডচয় না পশে নয়নে।
প্রশংসে বিস্মিত হ'য়ে দর্শক নিকরে।
ব্যায়ামকারি-যুগল মধ্যে ক্রীড়া করে ;
কভু ঊর্দ্ধে, কভু নিম্নে বক্র করে অঙ্গ ;
মধুর সঙ্গীতে সাঙ্গ হয় সেই রঙ্গ।

এইরূপে সুরশিল্পী শেষ করি' ঢাল
চৌদিকে রচিল তার বারিধি বিশাল,
অপরূপ সমুজ্জ্বল রজত বেষ্টনী,
খেলিছে তরঙ্গবৃন্দ যেন কলধ্বনি'।

সমাধা করিয়া ঢাল, বীর আবশ্যক
রচে সমুদায় দেব ; বক্ষের ফলক
অগ্নিপ্রভ, পাদত্রাণ, শিরস্ত্রাণ আর,
নানা কারুকার্য্যে পূর্ণ, স্বর্ণ শিখা তার।

স্থাপিত হইল সর্ব্ব থিটিস-চরণে।
শ্যেন সম বেগে দেবী, বিমানারোহণে
চলে শ্বেত অলিম্পস্-শিখর ত্যজিয়া,
সমুজ্জ্বল অপরূপ অস্ত্র বর্ম্ম নিয়া।

অষ্টাদশ কাণ্ড সমাপ্ত।



ঊনবিংশ কাণ্ড।

এগামেম্‌ননের সহিত একিলিসের মিলন।

বিষয়।

থিটিস্, পুত্রের নিকট ভল্কান-নির্ম্মিত বর্ম্ম আনয়ন করেন। দেবী, পেট্রোক্লসের দেহ অদূষিত রাখিয়া, সৈন্য সজ্জা করিতে একিলিস্‌কে আদেশ করেন। এগামেম্‌নন ও একিলিসের মিলন; এই ঘটনায় বক্তৃতা, উপহার ও ধর্ম্মকার্য্য। সৈন্যগণের আহার ও বিশ্রাম পর্য্যন্ত যুদ্ধে ক্ষান্ত থাকিতে উলেসিস্ একিলিস্‌কে কষ্টে স্বীকৃত করেন। উপহার-দ্রব্য একিলিসের শিবিরে নীত হয়; তথায় ব্রিসিস্, পেট্রোক্লসের নিমিত্ত আক্ষেপ করে। বীর উপহার অস্বীকার করিয়া, বন্ধুর নিমিত্ত কাতরে রোদন করেন। যোভের আদেশে মিনার্ভা তাঁহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য অবতীর্ণা হন। একিলিসের সমর-সজ্জা; তাঁহার আকৃতি বর্ণন। তিনি অশ্বদ্বয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক পেট্রোক্লসের মৃত্যুর নিমিত্ত ভৎসনা করেন। একটী অশ্ব অদ্ভুত রূপে বাকশক্তি প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার ভাবী পরিণাম ব্যক্ত করে; কিন্তু বীরবর এই ঘটনায় ভীত না হইয়া ক্রোধভরে যুদ্ধক্ষেত্রে ধাবিত হন।

ত্রিংশ দিবস। দৃশ্য—সমুদ্রতীরে।

যেমনি মোহিনী ঊষা সুসাজে সাজিয়া,
প্রকাশিল সিন্ধুনীর ছটায় রঞ্জিয়া,
(মনোহর দিবাদানে আমোদিতে নরে,
স্বরগে পূত আলোক বিকীরণ তরে,)
অমর-রচিত সজ্জা লইয়া অমরী
আসে পুত্র-পাশে; দেখে সে বীরকেশরী
কাঁদে পেট্রোক্লসে নিয়া; অপর সকলে,
ভূপতি-সুতের শোকে ভাসে অশ্রুজলে।

দেবী-আগমনে স্থান হ'ল জ্যোতির্ম্ময়।
থিটিস্, স্পর্শিয়া পুত্রে মৃদুবাক্যে কয় ;
পরিহর শোক বৎস ! ভাবিয়া দেখ না,
নর নয়, দেব তোমা দিল এ যাতনা।
ভল্কান্-রচিত সজ্জা কর বিলোকন,
তব উপযুক্ত, কিংবা দেবের শোভন।
এতেক কহিয়া সজ্জা ভূতলে ফেলিল ;
কঠিন মাটিতে ঠেকি' ঝঞ্চনা পড়িল।
পিছায়ে চকিত চিতে মার্মিডন্‌গণ,
তীব্র দীপ্তি হ'তে তার আবরে নয়ন।
স্থিরভাবে একিলিস্ করি অবস্থান,
হেরি' নব সজ্জা, ক্রোধে হয় কম্পমান।
যুগ্মনেত্র হ'তে তাঁর বাহিরি' অনল,
তীব্র অগ্নিস্রোত সম ঝকে অবিরল।
ফিরায়ে ঘুরায়ে বীর দেখে কুতূহলে,
রচে শিল্পী যাহা, সুর-শিল্পের কৌশলে।
দেবি ! (কহে বীর) এই সজ্জা সমুজ্জ্বল
প্রকাশিছে অমরের অদ্ভুত কৌশল।
ভীষণ সমরে তবে যাইব সত্বর ;
কিন্তু হায় ! মম প্রিয়সখা-কলেবর,
ক্ষত স্থান দিয়া কীট পশি' অভ্যন্তরে,
করিবে কি অপবিত্র জননি ! সত্বরে ?
বৃথা চিন্তা পরিহার কর গুণাকর !
(তনয়ের প্রতি দেবী করিল উত্তর) ;
হত বীরকায়া চির রহিবে অক্ষত,
অবিবর্ণ, রক্তপূর্ণ, জীবিতের মত।

যাও একিলিস্! (কর যেমন মনন,)
গ্রীকের সাক্ষাতে ক্রোধ কর গে বর্জ্জন।
সমরে প্রবৃত্ত বৎস! হও অতঃপর;
বল বীর্য্য দান তোমা করিবে ঈশ্বর।
এতেক কহিয়া দেবী, শবের নাসায়,
ঢালেন অমৃত; তার সর্ব্বাঙ্গে ছড়ায়
মৃত্যুসঞ্জীবনী সুধা। কীট মক্ষীগণ
পলায় সে কায়া নারি করিতে দূষণ।
মাতৃবাক্যে একিলিস্ চলে সিন্ধু-তীর,
কাঁপায়ে সমগ্র দেশ হুঙ্কারে গভীর।
শুনে যোধগণ তাহা; গ্রিসীয় সকল,
দাঁড়ি মাঝি আদি করি' যত জনদল,
শুনি' পরিচিত কণ্ঠ, মাতিয়া উল্লাসে,
ব্যগ্রভাবে ঊর্দ্ধশ্বাসে সেই দিকে আসে,
হেরিতে সে অরিত্রাস প্রবীর দুর্ব্বার,
চির পরিত্যক্ত, পুনঃ মিলিত আবার।
টিডাইডিস্, উলেসিস্ আহত সমরে,
বর্ষা'পরে করি' ভর ধীরে অগ্রসরে।
বসিল মন্ত্রণা-স্থানে আসনে উভয়;
ভূপ আটরাইডিস্ উপনীত হয়;
তিনিও আহত এজিনর-সুত-শরে!
একিলিস্ এবে নিজ ভাব ব্যক্ত করে;—
হইত মঙ্গল ভূপ, পৃথ্বী-অলঙ্কার!
তব, মম, আর গ্রীক্ যোধ সবাকার,
যদি, (সে দিনের আগে, যবে দুই জনে,
করিনু বিবাদ ঘোর, সুন্দরী-কারণে)

অমরী ডায়ানা, ভীম শর নিক্ষেপিয়া,
বিদ্ধিত বিবাদভূতা যুবতীর হিয়া!
তাহ'লে, বহু প্রবীর না হ'ত নিহত,
মোসবার রক্তে ট্রয় রঞ্জিত না হ'ত।
দোঁহার বিবাদে গ্রীক্ সহিল বহুল,
গাইবেক এ বৃত্তান্ত পরবংশকুল ;
কিন্তু আর নহে, সেই ভীম মনান্তর
অতীত, দুরিত এবে হইতে অন্তর।
কেন, (হায়!) হ'য়ে আমি মানব নশ্বর,
হইব সে মনাগুণে দগ্ধ নিরন্তর ?
শমিলাম ক্রোধ এবে ; চল, করি রণ ;
গ্রীক্ স্রাবিয়াছে রক্ত, এবে ইলিয়ন।
ডাক সৈন্যগণে ; কর পরীক্ষা সত্বরে,
রহে কি না রাত্রে শত্রু এ অঙ্গন' পরে।
নিশ্চয়, তাদের নেতা, এ বীর্য্য বুঝিয়া,
ভাসিবে উল্লাস-নীরে, দূরে পলাইয়া!
নিরস্ত হইল বীর। গ্রীক্ অবিরাম,
প্রফুল্ল মিলনে, গাহে পেলিডিস্-নাম।
না উঠি' আসন ত্যজি', পূজ্য নরবর,
এরূপে, এ বচনের অর্পেন উত্তর ;—
ক্ষান্ত হও, শুন যত গ্রিসের সন্তান!
এক মনে ভূপালের বাক্যে দেহ কান।
আকালিক হর্ষ ক্ষণ করহ বর্জ্জন,
ত্যজহ আনন্দধ্বনি, অনিষ্ট-কারণ।
অসময়ে কোলাহল, প্রশংসা, চীৎকার,
করে অপকার সদা বড়ই বক্তার।

এ বিবাদে কিছুমাত্র দোষ মম নয় ;
জানিও, ক্রোধান্ধ যোভ্, ভাগ্য নিরদয়,
ভীম ইরিনিস্ সহ, অর্পিয়া আমায়
ঘোর রোষ, এ ভীষণ বিবাদ ঘটায়।
ঈশ্বরের ইচ্ছা লঙ্ঘি, কি সাধ্য আমার
না সাধিলে ভীমা এটী হেন অপকার ?
সে দেবী যোভের কন্যা, সদা অর্পে নরে
দুখভার, প্রবেশিল আমার অন্তরে।
সে দেবী ভূতলে পদ না করে অর্পণ ;
কিন্তু সদা দর্প ভরে করে বিচরণ,
প্রবীরের শিরোপরে ; গমন সময়,
ক্ষত চিহ্ন, দুখরাশি আবির্ভূত হয় !
পূরবে ভ্রমিত দেবী দীপ্ত দিবমাঝ ;
আপনি জগত-পিতা যোভ্ দেবরাজ,
ভুঞ্জে দুঃখ তাঁর বিষময় প্রহরণে,
জুনোর নারী-উচিত চাতুরী ছলনে।
গর্ভবতী আল্কামেনা, যবে নয় মাসে
করিল অতীত ; যোভ বলী পুত্র-আশে
হ'য়ে হৃষ্ট, গোপনীয় মনন তাঁহার,
কহিলেন দেবী কাছে, করি' অহঙ্কার।
আজি (কহে দেব) মম জন্মিবে সন্ততি,
শাসিবেক রাজ্য, হ'বে ভূপতির পতি।
কহে সেটার্ণিয়া তাঁয়, সত্যে বদ্ধ হ'য়ে
অর্পিতে রাজ্যাধিকার সে প্রিয় তনয়ে।
বজ্রপাণি, প্রেয়সীর ছলা না বুঝিয়া,
করেন প্রতিজ্ঞা, যত দিব্য উচ্চারিয়া।

ত্যজি' অলিম্পস্‌, দেবী আনন্দ অন্তরে,
চলিলেন দ্রুতবেগে আর্গস্‌ নগরে।
স্থেনিলুস্‌-পত্নী ছিল সপ্তাহ গর্ভিনী ;
জিয়ালেন পুত্রে তাঁর ঈশ-বিমোহিনী।
দেবীর মায়ায় আল্কামেনা গর্ভবতী,
না পারিল প্রসবিতে সে দিন সন্ততি।
ঈশে সেটার্ণিয়া এবে স্মরাইল পণ ;
"জন্মিবে, (কহেন দেবী) যোভের নন্দন
আজি, অনশ্বর ; স্থেনিলুস্‌ হ'তে তার
হয়েছে উদ্ভব, কর যথা অঙ্গীকার।"
পণবদ্ধ বজ্রপাণি শুনি' এ বচন,
অতি ক্ষুব্ধচিত, ক্রোধে হইল মগন।
আছিল কলহ দেবী তাঁহার মাথায়,
হস্ত সঞ্চালিয়া ঈশ ফেলিলেন তাঁয়।
অক্ষয় প্রতিজ্ঞা দেব করিল আবার,
না হইবে সুরলোকে বাসস্থান তাঁর ;
হেঁটমুণ্ডে অলিম্পস্‌ হইতে ত্বরায়,
চিরদিন তরে নিম্নে নিক্ষেপিল তাঁয়।
তদবধি ধরাধামে বিবাদ পড়িল,
নশ্বর মানব সনে থাকিতে হইল।
বিরলে বসিয়া দেব, সুত-ভাগ্য তরে,
কাঁদিতেন, দিয়া দোষ বিবাদ উপরে।
প্রবঞ্চিত আমি সেই যোভের মতন,
অরাতি হেক্টর যবে নাশে অগণন!
কিসে যুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইবে আমার ?
মম ধন জনগণ সকলি তোমার।

সেই সব দ্রব্য এবে হইবে আনীত,
তব কাছে উলেসিস্‌-মুখে অঙ্গীকৃত।
প্রসন্ন হইয়া বীর! মম অনুনয়ে,
ধর অস্ত্র, যুঝ পুনঃ বর্ম্মদীপ্ত হ'য়ে।
নরবর! দূরব্যাপী তোমার শাসন,
(কহে একিলিস্‌,) পালে সর্ব্ব জনগণ!
অর্পণ বা অনর্পণ পূর্ব্ব উপহার
সম মম পক্ষে; চাহি সংগ্রাম এবার।
মুহূর্ত্ত বিলম্ব আর না সহে এখন,
মোদের যশের কার্য্য নহে সম্পাদন।
প্রতি গ্রীক্, যে হেরিবে বরষা আমার,
নির্ভয়ে অরাতি সেনা করুন সংহার;
স্বচক্ষেতে মম কার্য্য করি' বিলোকন,
সমরে কর্ত্তব্য যাহা শিখুন এখন।
নিরস্ত পিলুস্‌ পুত্র। জ্ঞানের আকর
হিতবাদী ইথেকস্‌ করেন উত্তর,—
যদিও শ্রমেতে ডর না আছে তোমার,
আবশ্যক বাহিনীর বিশ্রাম আহার।
যবে দেববলে রণে হইবে উদয়,
দীর্ঘকাল ভীম যুদ্ধ চলিবে নিশ্চয়।
শোণিত, সাহস বল করয়ে অর্পণ;
মদিরা, অশন করে সে রক্ত বর্দ্ধন।
কোন্‌ মহারথ বীর আহার বিহনে,
দিনেক যুঝিতে পারে এ ভয়াল রণে?
সাহস থাকিতে পারে; কিন্তু গেলে বল,
অবশ্যই পরাজিত হ'বে মহাবল।

অনাহারে, পরিশ্রমে হইয়া কাতর,
ক্লান্ত কলেবর ত্যজি' পলাবে' অন্তর ;
কিন্তু অঙ্গ দৃঢ় করি' বলিষ্ঠ আহারে,
বহুক্ষণ যোধগণ যুঝিবারে পারে।
সৈন্যগণে ত্বরা আজ্ঞা করহ প্রদান,
প্রচুর আহার করি' হ'তে বলবান।
বীর একিলিসে যাহা আছে অঙ্গীকার,
করহ অর্পণ এবে সম্মুখে সবার।
দাঁড়াইয়া নরবর সভার মাঝারে,
করুন প্রতিজ্ঞা, (ধর্ম্মপ্রথা-অনুসারে)
যথা অদূষিতা ভাবে আসিল যুবতী,
নহে কলঙ্কিনী, আছে অদ্যাপি তেমতি।
অতঃপর কালোচিত বিপুল উৎসবে,
বীরের সে পূর্ব্ব মান্য সমর্পিত হ'বে।
আধিপত্য পুনঃ ভূপ ! না করিও আর,
বিবেচনা, বিচারের করি' ব্যাভিচার।
হেন কার্য্য ভূপালের বহু প্রশংসার,
সম্মানিতে তায়, ক্ষতি করিয়াছে যার।
উত্তরিল নরবর ;—হেন বাক্যে তব
আনন্দিত আমি, ন্যায্য তব অনুভব।
উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিব ইহার ;
ঈশ্বর এ অপরাধ মার্জ্জিবে আমার !
থাকুক এ স্থলে ক্ষণ গ্রিসীয় জনতা ;
একিলিস্ ! ক্ষণ পরিহর অধীরতা,
যাবৎ তরণী হ'তে আনি উপায়ন,
যোভে স্মরি', দোঁহাকার না হয় মিলন।

আনিবেক যুবাদল সেই উপহার।
তব' পরে উলেসিস্! নির্ব্বচন-ভার।
শ্রেণীবদ্ধ হ'য়ে দ্রব্য আনিবেক মাথে;
সুন্দরী বন্দিনীগণ আসিবেক সাথে।
আনুন টাল্‌থিবিয়স্ বরাহ সত্বরে,
যোভ্-দিবাকরোদ্দেশে বলিদান তরে।
এ সব, হে নৃপবর! (একিলিস্ কয়,)
করিও সময়ক্রমে, যদি ইচ্ছা হয়,
হইবে সমাপ্ত যবে এ ভীম সমর,
পলাইবে ক্রোধ, ত্যজি' এ দগ্ধ অন্তর।
মোসবার বীরগণ হেক্টর-প্রহারে,
ঊর্দ্ধনেত্রে নিপতিত অঙ্গন মাঝারে।
প্রতিহিংসা আবশ্যক! লয় মম চিতে,
এখনি, এ মুহূর্ত্তেতে যুদ্ধ আরম্ভিতে।
আগে, হে নরেন্দ্রবর! জিনিয়া আহব,
গীতবাদ্য পানাশনে করুন উৎসব।
যদবধি রক্ত-তৃষ্ণা না যায় আমার,
রসনা না রসনিবে কদাচ আহার।
হত প্রিয়সখা মম, (বড় ব্যথা প্রাণে!)
শায়িত চরণদ্বয় রাখি' দ্বারপানে।
দিব প্রতিশোধ আমি! এ হৃদি মাঝারে,
চিন্তা, লাভাকাঙ্ক্ষা কভু প্রবেশিতে নারে।
সমরে উৎসব মম; মুমূর্ষু-চীকার,
রক্তপাত,—পানাশন, সঙ্গীত আমার!
হে গ্রীক্‌প্রবর! (কহে উলেসিস্ ধীর)
মহাবীর্য্য-সমন্বিত, অমানুষ বীর!

সতত সমর-ক্ষেত্রে কৃতীত্ব তোমার,
প্রাজ্ঞতা ও জ্ঞান কিন্তু আয়ত্ত আমার।
কহিতেছি উপদেশ বুঝহ অন্তরে ;
সমরে প্রবীর শীঘ্র তৃপ্তিলাভ করে।
যদিও শবেতে পূর্ণ সমর-অঙ্গন,
বহে রক্ত-নদী, লাভ না আছে তেমন।
পর্য্যায়ে বিজয়-শিক্যা হয় আন্দোলিত ;
হ'লে প্রতিকূল যোভ্, বিজয়ী নিহত।
প্রত্যহ অসংখ্য বীর জীবন হারায় ;
কাঁদিলে অনন্ত কাল, সে দুঃখ না যায়।
চির শোকভোগে কহ, কিবা প্রয়োজন ?
খেদে উপবাস নাহি করে গ্রীকগণ।
কালপূর্ণ কোন প্রিয় বীরের মরণে,
যথেষ্ট, দিনেক তরে শোক-প্রদর্শনে।
একের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দুখে সমাপিয়া,
যাইতেছি পুনঃ ত্বরা অন্য বীরে নিয়া।
বললাভ হেতু কর আহার প্রচুর ;
হরিবেক বিরসতা মদিরা মধুর।
রণ-আশে হৃদি নৃত্য করুক সবার,
উঠুক মানসে মাত্র বিপক্ষ-সংহার।
লভিয়া বিশ্রাম ক্ষণ, গ্রিসীয় ত্বরিতে,
বাহিরিবে পুনঃ, নাহি হ'বে আহ্বানিতে।
আতঙ্কে অধীর হ'য়ে র'বে যে দুর্ব্বল
তরী মাঝে, পা'বে তার উপযুক্ত ফল।
একত্র করিয়া যাত্রা সমর-অঙ্গনে,
আক্রমিব এক সঙ্গে ট্রয়-সৈন্যগণে।

যুবাগণে উলেসিস্ প্রেরিল এবার,
আনিবারে তরী হ'তে রম্য উপহার।
নেষ্টর-নন্দনগণ, ফিলুস্-তনয়,
থায়াস্ ও মেরিয়ন্ সমরে দুর্জ্জয়,
ক্রিয়োণ্টীয় নেতা লিকোমিডিস্ দর্পিত,
যুবক মেলানিপস্ হন নির্ব্বাচিত।
আজ্ঞামাত্র যুবাগণ আনে উপহার;
রাখে বিংশ পুষ্পপাত্র মধ্যে সবাকার।
আনিত হইল ছয় ত্রিপদ সুন্দর,
দ্বাদশ তুরঙ্গ আর স্থূল-কলেবর।
আইল সপ্তবন্দিনী যৌবন-শোভিতা;
অষ্টমী বিস্রিস্, যেন গোলাপ ফুল্লিতা,
চলে ধীরে পশ্চাতেতে; ইথেকস্ আগে,
লইয়া সুবর্ণ তোড়া আসে অনুরাগে।
অন্য দ্রব্য অতঃপর রাখে যুবাগণ;
মনোহর দৃশ্য! উঠে এগামেমনন্।
ধার্ম্মিক টাল্‌থিবিয়স্ বরাহ ধরিল;
মহীপতি কোষবদ্ধ খড়গ উলঙ্গিল।
সে পশুর শিরঃ-রোম করিয়া ছেদন,
নিবেদিয়া দেবে, ভূপ করিলেন পণ।
দীর্ঘ বাহুদ্বয় তাঁর উৰ্দ্ধে উত্তোলিত,
নীল নভোপানে যুগ্ম নয়ন স্থাপিত।
ভক্তিভরে বসি' যত গ্রিসীয় নিকর,
শুনে এ প্রার্থনা, লোমাঞ্চিত-কলেবর।
সাক্ষী তুমি, ওহে যোভ্ জগত-ঈশ্বর!
সর্ব্বদর্শী, দয়াময়, জ্ঞানের আকর!

মাতঃ বসুন্ধরে! দীপ্তবপু দিবাকর!
অধোলোকবাসী যত ভীষণ অমর!
দণ্ড যাঁরা, কর মগ্ন দুঃখের সাগরে,
মিথ্যাবাদী ভূপগণে, মিথ্যাবাদী নরে।
অর্পিলাম কুমারীরে সদা অদূষিতা,
না ভাবি ক্ষণেক তরে আমার বনিতা।
কহি যদি মিথ্যা, দণ্ড হউক অচিরে;
ভীষণ অশনি ঈশ! হান মম শিরে!
এত কহি' ভূপ, খড়্গ হানিল ত্বরায়;
দ্বিখণ্ড হইয়া পশু পড়িল ধরায়।
ধার্ম্মিক দূতপ্রবর সে দেহ লইয়া,
(মৎস্য-খাদ্য তরে) দিল সমুদ্রে ফেলিয়া।
কহে একিলিস্ এবে,—শুন গ্রীকগণ!
যোভ্ মোসবায় দুখ করেন অর্পণ।
নতুবা ক্রোধের বশ না হ'ত এ মতি,
আট্রাইডিস্ নাহি হরিত যুবতী।
যোভের ইচ্ছায়, যাহে বদ্ধ জনগণ,
ঘটে এ বিবাদ, মরে গ্রীক্ অগণন।
যাও বীরভাগ! তবে নিবার ক্ষুধায়,
একিলিস্ ততক্ষণ র'বে অপেক্ষায়।
ভাঙ্গিল বীরের সভা, এ হেন বচনে;
গ্রীক্‌গণ নিজ পোতে চলে সেই ক্ষণে।
ফিরিলেন একিলিস্ শিবিরে তাঁহার,
পিছে অনুচরকুল, লয়ে দ্রব্য-ভার।
রাখে দ্রব্য ভৃত্যগণ শিবির ভিতরে;
বাঁধে গিয়া মন্দুরায় তুরঙ্গ নিকরে।

পশে নবাগারে যত বন্দিনী যুবতী।
ব্রিসিস্ সুন্দরী, যেন রতি মূর্ত্তিমতী,
আলোকি' মণ্ডপ, গিয়া মন্থর গমনে,
প্রাণহীন পেট্রোক্লসে হেরিল নয়নে।
তখনি পড়িয়া ধনী মৃতদেহ' পরে,
করাঘাতি' বক্ষে, কেশ ছিন্ন করে করে।
অশ্রু-সুশোভিত চারু নয়ন যুগল,
উত্তোলি' কহিল ধনী হইয়া বিকল ;—
হায় যুবা! কৃপাপর, প্রিয় অতিশয়।
শান্ত্বনিতে তুমি মোরে দুখের সময়।
দেখেছিনু তোমা পূর্ব্বে প্রফুল্ল জীবিত ;
এবে হেরি প্রাণহীন, ধূলি-ধূসরিত!
কি ভীষণ দুখরাশি অদৃষ্টে আমার!
শোকের উপরে শোক, নাহি অন্ত তার!
এক দিনে মম তিন প্রাণের সোদর
প্রবেশিল কালান্তক অন্তকের ঘর।
তুমি মোরে ধরাসন হ'তে উত্তোলিয়া,
স্বামিহত্যা অশ্রু-বারি দিলে মুছাইয়া।
কহেছিলে তুমি মোরে, ওহে যুবাশশী,
করিবে আমায় একিলিসের প্রেয়সী,
দিবে মোরে সমারোহে ধর্ম্মপত্নী করি',
হইব দেবীসুতের রাজ্যের ঈশ্বরী।
লহ অশ্রুবিন্দু মম! ঝরে এ নয়ন,
তব তরে, ক্ষুব্ধ তুমি পরের কারণ।
অপর বন্দিনীকুল করে হাহাকার,
নহে পেট্রোক্লস্ তরে, দুখে তা সবার।

বেড়ি' দেবীপুত্রে যত প্রবীর নিচয়,
করিছে শান্ত্বনা, কিন্তু বীর শান্ত নয়।
একিলিসে সুখী যদি করিতে মনন
কর কেহ, অনুরোধ না কর এমন।
যাবৎ উদিত নহে দেব দিবাকর,
কিছুতেই নহে শান্ত মম এ অন্তর।
এতেক কহিয়া শূর ফিরায় বদন।
এখনো এট্রস্-বংশী ভূপ দুই জন,
নেষ্টর, ইডোমিনুস্, উলেসিস্ আর,
ফিনিক্স্, প্রয়াসে ক্ষোভ শমিবারে তাঁর।
ভীম ক্রোধ-শোক তাঁরা দূরিবারে নারে;
কভু ফেলে অশ্রুবীর, কভু বা হুঙ্কারে।
তুমিও হে পেট্রোক্লস্! (কহে বীরবর)
করেছ উৎসব এই শিবির ভিতর।
তব সহবাসে, তব মধুর বচনে,
এক দিন একিলিস্ ক্ষান্ত ছিল রণে;
কিন্তু হায়! এবে তোমা দিয়া কাল-করে,
কি সুখ উৎসবে মম, না গিয়া সমরে?
কত মর্ম্মভেদী দুখ এ অদৃষ্টে আর!
কি দুঃখ, পিলুস্ যদি ত্যজেন সংসার;
যিনি এবে করিছেন অশ্রু বরিষণ
পিথিয়ায়, গণি' প্রিয় পুত্রের নিধন?
নিয়প্টোলিমস্ যদি মরে এবে হায়!
(মম একমাত্র পুত্র) কত দুখ তায়?
জীবিত সে সুত এবে (ভুলি' মায়া তার,
বহিতেছি দূরদেশে সমরের ভার!)

ভেবেছিনু এত দুখ সহিতে না হ'বে;
নাশি' ভাগ্য একিলিসে, সখারে রাখিবে।
পালিবেন পেট্রোক্লস্, ছিল আশা মম,
পিতৃহীন সেই সুতে, জনকের সম ;
সিরসের দ্বীপ হ'তে করিয়া আনীত,
পৈতৃক বিভবে তার তুষিবেন চিত,—
সুরম্য রাজপ্রাসাদ, রাজ্য বিস্তারিত।
স্থবির পিলুস্ নাহি বাঁচিবেন আর ;
না আছে সামর্থ্য বহিবারে রাজ্যভার।
মম অকল্যাণ গণি', এবে বৃদ্ধবর
অবসন্ন, ইহলোক ত্যজিবে সত্বর।

থামে উচ্ছ্বাসিয়া বীর। নরপতিগণ,
অধীর অন্তরে করে অশ্রু বরিষণ।
ক্ষুব্ধ হ'য়ে বর্জী তাঁসবার আঁখিনীরে,
দয়ার্দ্র অন্তরে এবে কহে কুমারীরে ;—

একিলিসে কৃপা পুত্রি ! নাহি কি তোমার ?
এরূপে কি কর বীরজনে পরিহার ?
হের, যথা পালমালা উড়ে বায়ুভরে,
বসি' শূর অশ্রুপাত করে সখা তরে।
যাবৎ সামর্থ্য নাহি হরে অনশন,
যাও ত্বরা, সুধাধারা কর বরিষণ।

নীরবিল বজ্রপাণি ; ত্বরা এ বচনে,
চলে চারুনেত্রা দেবী চপলা-গমনে :
তেমতি ভীষণ হার্পী করেন গমন,
দীর্ঘ পাকশাটে বিতাড়িয়া সমীরণ।

একিলিস্ পাশে দেবী উপনীতা হ'য়ে,
অলক্ষিত ভাবে তাঁর বরষি' হৃদয়ে,
অমিয়, (মরণহীন অমর-আহার !)
দিব্য লোকে আরোহণ করে পুনর্ব্বার।
শিবির হইতে বাহিরিয়া সেনাগণ,
ব্যপিল প্লাবন সম, সমর-অঙ্গন।
যথা যবে বরিয়স্ হ'য়ে প্রবাহিত,
ধবল তুষারে ক্ষেত্র করে আচ্ছাদিত;
মেঘাগার হ'তে শীতঋতু ভয়ঙ্কর,
বাহিরিয়া দর্প ভরে উজলে অম্বর;
তেমতি উজল ঢাল, দীপ্ত শিরস্ত্রাণ,
ছটায় সমগ্র ভূমি, করে দীপ্যমান।
দীর্ঘ দীপ্ত বক্ষঃপাটা, নারাচ উজল,
প্রভায় মিশায়ে প্রভা, ঝকিছে কেবল।
উঠিছে গগন ভেদি' অশ্ব-পদধ্বনি।
আভায় আকাশ জ্বলে, হাসিছে ধরণী।
মধ্যভাগে দীর্ঘ স্তম্ভসম শোভমান
একিলিস্ অঙ্গে সজ্জা করে পরিধান;
স্বকরে রচে এ সজ্জা দেব বহ্নিপতি,
অক্ষয় অনলপ্রভ অপরূপ অতি!
হিংসা শোক, রণে তাঁরে করে উত্তেজিত;
পাবকের সম আঁখি হইছে ঘূর্ণিত।
কড়মড়ি' দন্ত বীর, অধীর অন্তরে,
করেন অপেক্ষা, নিশা-অবসান তরে।
আগে রৌপ্য কটিসজ্জা পরে বীরবর,
স্বর্ণ কবচ বক্ষে বাঁধে অতঃপর।

চারু কটিবন্ধবদ্ধ পিত্তল কৃপাণ,
রতন-খচিত, পার্শ্বে হয় লম্বমান ;
বৃহৎ চন্দ্রমা সম ঢাল বিস্তারিত,
সহস্র ছটায় ভূমি করে আলোকিত।
তেমতি নেহারে ভীত নাবিক নিকর,
নিশাতে আলোক দূর সমুদ্র উপর,
উন্নত গিরি-শিখরে যাহা প্রজ্বলিত,
আলোকি' আকাশ, লোকে করে সতর্কিত।
স্তিমিত নয়নে তারা হেরে অনিবার ;
ঝটিকা খেদায় পোত করিয়া হুঙ্কার।
পরিল শিরস্ত্র বীর ; উপরে তাহার,
সমীরে উড্ডীন শিখা শোভার আধার।
যথা পুচ্ছ হ'তে ধূমকেতু আলোময়,
ছড়ায় মরক, রোগ, সমরের ভয় ;
সেইরূপ শিরে তাঁর ঝকে শিরস্ত্রাণ,
কাঁপে দীপ্ত শিখা, দিক করি' ভাসমান।
বিস্মিত নয়নে শূর হেরে আপনারে ;
তুলে অস্ত্রশস্ত্র নিজ বল বুঝিবারে।
অনুভব করে বীর সামর্থ্য-উদয়,
অলক্ষিতে কেহ যেন তুলে অঙ্গচয়।
পৈতৃক বরষা বীর তুলিল এবার,
প্রকাণ্ড, নাড়িতে সাধ্য না আছে কাহার।
পিলিয়ন্-শৃঙ্গশোভী শাল তরুবরে,
রচিল কাইরন্ তাঁর জনকের তরে ;
ভীষণ বরষা, যাহা একিলিস্ বীর
বহে মাত্র ভুজে, শঙ্কা সমর ভূমির।

বলী আল্‌সিমস্‌, অটোমিডম্‌ দুর্জ্জয়,
দীপ্ত রথে যুক্ত এবে করে দিব্য হয়,
(দুলিছে রজত থোপ পার্শ্বেতে দোঁহার,)
বাঁধিল বদনে চারু রশ্মি শোভাধার ;
নাগদন্ত-সুমণ্ডিত সে বল্গা ঘুরায়ে,
অশ্বপৃষ্ঠ দিয়া, রাখে বরূথীর গায়ে।
ত্বরিত সারথি এবে করে কশা নিয়া,
কৌশলে উন্নত রথে উঠে উলম্ফিয়া।
মহাবীর একিলিস্‌ দিব্য বর্ম্ম পরি',
উঠিলেন তাহে, ক্ষেত্র প্রজ্বলিত করি'।
রথস্থ ফিবস্‌ যবে উদেন আকাশে,
কদাপি উজ্জ্বলতর প্রভা না প্রকাশে।
দাঁড়াইয়া বীরবর বীরদর্প-ভরে,
আদেশ করেন উচ্চে তুরঙ্গনিকরে ;—

হে জ্যান্থস্‌ ! বেলিয়স্‌ ! পোডার্জিসোদ্ভূত !
(অনশ্বর বংশে যদি হয়েছ প্রসূত,)
হও দ্রুতগামী, শিক্ষা করহ এবার,
রথীরে রক্ষিতে ভীম সংগ্রাম মাঝার।
বিপক্ষ মাঝারে মোরে নে যাও অচিরে,
পেট্রোক্লস্‌ সম, নাহি ত্যজিও স্বামীরে।

তেজস্বী জ্যান্থস্‌, হেন বচন শুনিয়া,
করে অনুতাপ ক্ষোভে শিরঃ নোঙ্গাইয়া।
স্বর্ণরথ-অগ্রে অশ্ব কাঁপিয়া দাঁড়ায়,
সুদীর্ঘ কেশররাজি ধূলাতে লুঠায়।
কহিতে বিস্ময় ! (এবে জুনোর কুহকে,)
কহে অশ্ব, বাকশক্তি লভিয়া পলকে ;—

একিলিস্ ! আজি দোঁহে বহিব তোমায়,
করিবারে ছিন্ন ভিন্ন বিপক্ষ-সেনায় ;
কিন্তু আসিতেছে দিন,—হারাইবে প্রাণ,
আমাদের দোষ নহে,—বিধির বিধান !
নাহি মরে পেট্রোক্লস্ মোদের হেলায়,
আয়ুঃ শেষ তাঁর, দেব বিনাশিল তাঁয় ।
সেই দেব, দর্পে যাঁর পলায় আঁধার,
(হেরেছি নয়নে) হরে বর্ম্ম অস্ত্র তাঁর ।
যদ্যপি দ্রুততা ধরি জিনি' সমীরণে,
কিংবা যদি করি ভর পশ্চিম পবনে,
সকলি বিফল ! আয়ুঃ নিঃশেষ তোমার ;
দেবনর-করে তব হইবে সংহার ।

অমর-মায়ায় তার, ক্ষণ কণ্ঠস্বর
থামে চিরতরে । বীর করিল উত্তর,
মহা ক্রোধভরে ;—যাহা হউক হ'বার ;
ভাবীবাণী নহে মম কারণ শঙ্কার ।
জানি মম ভাগ্য আমি ; ত্যজিব সংসার,
জন্মভূমি, পিতামাতা, না হেরিব আর,
যথেষ্ট !—মরণ নারে এড়াইতে নরে ।
যাক্ ট্রয় ! কহি' বীর ধাবিল সমরে ।

উনবিংশ কাণ্ড সমাপ্ত ।

বিংশ কাণ্ড।

দেবযুদ্ধ এবং একিলিসের বীরত্ব।

বিষয়।

একিলিস যুদ্ধে আগমন করিলে পর, যোভ্, দেবগণকে আহ্বান করিয়া, তাঁহাদিগকে উভয়পক্ষের একপক্ষ অবলম্বন করিতে অনুমতি করেন। দেবযুদ্ধের ভীষণ দৃশ্য বর্ণন। এপলোদেব ইনিয়সকে একিলিসের সন্মুখীন হইতে উৎসাহিত করেন। বহু কথোপকথনের পর, এই দুই বীর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন; ইনিয়স্‌কে নেপ্‌চ্যুন রক্ষা করেন। একিলিস্ ট্রোজান সেনার উপর পতিত হইয়া, হেক্টরের প্রাণবধের উপক্রম করেন; কিন্তু এপলো তাঁহাকে মেঘে ঢাকিয়া লইয়া যান। একিলিস্‌ হত্যা করিতে করিতে ট্রোজানগণের পশ্চাদ্ধাবমান হন।

প্রদিবস এখনও চলিতেছে। দৃশ্য—ট্রয়সন্মুখস্থ অঙ্গন।

এরূপে সশস্ত্র যত গ্রীশের সন্তান,
পেলিডিস্ বীরে বেড়ি' করে অবস্থান;
ট্রয়সেনা, নিকটস্থ উচ্চ ভূমি' পরে,
করিছে প্রতীক্ষা শত্রু-আগমন তরে।
থিমিসে কহিল যোভ্ ডাকিতে সত্বর,
ত্রিদশ নিকরে, সুর-সভার ভিতর।
শতশৃঙ্গ অলিম্পস্ ত্যজিয়া ত্বরায়,
আহ্বান করিল দেবী যত দেবতায়।
একত্র প্রদীপ্ততনু যত দেবগণ
প্রবেশিল ঈশ্বরের অনন্তভবন।
কেহ নহে অনাগত, আইল সকলে,
অধোলোক বাসী কিংবা বসে বনস্থলে;

কাননবাসিনী যত অমর কামিনী,
চারুনেত্রা সুরবালা সিন্ধুনিবাসিনী ;
আইল সকলে, ভিন্ন ওসেন্ স্থবির,
রাজ্য যাঁর সুবিশাল জলধি গভীর।
দীপ্ত রম্য স্তম্ভশোভী শিলাসন' পর,
হইল আসীন সর্ব্ব অমর নিকর।
প্রতাপী ত্রিশূলী নিজে শুনিয়া আহ্বান,
আইলেন সিন্ধু ত্যজি' যোভ্ সন্নিধান ;
বসি' সভাগৃহে, রম্য আসন উপরে,
সমুৎসুক চিতে এবে জিজ্ঞাসে ঈশ্বরে ;—
ওহে পৃথ্বী-স্বর্গপতে, ত্রিলোকপূজিত !
দিব্য ভুজে ভীতিময় কুলিশ শোভিত !
কি কারণে সুরগণে ডাকিলে এবার ?
গ্রীস্ ট্রয়যুদ্ধ কিহে কারণ ইহার ?
হেরিয়াছি সুসজ্জিত উভয় বাহিনী ;
রক্তস্রোতে অচিরাৎ ভাসিবে মেদিনী।
সত্য বটে, (বজ্রধর করেন উত্তর)
আহ্বানিনু আজি, যত অমর নিকর,
মনুষ্য-কারণে ; আহা ! যোভের নয়ন
ব্যথিত, নিরখি' বহু মানব-নিধন।
সমুন্নত অলিম্পস্ শিখরি-শিখরে,
হ'য়ে সমাসীন আমি আঁখি অগোচরে,
হেরিব অদৃষ্টফল। হে বিবুধগণ !
অবতরি', যাঁর মনে যেমন মনন,
সাহায্য করহ নরে। মজিবেক ট্রয়,
যুঝিলে অবাধে শূর পিলুস্-তনয়।

যার নামে প্রকম্পিত যত ট্রয়-বীর,
কেমনে তাহার ক্রোধে হইবেক স্থির ?
সাহায্যিতে সুরগণ ! ধাও হে ত্বরায়,
নতুবা অকালে ট্রয় মজিবেক হায় !
এত কহি' বজ্রী ক্রোধ দিল তাঁসবায় ;
সমরে অমরগণ ধাবিল ত্বরায়।
দিবেশ্বরী ; সে অমর, বেষ্টিতা মেদিনী
বারিধি-বলয়ে যাঁর ; সমর-কামিনী ;
হার্মিস্ বিবিধ লাভোপায়ের জনক ;
ভল্কান্, অধীন যাঁর প্রতাপী পাবক ;
ধাবিলেন এঁরা গ্রীক্-সাহায্যের তরে ;
কাঁপে পোতকুল, তাঁসবার পদভরে।
ট্রয়ের সাহায্যে চলে ফিবস্, লাটনা,
মার্স, দীপ্ত বর্ম্মধারী, কামের ললনা,
জ্যান্থস্, প্রবাহ যাঁর স্বর্ণপ্রভা জিনি',
সে অমরী সতী রৌপ্য কার্ম্মুক-ধারিণী।
রণেচ্ছু অমরগণ সাহায্য না দিতে,
আনন্দে আর্গিভ্-হৃদি লাগিল নাচিতে,
যবে একিলিস্ বীর (শত্রুকুল-ভয় !)
বহুকাল পরে পুনঃ সমরে উদয়।
সেনা-অগ্রভাগে বীর করে অবস্থান ;
আসন্ন বিপদে ট্রয় হয় কম্পমান।
ট্রয়ের সমরিকুল ঘোর শঙ্কা ভরে,
দ্বিতীয় রণেশে রণে বিলোকন করে !
পশিলে ত্রিদশগণ রণে অস্ত্র ধরি',
উঠে হুহুঙ্কার ; ক্রোধ, শঙ্কা ভয়ঙ্করী

আবির্ভূত প্রতিমুখে! গরজে সমর;
কাঁপে পৃথ্বী; হানে অস্ত্র সমরি-নিকর।
মিনার্ভা আস্ফালে কভু অঙ্গন-মাঝারে,
কভু বা হুঙ্কারে দেবী গ্রিসীয় প্রাকারে।
বরষিয়া ভীতিরাশি মার্স ভয়ঙ্কর,
বিস্তারিল মেঘজাল ট্রয়ের উপর।
কভুদেব ইলিয়ন্-গুম্বজ উপরে
আরোহী', আশ্বাসে ট্রয়-অনীক নিকরে;
সিমইস্-তটস্থিত গিরি কাঁপাইয়া,
কভু হাঁকে; নদী স্থির হয় চমকিয়া।
শূন্যে দেবপতি হানে বিকট অশনি;
ঘন ঘন উঠে নাদ কাঁপায়ে ধরণী।
নিম্নেতে নেপ্‌চ্যুন্ দেব পৃথিবী কাঁপায়;
সঞ্চালিত হয় বন, গিরি নড়ে তায়।
ইডার কানন বেগে হয় আন্দোলিত;
মহাশব্দে শতস্রোত হয় নিপতিত।
ট্রয়ের গুম্বজ-শ্রেণী কাঁপে থর থর;
তরঙ্গে চালিত হয় বহিত্র নিকর।
গভীর নরকধামে ভয়ঙ্কর অতি,
সিংহাসনে প্রকম্পিত হ'য়ে প্রেতপতি,
করিল আশঙ্কা, পাছে নেপ্‌চ্যুন্ দুর্জ্জয়,
করে তাঁর রাজ্য মাঝে দিবার উদয়;
আলোকে পুরিত হ'বে প্লুটোর আগার,
ঘৃণিত সতত নর দেব সবাকার!
যুঝে সুরকুল হেন! পৃথিবী বিদরে
ভীষণ আশঙ্কা, হেন অমর-সমরে।

প্রথমে রজতঃ-ধনুঃ ফিবস্ দুঃসহ,
করে রণ সিন্ধুরাজ ন্যেপ্‌চ্যুনের সহ।
প্রতাপী রণেশ মার্স ভীষণমূরতি,
হানে অস্ত্র রণেশ্বরী পালাসের প্রতি।
দুর্জ্জয় হার্মিস্ আক্রমিল লাটনারে।
ডায়ানা, রবির ভগ্নী, ঘোর হুহুঙ্কারে,
(বাজে স্বর্ণশর পৃষ্ঠে বিকট নিক্কনে,)
করে যুদ্ধ দিবেশ্বরী সেটার্ণিয়া সনে।
অতঃপর ভল্কানের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়,
সেই নদ, যাহা স্বর্ণরেণু' পরে ধায় ;—
জ্যান্থস্, অমরগণ দিল অভিধান,
কহে স্কামাণ্ডার তাঁয় ধরার সন্তান।
এইরূপে দেবকুল যুঝেন সমরে ;
জ্বলে একিলিস্ অমানুষ ক্রোধভরে।
হেক্টরে খুঁজিছে বীর ; দেখে চারি ধার,
হেক্টরের তরে ; মনে হেক্টর তাঁহার ;
চপলার সমবেগে চারি দিকে ফিরে,
তর্পিতে সমরেশ্বরে সে শত্রু-রুধিরে।
দর্পভরে ইনিয়স্ প্রথমে দাঁড়ায় ;
এপলো, রোধিতে বীরে আশ্বাসিল তাঁয় ;
অসীম সাহস বল দিয়া কলেবরে,
অর্দ্ধবাক্যে, অর্দ্ধবলে, প্রেরিল সমরে।
রাজবংশসমুদ্ভব যুবা লিকেয়ন্
সম মূর্ত্তি সে অমর করেন ধারণ,
কন তাঁয়, সে অবজ্ঞা করিতে স্মরণ,
দেবীপুত্র প্রতি, যবে নাহি করে রণ।

কহে এঙ্কিসিস্-সুত, হে যোধ ! কেমনে
কহিছ করিতে যুদ্ধ পেলিডিস্ সনে ?
জানি তার বল আমি ; এখনো এ মন
নহে শঙ্কাহীন ; শুনি বরষা-গর্জ্জন !
ইডার কানন হ'তে মোসবে তাড়ায়,
নাশে গৃহ-পশুপাল, বিত্রাসে সেনায়
লির্ণেসস্, পিডেসস্ পুড়িল অনলে ;
সেই দিন পরিত্রাণ পেনু ভাগ্যবলে ;
নতুবা অবশ্য মম হইত সংহার
একিলিস্-করে, সাহায্যেতে মিনার্ভার !
ধাবি' দেবী অগ্রে অগ্রে ঝলসি' প্রভায়,
অরিরক্তে প্রিয়বীর-বরষা ভাসায়।
রোধে একিলিসে, বীর্য্য কোন্ নর ধরে ?
শত্রুক্ষয় তরে শক্তি দিয়া কলেবরে,
রক্ষে সুরগণ তায় সতত সমরে।
ঈশ্বর যদ্যপি মম থাকিত সহায়,
জিনিতাম বীরবরে, স্থানুবর প্রায়।

উত্তরিল যোভ্‌পুত্র ;—হে যুবা-প্রধান !
তুষি' ঈশে হও এঙ্কিসিসের সমান।
অমরী ভিনস্ তোমা উৎপাদন করে ;
জন্মিল জনক তব অপ্সরী-উদরে ;
কোন সিন্ধুদেব পূর্ব্বপুরুষ তাঁহার ;
তব মাতামহ যোভ্ বিশ্বমূলাধার !
ভীম অস্ত্র ওহে বীর ! কর উত্তোলন ;
তুচ্ছ নরে শঙ্কা নাহি কর অকারণ।

এ হেন বচনে বীর সাহসে মাতিয়া,
পশে ভীম ব্যূহ মাঝে ঘোর হুঙ্কারিয়া।
যুবাকার্য্য, সুরেশ্বরী হেরিয়া নয়নে,
কহিলেন সমবেত করি' সুরগণে ;—
অকুতোভয়তা হের ওহে সুরগণ !
রণ-আশে ইনিয়স্ করে আগমন।
একিলিস্ পানে বীর দর্পভরে ধায় ;
করেছে সাহস দান ফিবস্ উহায়।
নিবার ও বীরপণা ; অন্ততঃ রক্ষিতে
প্রিয় বীরে, কোন দেব যাও হে ত্বরিতে।
অমরী-সুতের খ্যাতি করিতে বিস্তার,
রণবেশে, রণে আগমন মোসবার।
মরুক তৎপরে শূর, ভাগ্য-দেবীগণ,
অতি ক্ষুদ্র আয়ুঃ-সূত্র রচেছে যখন।
না হ'তে বিপক্ষ সুর নয়নে পতিত,
সাহায্যিছে কোন্ দেব করহ বিদিত ;
কি রূপে সমরে স্থির হইবেক নর,
যুঝে যবে অস্ত্রধারী যত অনশ্বর ?
এতেক কহিল দেবী। করেন উত্তর,
দর্পে যাঁর বসুন্ধরা কাঁপে থর থর ;—
দুর্ব্বল ধরণীবাসী তুচ্ছ নর সনে,
প্রতাপী অমরগণ যুঝিবে কেমনে ?
যুক্ত মোসবার বসি' ও গিরি-শিখরে,
হেরিতে সমর, ত্যজি' ক্ষণস্থায়ী নরে।
যদি সর্ব্বশক্তিমান্, কিংবা দিবাকর,
রোধে একিলিসে, কিংবা আরম্ভে সমর,

আক্রমিব ট্রয়পক্ষ যত সুরগণে।
নিশ্চয় সমরানল নির্ভিবেক ক্ষণে।
মোসবার পরাক্রমে নির্জ্জিত হইয়া,
অধোলোকে তারা ভয়ে যা'বে পলাইয়া।
এত কহি' পরাক্রমী বারিধি-ঈশ্বর
ত্রিশূলী নেপ্‌চ্যুন্, দ্রুত হ'য়ে অগ্রসর,
চলে দীর্ঘ ক্ষেত্র মাঝে ; আছিল তথায়,
মৃত্তিকা-দেউল, প্রবেষ্টিত পরিখায় ;
রক্ষিতে আল্‌সাইডিসে হইল নির্ম্মাণ,
(মিনার্ভার সাহায্যেতে রচিল ট্রোজান,)
পুরা যবে সিন্ধুস্থ রাক্ষস মহাকায়,
ছারখার করি' দেশ খেদাইল তাঁয়।
নেপ্‌চ্যুনের সহ গ্রীকপক্ষ দেবগণ,
মেঘমাঝে এবে হইলেন অদর্শন।
এপলো সহিত যত বিপক্ষ অমর
করে অবস্থান সেময়িস্-কূলোপর।
পরস্পর নিকটেতে উভ দেবদল
বসিয়া ভাবিছে ভাবী অদৃষ্টের ফল ;
কিন্তু নাহি মিশে রণে, যদিও ঈশ্বর,
কুলিশে সঙ্কেত করি' ফাটান অম্বর।
ব্যাপিল প্রাঙ্গণ এবে উভয় বাহিনী :
বাজে ঘোর পদধ্বনি, কাঁপিল মেদিনী।
লৌহ-আবরিত অশ্ব, সেনা বর্ম্মধর,
ঝলসে প্রাঙ্গণ, দৃশ্য অতি ভয়ঙ্কর !
তার মাঝে, (অপরূপ !) অতি শোভা পায়,
বীর ইনিয়স্, একিলিস্ মহাকায়।

ধীরপদে ইনিয়স্‌ অগ্রে অগ্রসরে,
শিরস্ত্রাণে শিখাগুচ্ছ চারু নৃত্য করে।
ধরে বক্ষঃস্থলে বীর ঢাল দীর্ঘাকার,
গমনে বরষা জ্বলে সম্মুখে তাঁহার।
নহে পেলিডিস্‌ হেন ; ক্রোধান্ধ-নয়ন,
ধায় দ্রুতপদে। যথা কেশরী ভীষণ,
নিরখি' প্রথমে যত অরাতি-নিকরে,
যদিও সশস্ত্র বহু নর অস্ত্র ধরে,
অবহেলি' সবাকারে হয় অগ্রসর,
যাবৎ যুবক কোন নির্ভীক-অন্তর,
সুতীব্র বরষা হানি' তাহারে রাগায় ;
মহা ক্রোধে পশুরাজ ঘন গরজায়।
কড়মড়ি দন্ত হরি হেরে চারিধার ;
উদর লাঙ্গুলাঘাতে বাজে অনিবার।
প্রকাশে আক্রোশ সিংহ, করয়ে মনন,
বিনাশিতে শত্রু, কিংবা ত্যজিতে জীবন।
একিলিস্‌, ইনিয়সে আক্রমে তেমতি ;
সেইরূপ ইনিয়স্‌ রোধে তাঁর গতি ;
কিন্তু না আরব্ধ হ'তে ভীষণ সমর,
কহিল ভিনস্‌-সুতে থিটিস্‌-কোঙর ;—
কেন ইনিয়স্‌ ! এতদূর আগমন ?
একিলিস্‌ সনে রণে কর কি মনন,
প্রায়ামের রাজ্য-উপভোগের আশায়,
রাজোচিত গুণ দেখাইতে সবাকায় ?
একিলিস্‌ তব অস্ত্রে মরিবারে পারে,
তবু সে ভূপতি রাজ্য না দিবে তোমারে।

বহু পুত্র আছে তাঁর ; তারাত বঞ্চিবে।
পুত্রস্নেহ-হেতু ভূপে সতত দূষিবে !
অথবা কি দিতে হেন জয়-পুরস্কার,
যত ট্রয়বাসী মিলি' করেছ স্বীকার,
অর্পিতে বিশাল বন, ক্ষেত্র মনোহর,
সুপ্রচুর শস্য, দ্রাক্ষাপূর্ণ নিরন্তর ?
হয়ত এ সব তুমি নারিবে লভিতে !
এত শীঘ্র একিলিসে পারিলে ভুলিতে ?
এক কালে হেরি' মম ভীষণ কৃপাণ,
হ'য়ে ছিলে ওহে বীর ! ভয়ে কম্পমান।
ইডাগিরি হ'তে দ্রুত পলা'লে অব্যাজে,
ঊর্দ্ধশ্বাসে লির্ণেসস্ নগরের মাঝে।
উন্নত সুদৃঢ় সেই নগর-প্রাকার,
যোভ্-পালাসের বলে করেছি সংহার।
করিয়াছি বন্দি যত নাগরিকগণে ;
পেলে পরিত্রাণ তুমি দ্রুত পলায়নে।
হইয়াছি সেই দিন বঞ্চিত যাহায়,
কৃপা করি' দেবকুল মিলাইল তায় !
এখনো সময় আছে, কর পলায়ন,
আগে কার্য্য করি' পরে ভাবে মূঢ়জন।

কহে এঞ্চিসিস্-সুত,—হেন অহঙ্কার,
কর শিশু-পাশে, ভয় যে করে তোমার।
ঘৃণি ইহা ; ব্যবহার উত্তমের সনে,
নর-অনুচিত গর্ব্বে, পরুষ বচনে,
যে বংশে জন্মেছি মোরা নাহি শোভা পায়,
খ্যাতি বিস্তারিত যার সমগ্র ধরায়।

উভয়েই মহাযশা পিতার কোঙর ;
জন্মি দেবীগর্ভে দোঁহে, মনুষ্য-অমর।
মরিলে থিটিস্ কিংবা ভিনস্‌নন্দন,
ঝরিবেক শোকাবেগে দেবীর নয়ন !
যুদ্ধ-অভিলাষী যবে হেন বীরদ্বয়,
বচনে সমর-শেষ কদাচই নয় !
মম বংশ শ্রবণেতে যদি অভিলাষ,
(ধ্বনিত ধরণীধামে সেই ইতিহাস,)
শুন ও হে বীরবর ! জনম আমার,
খ্যাত ডার্ডেনস্ হ’তে, যোভের কুমার।
রচিলেন তিনি ডার্ডেনিয়ার দেউল ;
ইলিয়ন্, (যাহে ভাষা প্রচার বহুল,)
না ছিল তখন ; সুখী দেশবাসিগণ,
ইডা-পার্শ্বস্থিত ভূমি করিত কর্ষণ।
ইরিচ্‌থোনিয়স্, ডার্ডেনসের কুমার,
অতি ঋদ্ধ মহীপতি মাঝে এসিয়ার :
ত্রিসহস্র অশ্বী তাঁর ছিল নিকেতনে ;
ত্রিসহস্র অশ্বশিশু খেলিত প্রাঙ্গণে।
বায়ুদেব বরিয়স্ কামেতে শিহরি’,
থাকিতেন সদা তথা অশ্বরূপ ধরি’।
ছদ্মবেশে, ক্ষেত্রপরে হ্রেসারব করি’,
করিত রমণ দেব ঘোটকী সুন্দরী।
এরূপে দ্বাদশ অশ্ব জন্মিল আবার,
অতি দ্রুত, অনুরূপ সমীর পিতার।
এ সব তুরঙ্গ যবে ক্ষেত্রেতে ধাবিত,
নব দূর্ব্বাদল, শস্য কভু না দুঙ্গিত ;

উড়িলে সমীরভরে বারিধি উপরে,
না বসিত সিন্ধুজল চরণের ভরে!
হেন ইরিচ্‌থোনিয়স্; তাঁহার নন্দন;
সুবিখ্যাত ট্রস্, ট্রয় নাম সে কারণ।
জন্মিল ঔরসে তাঁর তিন মহাবীর,
ইলস্, এসারেকস্ গানিমেড্ ধীর;
গানিমেড্ অপরূপ সুন্দর ধরায়,
লইল স্বরগে তুলি' অমর যাঁহায়,
দিবেশের পানপাত্র করিতে বহন,
পূরিত অমৃতে যাহা ভুঞ্জে দেবগণ।
অবশিষ্ট দুই পুত্র ধরাধামে র'ন।
ইলস্-ঔরসে জন্মে সে লেয়োমিডন্;
তাঁর সুত টিথোনস্, এখন স্থবির,
প্রায়াম্, (তনয় যাঁর হেক্টর প্রবীর,)
ক্লিটিয়স্, ল্যাম্পস্ সদা সন্মানিত,
প্রতাপী হিসিটেয়ন্ রণে পরিচিত।
কেপিস্, এসারেকস্-বীরের কুমার;
তাঁর সুত এঙ্কিসিস্, জনক আমার।
ভাগ্যবলে হেনকুলে হেরিনু ধরণী,
কিন্তু গুণপনা যোভ্ অর্পেন আপনি।
সেই সর্ব্বশক্তিমান জগতের পতি
দান করে কিংবা হরে নরের শকতি।
পারি বাক্‌যুদ্ধে যুঝিবারে বহুক্ষণ;
কুবাক্যের অন্ত নাহি আছে কদাচন,
সত্য, মিথ্যা, ন্যায়ান্যায় যেমন বাসনা;
এ হেন অক্ষয় অস্ত্র মানব-রসনা!

পর্য্যায়ে সকলে যুঝে, কেহ নহে কম ;
বাক্যে নরমাত্রে শক্তি ধরে অনুপম।
রাজমার্গে কোন্দলেতে রতা নারী সব,
বাক্‌যুদ্ধে মোসবায় করে পরাভব।
দাঁড়ায়ে জনতা মাঝে, মোদের সমান,
প্রকাশে আক্রোশ তারা বধিরিয়া কান।
থাম বীর ! যোধপূর্ণ রণক্ষেত্র মাঝ,
প্রকাশ বিক্রম, নহে বাগ্মিতার কাজ।
বহু তিরস্কার তুমি করিলে আমায়,
দিব প্রত্যুত্তর তার ভীম বরষায়।
এতেক কহিয়া বীর, সবলে হানিল
ভীম ভল্ল ; ধাতু ঢালে বঞ্চনা পড়িল।
দীর্ঘভুজ পেলিডিস্ করিয়া বিস্তার,
(রোধিতে সে শস্ত্র,) ঢাল প্রকাণ্ড আকার
ধরিল সম্মুখে ; শূর সশঙ্কিত মন,
সে ভীষণ ভল্ল শূন্যে উড়িল যখন।
বৃথা ডর ! দেবশিল্পী বিরচিল যায়,
মানবের সাধ্য কিবা ভেদিবারে তায়।
দুই ধাতু-আবরণ ভেদিয়া পলকে,
রুদ্ধ সে অস্ত্রের ফলা, তৃতীয় ফলকে।
স্থূল পঞ্চপত্রে নানা ধাতু বিরচিত,
নির্ম্মিত সে ঢাল ; পিত্তলের বহিঃস্থিত,
উপরস্থ ভাঁজ টিন, মধ্য হেমময়,
সুকৌশলে দেবশিল্পী যত্নে নিরময় ;
বাজে বর্ষা তথা। এবে গরজি' সঘনে
বীর একিলিস্-বর্ষা উড়িল গগনে ;

পশি' বেগে ডার্ডেনীয় ঢালের ভিতর,
বাজিল বিকট অধঃ-পিত্তল উপর।
বিচূর্ণি' টিনবেষ্টনী সে শস্ত্র ভীষণ,
করে ছিন্ন মুহূর্ত্তেকে চর্ম্ম-আবরণ।
বীর ইনিয়স্, দেহ করি' আকুঞ্চন,
ভগ্ন ঢাল উর্দ্ধদেশে করে উত্তোলন।
ছিদ্রমধ্য দিয়া যুবা নেহারে গগন;
পৃষ্ঠে করে অনুভব বরষা ভীষণ।
মরণ নিকটে জানি' অন্তর শুকায়,
আঁখি-অগ্রে নানা বর্ণ উড়িয়া বেড়ায়।
হুঙ্কারি' বিকট একিলিস্ বলবান,
আক্রমিল ইনিয়সে নিষ্কাসি' কৃপাণ।
শত্রু-আগমনে ইনিয়স্ বীরবর,
হইয়া চকিত তুলে ভীষণ প্রস্তর,
অতীব প্রকাণ্ড! আধুনিক দুই জন,
কি সাধ্য সেরূপ শিলা করে উত্তোলন।
ক্রোধে ভূকম্পন যাঁর, সেই সিন্ধুপতি,
নিরখি' চমকি' কহে দেবগণ প্রতি;—
হের ইনিয়স্ এবে করে অবস্থান,
মরণ-সীমায়, একিলিসে দিতে প্রাণ,
ফিবসের উত্তেজনে; কিন্তু সে অমর
কোথা এবে! তাঁর চেয়ে বলবান নর!
পারি কি দেখিতে মোরা হে ত্রিদশগণ!
অপরের দোষে যুবা হারা'বে জীবন?
অতি ভক্ত বীর, সর্ব্ব দেবে পূজা করে;
উচিত উহার রক্ষা এ ভীম সমরে।

নাহি চাহে ভাগ্য ইহা ; অথবা যোভের,
নাহি ইচ্ছা উচ্ছেদনে ডার্ডান বংশের।
এ কুলের আদিপিতা তাঁর প্রিয় অতি ;
সদা অনুকূল যোভ্ এ কুলের প্রতি।
পাপিষ্ঠ প্রায়াম্ তার বংশাবলিগণ,
হইয়াছে দিবেশের বিরাগ-ভাজন।
ট্রয়-রাজ্যে ইনিয়স্ হ'বে দণ্ডধর ;
পর্য্যায়ে ভুঞ্জিবে রাজ্য সন্ততি-নিকর।
এতেক কহিল দেব। বচনে তাঁহার,
মদিরাক্ষী দিবেশ্বরী উত্তরে এবার ;—
ডার্ডেনীয় যুবকের নাশ, বা রক্ষণ,
তব'পরে, হে নেপ্চ্যুন! নির্ভরে এখন।
পালাস্ ও আমি বদ্ধ আছি অঙ্গীকারে,
অচিরাৎ ট্রোজানের বংশ ছারখারে।
মুহূর্ত্ত বিলম্ব মোসবার নাহি সয়,
ট্রয়-রাজ্যস্থিত বিনাশিব সমুদয়,
বংশে দিতে বাতি না রহিবে একজন
ও সমৃদ্ধ জনপদ হ'বে অদর্শন।
চলিলেন সিন্ধুনাথ সংগ্রাম মাঝার ;
গর্জ্জিয়া উড়িছে অস্ত্র চারিদিকে তাঁর ;
দুই বীরমাঝে ত্বরা দিয়া দরশন,
আঁধারেন দর্পী একিলিসের নয়ন।
ইনিয়স্-ঢাল হ'তে বরষা তুলিয়া,
গ্রীক-পদতলে দেব দিলেন ফেলিয়া।
অতঃপর ডার্ডেনীয় ভূপতিনন্দনে,
লয়ে ভুজে, ত্বরা দেব আরোহে গগনে ;

না বিক্ষেপি' পদ, চলে সমীরণ-ভরে,
যুধ্যমান অশ্বরথ-সেনা-শিরোপরে।
রণভূমি-প্রান্তে এবে উতরে উভয়,
যুঝে যথা ককেনীয় সেনা সমুদয়।
তথা দেব (নিজ মূর্ত্তি করিয়া ধারণ,)
ক্লান্ত যুবাবীর প্রতি কহিল বচন ;—
কোন্ হীনবল দেব, হে ভূপনন্দন !
একিলিস্-পাশে তোমা করিল প্রেরণ ?
হও সাবধান, কেন মর অসময়ে,
ভাগ্যদেবী বাঞ্ছা তব করে যশঃক্ষয়ে !
আসিবে যবে সে দিন, (আসিবে নিশ্চয় !)
হইবেক ধরাশায়ী ও বীর দুর্জ্জয়,
প্রকাশিও সেই কালে বিক্রম আপন,
তব সমকক্ষ নাহি র'বে কোন জন।
এত কহি' যুবাবীরে করি' পরিহার,
একিলিস্-আঁখি দেব করে পরিষ্কার।
অকস্মাৎ সে আঁধার হ'ল অন্তর্হিত,
রণদৃশ্য পুনঃ তাঁর নয়নে উদিত।
কহে বীর সবিস্ময়ে ;—একি চমৎকার !
বর্শা মম, বায়ু-অগ্রে গমন যাহার,
পতিত সম্মুখে মম ! এখনি যে জনে,
নাশিতে উন্মুখ আমি, পলা'ল কেমনে !
ভেবেছিনু, অনশ্বর সহ করি' রণ,
নিশ্চয় অমর করে অরাতি-রক্ষণ।
ডার্ডেনীয় বীর বটে সমরে দুর্ব্বার,
দেবগণ সহ কিন্তু পলা'ল এবার।

মরুক অপরে তবে! কহি' বীরবর,
উৎসাহিল সৈন্যগণে, কাঁপায়ে অম্বর!
গ্রীক্‌গণ! (কহে বীর আরক্ত নয়নে)
যুঝ সবে, নরে নরে, রথী রথী সনে।
যদিও সাহায্যে সুর, মম সাধ্য নয়,
এ হেন বিপুল সেনা করিবারে জয়।
একাকী এ রণে নারে যুঝিতে অমর,
নহে সে মিনার্ভা ভীমা, মার্স্ ভয়ঙ্কর;
কিন্তু একিলিস্ ধরে সামর্থ্য যেমন,
করে সদা সেইরূপ বীর্য্য প্রদর্শন;
যাহা লয় চিতে, হস্ত যা পারে আমার,
একিলিস্, গ্রীকগণ! তোমা সবাকার।
এই বাহুদ্বয়, কাঁপাইয়া রণস্থল,
বিপক্ষ-বাহিনী আজি করিবে বিরল।
নিরস্ত হইল শূর। সম দর্পভরে,
দেবাভ হেক্টর কহে অনীক নিকরে;—
ট্রোজান্! আনিনু হেথা করিতে সমর,
পিলুস্-সুতের গর্ব্বে না করিও ডর।
কার্য্যে হ'বে পরিত্রাণ। কাপুরুষগণ
নিন্দে বীরে, কিন্তু কাঁপে করি' বিলোকন।
পাষণ্ড, দেবতাগণে গ্রাহ্য নাহি করে,
কিন্তু শুনি' বজ্রনাদ কাঁপে থরথরে।
ঐ দম্ভকারী জনে হেক্টর না মানে;
হ'লেও অনলে হস্ত, হৃদয় পাষাণে,
সে অনল, সে পাষাণ নাহি করি ডর,
করিব (দেখা'ব বীর্য্য) সম্মুখ-সমর।

এরূপে উৎসাহে বীর সমবীর মন।
সহসা বেড়িল তাঁয় নারাচ-কানন।
ঘোর হুহুঙ্কার নাদে বিদরে অম্বর;
মহাদর্পে ছুটে রণে যত যোদ্ধৃবর।
ফিবস্ আকাশ হ'তে নিবারে হেক্টরে,
থিটিসের সুতসহ সম্মুখ সমরে;
মিশি' নিজ দলে যুদ্ধ কর্ত্তব্য এবার,
না গিয়া নিকটে সেই ভীম বরষার।
মানিয়া হেক্টর, দিবাকরের বচন,
আপন বাহিনী মাঝে পশে সেই ক্ষণ।
এবে একিলিস্, ক্রোধে হাঁকি' অনিবার,
বিপুল ট্রয়ের সেনা করে ছার খার।
পড়িল ইফিটেয়ন্ চ মরে দুর্জ্জয়;
মহাবীর্য্য ধরে তাঁর সেনা সমুদয়।
পিতা তাঁর ওট্রিণ্টুস্ সর্ব্বগুণাধার;
নেইস্ সিন্ধুবাসিনী জননী তাঁহার;
তুষার-আবৃত-শৃঙ্গ টোমোলস্-তলে,
বসি' হিডি মাঝে রাজ্য শাসে ভুজবলে।
পড়িল কৃপাণ শিরে, উলম্ফে যেমনি:
মস্তক, সমান ভাগে, পড়িল ধরণী।
যাতনায় নড়ে বীর, বরম ঝঙ্কারে।
দর্পভরে একিলিস্ কহিল তাঁহারে;—
থাকহ ওট্রিণ্টিডিস্! ট্রয়ের ভিতরে
মৃত্যু তব, জন্ম বটে সে গিজি নগরে!
সেই সব রম্য ক্ষেত্র, প্রবাহে যথায়
ইলস্, হার্মস্ হেম তরঙ্গ খেলায়,

নহে তব আর ! এত কহিয়া বীরেশ,
মহাদর্পে শত্রুমাঝে, করেন প্রবেশ।
গ্রীক্-রথচক্রে দেহ হয় বিদলিত,
চক্র-দণ্ডচয় বীর-রক্তে সুরঞ্জিত।
এণ্টিনর-সুত, ডিমোলিয়ন্ দুর্জ্জয়,
অসমসাহস তরে, এবে হত হয়।
বীর-নিক্ষেপিত বর্ষা প্রকাণ্ড আকার,
পড়িয়া সবলে তাঁর শিরস্ত্র-মাঝার,
মহাবেগে অতিদৃঢ় মস্তক ভেদিয়া,
মস্তিষ্ক, শোণিতসহ দিল মিশাইয়া।
নিরখি' হিপোডেমস্, আতঙ্ক-মগন,
ত্যজি' রথ পদব্রজে করে পলায়ন।
ধরিল নারাচ তাঁয় ; ভীরুতার ফলে,
ভীষণ আঘাতে যোধ পড়ে ধরাতলে ;
চীৎকারিয়া ত্যজে প্রাণ,—যেমতি চীৎকারে
হেলিসস্থ নেপ্‌চ্যুনের মন্দির-মাঝারে,
বলিবৃষ ; প্রতিধ্বনি করে মহীধর ;
মহোল্লাসে সে আরাব শুনে রত্নাকর।
পোলিডোরে, বীর এবে করিল সংহার,
বৃদ্ধ প্রায়ামের সর্ব্ব কনিষ্ঠ কুমার,
(দ্রুততায় রাজবংশে নাহি কোন জন)
শেষ পুত্র ভূপালের স্নেহের ভাজন।
যুবক-সুলভ ঘোর গর্ব্বেতে মাতিয়া,
না মানি' নিষেধ যুবা আসে লুকাইয়া ;
দেখা'তে দ্রুততা নিজ ভ্রমে চারি ভিতে,
নহে বহুক্ষণ, ভূমে পড়িল ত্বরিতে।

পৃষ্ঠেতে লাগিল অস্ত্র, যথায় মিলিত
বক্ষঃপাটা, হেম অঙ্গুরীয়-আবদ্ধিত।
ভয়াল নারাচ নাভিমধ্যে প্রবেশিল;
কাঁপিয়া তরুণ বীর ধরাতে পড়িল।
উদরস্থ অন্ত্র মহাবেগে বাহিরায়;
অন্তিম আঁধার ত্বরা বেড়িল তাহায়।
রুধির-আপ্লুত-তনু সমর-শয়নে,
প্রিয় ভ্রাতা, পোলিডোরে হেরিয়া নয়নে,
ডুবিল বিষাদনীরে হেক্টরের মন।
দূর যুদ্ধে বীর আর না করে মনন।
একিলিস্ প্রতি শূর হয় ধাবমান,
কাঁপায়ে নারাচ, দীপ্ত অনল-সমান।
নিরখি' পিলুস্-সুত আনন্দে মাতিল;
মহাবেগে হৃদি তাঁর নাচিতে লাগিল;—
অহো! সেই জন মৃত্যু অন্বেষিছে যারে,
নাশে একিলিসে যেই বধিয়া সখারে!
পেলিডিস্-হেক্টরের ভল্ল ভয়ঙ্কর,
র'বে রণমার্গে সদা সঙ্গী পরস্পর।
অতঃপর ক্রোধে বীর হেরে চারি ধার;
এস, অর্পপ্রাণ! বাক্য না কহিল আর।
কহিল হেক্টর রোষে;—হেন অহঙ্কার
কর শিশুপাশে, ভর যে করে তোমার।
বচনেতে বীরপণা দেখাবা'র আশ,
শুধু মাত্র দাম্ভিকতা মূর্খতা-প্রকাশ!
জানি আমি, মমাপেক্ষা তুমি বলবান,
ঈশ্বর করেন কিন্তু বিজয় প্রদান।

হীন আমি বটে, কিন্তু সদয় অমর
চালা'বেন অস্ত্র মম ও হৃদি ভিতর।
এত কহি' হানে বর্ষা ; পালাস্ তাহায়,
দূর হ'তে ফুৎকারিয়া, ত্বরিত উড়ায়।
শত্রু-বধে সে বরষা হ'য়ে পরাঙ্মুখ,
ফিরিয়া পড়িল পুনঃ হেক্টর-সন্মুখ।
অরি প্রতি একিলিস্ হয় ধাবমান,
জ্বলে ক্রোধে নেত্রযুগ পাবক-সমান ;
এপলো অমর কিন্তু হ'য়ে কৃপাপর,
মেঘজালে ট্রয়-বীরে আবরে সত্বর।
তিনবার পেলিডিস্ করিল প্রহার ;
কিন্তু অস্ত্র বায়ু মাত্র ভেদে তিনবার !
চতুর্থ প্রহারে, বর্ষা মেঘে অদর্শন !
ক্রোধে এক্লিস্ কহে করিয়া গর্জ্জন ;—
পামর ! পলা'লি পুনঃ ! বিদরে অন্তর !
পেলি রক্ষা তুই, আর দুষ্ট দিবাকর ;
কিন্তু যদি কোন দেব সাহায্যে আমায়,
না হইবে তোরে আর থাকিতে ধরায়।
পলা'রে নির্লজ্জ বীর ! কিন্তু পলায়নে,
পশিবে ট্রোজান্দল প্রেত-নিকেতনে।
এত কহি' বীর বহু করেন সংহার।
পড়িল ডিঅপ্স্ রথী অঙ্গন-মাঝার,
বিদ্ধস্কন্ধ। পুনঃ বীর করিয়া তর্জ্জন,
নাশে ডিমকসে, ফিলিটরের নন্দন,
মহাকায় যোধ ! তাঁর বর্ষা ভীমাকার,
প্রাণ-পলায়ন হেতু, দেহে করে দ্বার।

বলী হার্ডেনস্, লেয়োগোনস্ দুর্ব্বার,
মরিল, তনয়দ্বয় অভাগা পিতার।
সমকালে রথচ্যুত উভয় সোদর,
প্রবেশিল সমকালে শমন-নগর।
এইমাত্র বিভিন্নতা দোঁহার মরণে,
বর্ষা নাশে একে, ভীম অসি অন্যজনে।
অসময়ে এলাক্টর্ ত্যজিল জীবন;
বৃথা তাঁর অপরূপ সৌন্দর্য্য যৌবন!
বৃথা যুবা করপুটে, করুণ বচনে,
রক্ষিবারে যাচে ভিক্ষা সমবর্ষী জনে!
অভাগা তরুণ! মর্ম্মভেদী অনুনয়ে,
নাহি পশে দয়া কভু ও দৃঢ় হৃদয়ে!
কাঁদে যুবাবর, প্রাণভয়ে কম্পমান,
পড়ে পার্শ্বদেশে তাঁর ভীষণ কৃপাণ।
দ্বিখণ্ড যকৃৎ হ'তে রুধিরের ধার,
ভাষায় হৃদয়; যুবা নাহি নড়ে আর।
মলিয়স্-শিরে ভীম বরষা পশিয়া,
বাহিরিল ত্বরা দুই কর্ণমধ্য দিয়া।
ইফিক্লুস্ বীরেশের ললাট উপর,
পড়িল সবলে গুরু খড়গ ভয়ঙ্কর।
পশিল সে ভীম অস্ত্র মস্তিষ্ক ভিতরে;
ভীমমূর্ত্তি কাল তাঁর দৃষ্টিশক্তি হরে।
মরে ডিউকেলিয়ন্; বর্ষা খরধার
পশিল গরজি' বাহু-গ্রন্থিমাঝে তাঁর।
ফেলি' হস্ত রথিবর, ভার না সহিয়া,
অবশ অস্পন্দ দেহে রহে দাঁড়াইয়া।

অতঃপর মহাবেগে ভীম তরবার,
মুহূর্ত্তে করিল ছিন্ন মস্তক তাঁহার।
সশিরস্ত্র শিরঃ বেগে চলে গড়াইয়া,
প্রাণশূন্য কায়া রহে ধূলাতে পড়িয়া।
ত্রিগ্‌মস্, থ্রেসিয়ায় জনম যাঁহার,
(পিরূস্ জনক তাঁর, জ্ঞাত সবাকার,)
মরে এবে; উদরেতে বরষা লাগিল;
রথ হ'তে রথিরাজ ধরাতে পড়িল।
নিরখি' সারথি, নিজ প্রভুর বিনাশ,
ঘুরে রথসহ, ভয়ে হইয়া হতাশ।
ভীমশস্ত্র, সূতবর যেমনি ফিরিল,
ভেদি' পৃষ্ঠ, রথী'পরে অমনি পড়িল।
যথা উপত্যকা মাঝে জ্বলিয়া অনল
ধায় গিরি'পরে, দগ্ধ করি' গুল্মদল;
পরে ক্রমে ক্রমে ধরি' মহীরুহ গণে,
বিস্তারে লোহিত ছটা বিশাল গগনে।
গর্জ্জিয়া চৌদিকে বহ্নি ছুটে দ্রুতগতি;
রণক্ষেত্র মাঝে বীর হুঙ্কারে তেমতি।
পড়ে অগণন যোধ চৌদিকে তাঁহার;
প্লাবি' ধরা, প্রবাহিত রুধিরের ধার।
শারদীয় পক্কশস্যে পূরিত যখন,
ধনদাতা সিরিসের পবিত্র ভবন:
বিভিন্ন করিতে শস্য যথা তৃণ হ'তে,
একসঙ্গে অশ্বদল আরম্ভে ঘুরিতে;
তেমতি তুরঙ্গকুল, বরূথী সহিত,
রণশায়ী বীরগণে করে বিদলিত।

ক্ষুরের আঘাতে রক্ত তাড়িত হইয়া,
ছড়াইছে চারিভিতে রথ সুরঞ্জিয়া।
দৃঢ় রথ-চক্রচয় ঘর্ঘর নিস্বনে,
করে ছিন্ন ভিন্ন মৃতপ্রায় যোধগণে।
মধ্যভাগে একিলিস্ বীর অবস্থিত,
অতীব ভীষণমূর্ত্তি, শোণিত-রঞ্জিত;
তথাপিত্ত নহে তৃপ্ত, ক্রোধ-কম্পমান!
বীর-হৃদে হেন দর্প করে অবস্থান!

বিংশকাণ্ড সমাপ্ত।



একবিংশ কাণ্ড।

স্কামাণ্ডার নদীতে যুদ্ধ।

বিষয়।

ট্রোজানেরা, একিলিসের ভয়ে বিভক্ত হইয়া, একদল নগরের দিকে ও অন্যদল স্কামাণ্ডার নদীর দিকে পলায়ন করে। একিলিস্ শেষোক্ত দলকে আক্রমণ করিয়া, বহু শত্রুর প্রাণ সংহার করেন; এবং হত বন্ধুর চিতায় বলিদান করিবার জন্য দ্বাদশ ট্রোজানকে বন্দি করিয়া লইয়া যান। লিকেয়ন্ ও এষ্টারেফুস্ তাঁহার করে নিহত হন। স্কামাণ্ডার তরঙ্গকুল সহ তাঁহাকে আক্রমণ করেন; পালাস ও নেপচুন বীরের সাহায্য করেন। সিমইস্, স্কামাণ্ডারের সহিত যোগ দেন। পরিশেষে ভল্‌ক্যান্ জুনোর আদেশে, নদী-জল শোষণ করেন। এ যুদ্ধের শেষ হইলে, অন্যান্য দেবগণ পরস্পর সমরে প্রবৃত্ত হন। এদিকে একিলিস্ বহু শত্রু সংহার করিয়া অবশিষ্টকে ট্রয়ে খেদাইয়া দেন। এজিনর একাকী অবস্থান করেন; এবং এপলো তাঁহাকে মেঘে ঢাকিয়া লইয়া যান; তিনি একিলিস্‌কে প্রলোভিত করিবার নিমিত্ত এজিনরের মূর্ত্তি ধারণ করেন। এবং বীরের ছদ্মবেশী দেবতার অনুসরণাবকাশে ট্রোজানেরা নির্ব্বিঘ্নে প্রাকার-মধ্যে প্রবেশ করে।

পূর্ব্ববর্ণিত দিবস এখনও সমাপ্ত নহে। দৃশ্য—নদীতট ও স্কামাণ্ডার গর্ভ।

জেন্থসের পানে সেনা করে পলায়ন,
জেন্থস্, নদী-দেবতা, যোভের নন্দন।
দুভাগে বিভক্ত তারা হইল হেথায়;
কিয়দংশ নগরেতে পলাইয়া যায়,
দীর্ঘ ক্ষেত্র দিয়া, যথা পূর্ব্বে লভে জয়,
এবে শত্রু-বিতাড়িত কম্পিত-হৃদয়।

(কুয়াসায় সেটার্ণিয়া তা সবে ঢাকিয়া
স্তূপাকার মেঘ পিছে দিল তাড়াইয়া।)
কিয়দংশ নামে জলে; জেন্থস্ গর্জ্জিল।
তরঙ্গ,উগারি' ফেন, তীরেতে ধ্বনিল।
পূরিল সকল দিক মিশ্রিত চীৎকারে।
স্থানে স্থানে বিঘূর্ণিত তরঙ্গ মাঝারে,
অগণন যোধবৃন্দ, তুরঙ্গ নিচয়,
রথী রথসহ, ক্রমে অনুদ্দিষ্ট হয়।
পশ্চাতে জ্বলিলে যথা অনল ভয়াল,
পলায় ত্যজিয়া ক্ষেত্র পঙ্গ-পাল-পাল;
হ'য়ে অর্দ্ধদগ্ধ, ধূমে আবদ্ধ-নয়ন,
বেগে নদীজলে সবে হয় নিমগন;
জেন্থাসের জলে সেনা নামিল তেমতি,
তুলিয়া গভীর শব্দ ভয়ঙ্কর অতি।
রাখিলেন বীর এবে হরষা ভীষণ,
(তীর-তরু-পত্রমাঝে করিয়া গোপন;)
অতঃপর সুরসম নিশঙ্ক অন্তরে,
অবতরি' জলে, গর্জ্জে তরবারি ধ'রে।
কভু ডুবে জলে বীর, কভু ভাসমান,
বিনাশিয়া বহু অরি, সঞ্চালি' কৃপাণ।
লোহিত হইল নদী অসংখ্য-সংহারে;
জমে গাঢ় রক্ত যত তরঙ্গ মাঝারে।
চকিত ট্রোজানদল বেগে সন্তরিয়া,
গিরিতে, গুহাতে কিংবা, রহে লুকাইয়া।
যথা যবে তিমি মৎস্য দর্পভরে ধায়,
চমকিত মীনদল চৌদিকে পলায়।

কেহ বা প্রবেশে গুপ্ত গহ্বর ভিতরে ;
নিমগ্ন তরঙ্গে কেহ শঙ্কিত অন্তরে।
দ্বাদশ ট্রোজান্ বীরে এবে বন্দি করি',
ক্লান্তদেহে শূরবর উঠে তীরোপরি ;
নিজ কোটিবন্ধে কর বদ্ধ তা সবার,
(বন্ধন-সাধন এবে, পূর্ব্বে অলঙ্কার !)
বন্দিকুলে ল'য়ে চলে অনুচরগণ,
পেট্রোক্লস্-সকাশেতে বলির কারণ।
যেমনি তরঙ্গে বীর ঝম্পিল আবার,
নিরখিল লিকেয়নে সম্মুখে তাঁহার,
প্রয়ামের পুত্র ; বীর সম্প্রতি যাঁহায়
করেছিল বন্দি, পিতৃরাজ্যের সীমায়,
(যবে যুবা সুশাণিত অস্ত্র ধরি' করে,
কাটে শাখা, চক্রদণ্ড নির্ম্মাণের তরে।)
বিক্রীত করিল লেম্নসের দ্বীপে গিয়া,
কিনিল জেসন্সুত যথামূল্য দিয়া ;
দয়াবান ইটিয়ন্ প্রচুর নিষ্ক্রয়ে,
করি' মুক্ত, আসিলেন এরিস্বিতে ল'য়ে।
দশদিন-অবসানে পুনশ্চ কুমার,
পাইলেন ভুঞ্জিবারে বিভব পিতার।
এবে সে অমর, যাঁয় সদা নর ডরে,
অর্পিলেন সেই জনে, সে বীরের করে,
না ফিরিতে পুনর্ব্বার, করিতে গমন,
ভীষণ আঁধারময় কাল-নিকেতন।
হেরি' একিলিস্ পরিচিত সে বয়ান,
(ফেলিয়া দিয়াছে যুবা চারু শিরস্ত্রাণ,

আতঙ্কে উন্মত্তপ্রায়, করেছে বর্জ্জন,
দৃঢ় সুবিশাল ঢাল, বরষা ভীষণ,)
পলাইছে যুবা যবে সলিল হইতে,
বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'য়ে লাগিল কহিতে;
ওহে দেবগণ! একি হেরি চমৎকার!
তবে কি বিফল হেন বীর্য্য মোসবার?
নিশ্চয় নিহত ঐ অরি-যোধগণ
আক্রমিবে মোরে পুনঃ পাইয়া জীবন,
যবে এই যুবা, যারে বাঁধিয়া সম্প্রতি,
বেচিনু লেম্‌নসে, এল এত শীঘ্রগতি!
নারিল রোধিতে এরে বিশাল সাগর,
রুদ্ধ যাহে দেশত্যাগী অগণন নর।
আইল আবার! তবে বরষা হানিয়া,
দেখি, আসিয়াছে ভবে কত আয়ুঃনিয়া;
দেখি, পৃথ্বী এরে করে কিনা অধিকার,
কবলিত হার্কু্লিস্ কবলে যাঁহার!
শুনি এ বচন যুবা কাতরঅন্তরে,
অগ্রসরি' অনুনয়ে, অশ্রুবারি ঝরে;
এ বয়সে মরিবারে নাহি ইচ্ছা তার,
আতঙ্কেতে সর্ব্বঅঙ্গ কাঁপে অনিবার।
ক্রোধে একিলিস্ বর্ষা করে উত্তোলন;
পড়িয়া ভূতলে যুবা ধরিল চরণ।
যবে উত্তোলিত শস্ত্র করে অবস্থান,
তৃষিত যুবক-রক্ত করিবারে পান,
এক হস্তে বর্ষা রোধ করিয়া কুমার,
অন্য করে ধরি' পদ কহিল এবার;—

তব বন্দি, একিলিস্! দেখহ নয়নে,
পুনর্ব্বার লিকেয়ন্ পতিত চরণে!
সে জনে করুণাবিন্দু কর বিতরণ,
তব গৃহে যেইজন করিল অশন,
যারে বন্দি করি' যাও লেম্‌নসেতে নিয়া,
ট্রয় হ'তে বহুদূর, স্বজনে বঞ্চিয়া।
পেয়েছিলে শত বৃষ মম বিনিময়ে,
এবে রক্ষ প্রাণ, অগণন ধন ল'য়ে।
এখনও না লভেছি সম্যক বিশ্রাম,
দ্বাদশ দিবস মাত্র আসিয়াছি ধাম।
হায়! যোভ্ দিল মোরে পুনঃ তব করে;
পুনঃ ক্রূর ভাগ্য মম নাশ ইচ্ছা করে!
লেওথেয়ি মাতামম, প্রায়াম-বনিতা,
(লেলিজিয়ী হ'তে জন্ম, অল্টির দুহিতা,
বসি' পিডেসসে যিনি করেন শাসন,
সেট্‌নিয়া-তীরস্থিত প্রদেশ শোভন।)
দুই পুত্র (হতভাগা) জন্মে গর্ভে তাঁর;
উভয়েই বধ্য হায়! এক বরষার!
পোলিডোর হত, আমি চলিনু এবার!
কিরূপে এ ভীমভুজে পা'ব পরিত্রাণ,
উত্তেজিছে দৈত্য কোন, যাবে এ পরাণ!
যদি হই কৃপাপাত্র, হে বীর-প্রবর!
ভেবে দেখ, নহি আমি হেক্টর-সোদর।
মম প্রসূতির গর্ভে না জন্মে সে জন,
নাশিয়াছে যেই পেট্রোক্লাসের জীবন।

এ হেন বিনয় যুবা করিয়া বিফলে,
নিকট মরণ জানি' ভাসে অশ্রুজলে।
প্রাণদান, (কহে বীর) না বল আমায়,
হত পেট্রোক্লস্, আজি নাশিব সবায়।
কোন ট্রোজানের আজি না আছে নিস্তার,
প্রায়ামের পুত্র যদি, কাজ কি কথার ?
হে বন্ধো ! ত্যজহ প্রাণ, রোদনে কি ফল ?
নাহি সেই রথী পেট্রোক্লস্ মহাবল !
তোমাহ'তে শ্রেষ্ঠজন মরিল যখন,
কেন করিতেছ শঙ্কা ত্যজিতে জীবন ?
দেখ মম পানে, আমি কত বলবান,
জন্মি দেবীগর্ভে, মহাবীরের সন্তান।
আসিবেক হেন দিন, (কে রোধে তাহায় ?)
যবে শরে, শল্যে কিংবা ভীম বরষায়,
দিবাতে অথবা রাত্রে, বলে বা কৌশলে,
পশিতে হইবে মম কালের কবলে।
মর তবে। কহি' বীর তুলিল কৃপাণ।
প্রাণভয়ে নবযুবা হয় হতজ্ঞান।
শিথিল হইল মুষ্টি, বরষা খসিল;
থরথরি' কলেবর কাঁপিতে লাগিল।
বীর একিলিস্ অসি করি' নিষ্কাসন,
অকস্মাৎ গ্রীবা তার করিল ছেদন।
পড়িল তরুণ ভূমে ; হস্ত-পদচয়
সঞ্চালিয়া বেগে, ক্ষেত্র করে রক্তময়।
নিঠুর নিহন্তা, শব জলে নিক্ষেপিয়া,
কহিল সদর্পে, তায় ভাসিতে দেখিয়া ;—

থাক হেথা লিকেয়ন্! মীন অগণন
বেড়ি' তোমা, ক্ষতস্থান করিবে লেহন।
না আছে অন্তেষ্টিক্রিয়া আবশ্যক আর,
ল'য়ে যাবে নদী তোমা সমুদ্র মাঝার,
প্রত্যেক তরঙ্গ যার, রাক্ষস আনিয়া,
করে তৃপ্ত ভূপালের মেদ রক্ত দিয়া।
মজুক বিশাল ট্রয়, মরুক ট্রোজান!
হেন কৃপা তা' সবায় করিব প্রদান।
নদীদেব স্কামাণ্ডারে পূজ অনিবার,
কি হিত করিল আজি তোমা সবাকার?
অগণন বৃষ-বলি বিফল এখন;
বৃথা উৎসর্গিলে বলী তুরঙ্গম গণ!
দেন তিনি তো' সবায় হেন পুরস্কার,
যাবৎ এ জনপদ নহে ছারখার!
ধর্ম্মপর পেট্রোক্লস-নিধনের তরে,
পাইবি এ হেন ফল একিলিস্-করে।
শুনি' হেন দর্প, রুষে নদীর ঈশ্বর।
উথলিল মহাশব্দে তরঙ্গ নিকর।
করিল কি কার্য্য এই দেব ক্রোধময়,
নিবারিতে একিলিসে, রক্ষিবারে ট্রয়?
এ দিকে প্রবীরবর করি' উলম্ফন,
মহাত্মা এষ্টারোফুসে করে আক্রমণ,
পিলাগন্-পুত্র, তাঁর বংশের উদয়,
পূতনীর এক্সিয়স্ যথা জন্ম লয়;
(পেরিবিয়া সুন্দরীর রূপেতে মজিয়া,
বেড়িল অমর তাঁয় নিজ নীর দিয়া)

ধায় একিলিস্। বীর নিশঙ্ক হৃদয়ে,
উঠে তীরে, দুই করে দুই বর্ষা ল'য়ে।
নদী তাঁয় উত্তেজিত করে শাসিবারে
দুষ্ট পেলিডিসে, ক্লান্ত হ'য়ে শবভারে।
রণার্থী হেরিয়া তাঁয় একিলিস্ কয়;—
কে তুমি হে, নরমাঝে নিশঙ্ক-হৃদয়?
কা'র পুত্র? কোন্ বংশে? দুর্ভাগ্য সে জন,
যার সুত মম সনে বাঞ্ছা করে রণ!
পিলুস্-নন্দন! আছে কিবা প্রয়োজন,
(কহে বীর,) মম খ্যাত বংশের কীর্ত্তন?
সুশোভন পিত্তনিয়া প্রদেশ হইতে,
মম বর্ষধারী সেনা আইল জুঝিতে।
আজি দশদিন আমি এসেছি এ স্থলে,
রক্ষিবারে ইলিয়নে, ল'য়ে দলবলে।
এক্সিয়স্, শত স্রোত পড়িছে যাহায়,
প্রদেশ প্রসাদে যাঁর উর্ব্বরতা পায়,
মম জনকের পিতা, দক্ষ বর্ষা-রণে;
তুল অস্ত্র, যুঝ আজি তাঁর সুত সনে।
এত কহে দর্পে বীর। মিলিল উভয়;
একত্র এষ্টারোফুস্ হানে বর্ষাদ্বয়,
(দুই হস্ত অস্ত্রাঘাতে দক্ষ সমকালে;)
একটী হইল ব্যর্থ ভল্কানের ঢালে।
অন্য বিন্ধে বাহু তাঁর; ঝরে ঝর ঝরে
প্রগাঢ় শোণিত। বর্ষা বিন্ধে ভূমি'পরে।
পিলীয় বর্ষা এবে গর্জ্জিয়া ভীষণ,
সৌদামিনী সম বেগে আলোকে গগন।

পড়িয়া সে ভীম শস্ত্র নদী-তীরোপরে,
মাটিতে গভীর বিন্ধি' কাঁপে থরথরে।
রোষে পেলিডিস্ এবে নিষ্কাশি' কৃপাণ,
ধায় বেগে অরাতির হরিতে পরাণ।
বর্ষা ধরি' শত্রু টান দিল তিনবার,
নাড়িবারে তায় নাহি সামর্থ্য তাঁহার ;
প্রয়াসে চতুর্থ বার তুলিতে তাহায়,
হেঁটমুখে বীর এবে পড়িল ধরায়।
কঠিন আঘাতে ছিন্ন হইল উদর ;
বাহিরিয়া অন্ত্ররাশি পড়ে ভূমি'পর।
বিজেতার পদতলে পড়িয়া প্রবীর,
ত্যজিল জীবন এবে অসাড়-শরীর।
সমুজ্জ্বল বর্ম্ম তাঁর ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে,
মহোল্লাসে বীরবর লাগিল কহিতে,—
হেথা কীর্ত্তিশেষ তব! হেন দশা তার,
যোভবংশ সনে রণে বাসনা যাহার!
নদী হ'তে লভি' জন্ম এত অহঙ্কার ?
আপনি সেটার্ণিয়স্ উৎপত্তি আমার।
জলেতে জন্মিয়া কহ কি হেতু গরব ?
পিলুস্, ইকস্, যোভ্ আমার সম্ভব।
এ বংশে ও বংশে আছে বহুল অন্তর,
যথা নদীসহ সেই দেব বজ্রধর।
নদীর সামর্থ্য দেখায়েছে স্কামাণ্ডার।
যোভবংশ-অপকারে কি সাধ্য তাঁহার ?
মম সহ রণে একিলুয়স্ না পারে ;
সিন্ধুর তরঙ্গ যত সমরেতে হারে।

অনন্ত সাগর, যাঁর অনুকম্পা বলে,
নদনদী আদি বিদ্যমান ধরাতলে,
যোভের সে বজ্রনাদ শ্রবণে শুনিয়া,
কাঁপে থরথরে ভয়ে অধীর হইয়া।
এতেক কহিয়া বীর, বর্ষা ভীমাকার,
তুলিয়া সবলে শব করে পরিহার।
স্রোতজলে বীর-দেহ হয় ভাসমান,
আঘাতে তরঙ্গ তায় পর্ব্বতপ্রমাণ,
যাবৎ সে কায়া সন্নিহিত কিনারার,
নহে ভীমাকার জল-জন্তুর আহার।
ত্যজিয়া তটিনী-তীর, (নেতার নিধনে)
ছুটে পিয়োনীয় সেনা সশঙ্কিত মনে।
নাশে শূর রোষে এবে ধাবিয়া অচিরে,
নিসস্, এষ্টিপিলাস্, থ্রেসিয়স্ বীরে।
সিডন্, আর্সিলোকস্, এনিয়স্ মরে ;
ভীম ভল্ল তাঁর, বহু যোধ-প্রাণ হরে
বসিয়া গভীর-নীরা তটিনী ভিতরে,
কহে স্কামাণ্ডার ; তীর কাঁপে থরথরে ;
ওহে নরশ্রেষ্ঠ ! (সদা অমর-রক্ষিত !)
অতিরথ ! অমানুষ বিক্রম-শোভিত !
দিয়াছেন যোভ্ তোমা ট্রোজানের শির,
না করিও ভারাক্রান্ত আমার শরীর।
হের, মম শ্রোতকুল বদ্ধ শব-ভরে,
নারে করদান হেতু যাইতে সাগরে।
ফের বীর ! মম নীর করি' পরিহার।
দেবতা বিস্মিত বীরপণাতে তোমার।

এতেক কহিয়া দেব, নররূপ ধ'রে,
হ'ন আবির্ভূত ; এবে প্রবীর উত্তরে ;
হে তটিনী-পতে ! তব পালিব বচন ;
কিন্তু ট্রয় ধ্বংসময় নহে যতক্ষণ ;
যাবৎ অধর্ম্মপর অরাতি নিকর,
নাহি কাঁপে থরথরে প্রাকার উপর ;
যাবৎ এ বরষায় হেক্টর দুর্জ্জন,
নাহি মরে, কিংবা একিলিসের পতন !
এত কহি' শত্রুপানে ধাবিল অচিরে।
এরে দীপ্তবপুধারী রৌপ্য-ধানকীরে,
কহিল তটিনীদেব ; হে যোভকুমার !
নহে কি হেন আদেশ জগতপিতার,
সর্ব্ব সমক্ষেতে, দেব ফিবস তপন
করিবে, রক্ষিতে ট্রয় শর-বরিষণ ;
ট্রয়ের বিজয় দিবে, যাবৎ আঁধার,
নামি' ভূমে, না আবরে বদন সবার ?
বৃথা এ বচন তাঁর ! প্রবীর নির্ভয়ে,
করে সন্তরণ দর্পে তটিনী-হৃদয়ে।
মহারোষে স্রোতস্বতীকুল উছলিয়া,
তুলি' কলকল নাদ বিকট গর্জ্জিয়া,
আঘাতিয়া তীরে প্লবমান শবচয়ে,
তটস্থ নিহতে আনে আপন হৃদয়ে।
উঠিয়া তরঙ্গকুল, গর্জ্জিয়া সঘনে,
(সলিল-প্রাচীর !) ঢাকে পলায়িত গণে।
আঘাতিয়া শিরে, তুলি' বিকট নিস্বন,
বেড়িল প্রবীরবরে বিকট প্লাবন।

নুঙ্গিল প্রকাণ্ড ঢাল তীব্র স্রোতভরে।
না পারে চরণদ্বয়, সলিল ভিতরে,
রাখিবারে স্থির বীর! সৈকত উপর,
ছিল দীর্ঘশাখাশোভী মহীরুহবর;
ধরে এক শাখা শূর লইতে আশ্রয়।
দেহভারে তরুবর উন্মূলিত হয়,
সৈকত করিয়া স্ফীত, গহ্বর সৃজিয়া।
অতি ঘন পত্রচয় সলিলে পড়িয়া,
বাজে শনশনে! হয় দীর্ঘ তরুবর,
সেতু সম; উঠি বীর তাহার উপর,
অতি কষ্টে, প্রাণপণে, প্রাণরক্ষা তরে,
পড়ে উলম্ফন করি' সৈকত উপরে।
বিলোড়িত হ'ল জল; উঠে গরজন,
ক্রোধে নদীদেব এবে করিল ক্ষেপণ
প্রকাণ্ড তরঙ্গ এক, ভাঙ্গি' তীরস্থল,
ট্রয়-নিহন্তারে ত্বরা দিতে রসাতল।
ধায় দেব বেগভরে, ঈগলের সম,
(বলী, বেগবান, পক্ষিকুলে অনুপম।)
বর্ষাক্ষেপ-দূর ব্যাপি' একিলিস্ বীর
চলে প্রতিলক্ষে; বাজে বরম গভীর।
স্থানে স্থানে বীরবর, চকিত অন্তরে
ফিরে সদা, স্রোত হ'তে প্রাণরক্ষা তরে।
ভীষণ তরঙ্গ বেগে, যথা শূর ধায়,
তুলিয়া অশনিনাদ অনুসরে তাঁয়।
যথা যবে কৃষিজীবী আপন উদ্যানে,
রম্য প্রস্রবণ হ'তে স্রোতজল আনে,

উর্দ্ধ নেত্রে মেঘ কাছে অনুনয় করে,
করিবারে বরিষণ নিকুঞ্জ উপরে ;
যেমনি কুদ্দাল ধরি' কৃষক সুজন
নিরময় জলপথ করিয়া যতন,
শিখরীর পাদ হ'তে অতি বেগভরে,
পশে স্রোতকুল ত্বরা উদ্যান ভিতরে।
আপনি সে স্রোত পথ করে পরিষ্কার ;
নাহি হয় পরিশ্রম আবশ্যক আর।

ধায় একিলিস্, কিন্তু যে দিকে নেহারে,
মহা বেগে স্কামাণ্ডার আক্রমিছে তাঁরে ;
নদীসহ নারে বীর করিবারে রণ,
নরশ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু দেবতুল্য ন'ন।
রোধিবারে নদীবেগ যবে অরিত্রাস
করে চেষ্টা যত শক্তি করিয়া প্রকাশ,
ভীষণ তরঙ্গ তত পর্ব্বত আকারে,
পড়ে পৃষ্ঠে শিরে তাঁর ঘোর হুহুঙ্কারে ;
তবুও নির্ভয়ে বীর ক্রোধান্ধ অন্তরে,
করে উলম্ফন দর্পে সলিল উপরে।
পরিশ্রান্ত শূর আর, কম্পিত চরণ,
পিচ্ছিল ভূমিতে নারে করিতে স্থাপন।
এবে বীরবর, (আঁখি স্থাপিয়া অম্বরে,)
কহিলেন উচ্চৈঃস্বরে সরোষ অন্তরে ;

এ হেন প্রাণঘাতিনী-বিপদ-বহুলে,
নাহি কি অমর কোন মম অনুকূলে ?
নিবার হে যোভ ! হেন ঘৃণিত মরণ ;
বীরকার্য্যে যায় যেন এ প্রিয় জীবন।

বৃথা ভবিষ্যৎবাণী করিনু বিশ্বাস ;
থিটিসে অধিক ক্ষোভ করিব প্রকাশ !
কহিলেন দেবী মোরে, ফিবসের শরে,
হ'বে মৃত্যু মম, যথা বীর জন মরে।
অহো ! সে নিধন হায়, কত প্রিয় মম,
বীর-অস্ত্রে রণভূমে, বীর-সুত সম !
হেক্টর্ যদ্যপি হৃদি বিন্ধে বরষায়,
পারি পুনঃ নিরখিতে নিহত সখায় !
এই রূপে একিলিস মরিবে নিশ্চয়,
শুনি' বীরহৃদে হয় ঘৃণার উদয় !
নীচ কৃষকের সম, বরিষার কালে,
যাইতে অপর পারে, মগ্ন ক্ষুদ্র খালে,
স্রোত-বেগে সমুদ্রেতে হয় ভাসমান ;
অপর মানব তা'র না জানে সন্ধান !
    ধাবিল সাহায্য হেতু নেপ্‌চুন্, পালাস।
নররূপ ধরি' ত্বরা গিয়া তাঁর পাশ,
কহিলেন সিন্ধুনাথ ; পিলুস্-নন্দন !
ত্যজ শঙ্কা, হের আসিয়াছে দেবগণ !
দেখ বীর ! সমাগত, যোভের আজ্ঞায়,
নেপ্‌চুন্ ও জ্ঞানেশ্বরী রক্ষিতে তোমায়।
স্থির হও, নদী আর নারিবে গর্জ্জিতে ;
তরঙ্গেতে কভু তোমা না হ'বে মরিতে।
দেবের মন্ত্রণা এবে কর অবধান ;
নাহি হও ক্লান্ত, নাহি ত্যজ ও কৃপাণ,
যাবৎ শঙ্কিত মনে অরি সমুদায়,
ত্যজি' ক্ষেত্র, প্রাকারের পাশে না লুকায়।

হেক্টর্ থাকিবে একা অঙ্গন মাঝার ;
তব বর্ষা রক্তপান করিবে তাহার।
তোমারি অক্ষয় যশঃ। কহি' দেবগণ,
ত্বরিত অমরধামে করে আরোহণ !
দেব বাক্যে উৎসাহিত হ'য়ে অরিত্রাস
ধায় উলম্ফিয়া অরি করিতে বিনাশ।
বিশাল অঙ্গন এবে হ'ল জলময় ;
তরঙ্গ-ভীম-হিল্লোলে নাচে শবচয়,
প্লবমান বর্ম্মমাঝে ; শিরস্ত্র শোভন,
আন্দোলিত ঢাল, করে জ্যোতিঃ বিকীরণ।
তীব্র স্রোত' পরে বীর করে উলম্ফন,
মহাদর্পে ; গর্জ্জে যত তরঙ্গ ভীষণ।
বিবুধকুমারী দেবী পালাস-কৃপায়,
নারে নদী পরিশ্রান্ত করিবারে তাঁয়।
সরোষে জেন্থস্ এবে হুঙ্কারি' গভীর,
তরঙ্গ চালিয়া ভঙ্গ করিলেন তীর।
কহে সিময়িসে পরে ;—হে ভ্রাতঃ ! ত্বরায়,
নিবার এ নরে, দেব পরাস্ত যাহায়,
নতুবা পলা'বে মোসবার বীরগণ,
হবে ধরাশায়ী সমুন্নত ইলিয়ন।
অধীনস্থ স্রোতকুলে আহ্বানি' অচিরে,
প্লাবি স্থল, করি' স্ফীত আপনার নীরে।
ভাসায়ে তরঙ্গে শব, প্রকাণ্ড প্রস্তর,
করহ নিক্ষেপ ঐ দুষ্ট-শিরো-পর।
হের, ঐ দর্পী বীর দেবে না মানিয়া,
বিচরিছে স্রোত মাঝে সঘনে গর্জ্জিয়া ;

কিন্তু ঐ পরাক্রম, ও দেহ শোভন,
মিলি' যদি দোঁহে, ভ্রাতঃ! হ'বে অকারণ!
আঁধার সলিল-গর্ভে, ডুবিবে নিশ্চয়
ও সজ্জা, প্রদীপ্ত অতি, ট্রজানের ভয়;
হ'য়ে মগ্ন রাশীকৃত সিকতা মাঝারে,
থাকিবে ও দর্পী বীর, পৃথ্বী ডরে যারে।
এ ভাবে নদীর গর্ভে রহিবে ও বীর,
নাহি পাবে গ্রীকগণ খুঁজিয়া শরীর;
কদাচ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া না হ'বে উহার;
সাধিবে বালুকারাশি, যে কার্য্য চিতার।
এতেক কহিয়া দেব যতেক লহরী,
রক্তমাখা, শবময়, হানে বীর' পরি।
হুঙ্কারিয়া নদীনাথ স্ফীত করি' কায়,
লোহিত সলিল পূর্ণ করিল ফেনায়।
আরক্ত তরঙ্গচয় হ'য়ে প্রধাবিত,
করে একিলিস্ বীরে রুধিরে প্লাবিত।
হেরিলেন সুরেশ্বরী; চকিত হইয়া,
কহিলেন উচ্চরবে ভল্কানে ডাকিয়া;
যাও রণস্থলে, ঐ নদ দুরাচার
বশ্য তব অস্ত্রে; লহ অনলের ভার।
তব সাহায্যের হেতু করিবে গমন,
দ্রুতগামী পূর্ব্ব-পশ্চিমের সমীরণ।
তোমার আদেশে দোঁহে সিন্ধু পরিহরি',
হ'বে বহমান অগ্নি বিস্তারিত করি'।
ভাসমান শবচয় ছারেখারে যা'বে,
কাঁদি বীচীরবে যত সলিল শুকা'বে।

যাও হে পাবক ! ক্রোধ প্রকাশি' ত্বরায়,
করহ শোষণ নদীনীর সমুদায় ;
পোড়াও সৈকত, (না নিবারি যতক্ষণ,)
অনলের পরাক্রম কর প্রদর্শন।
দেবীর বচনে দেব ক্রোধান্ধ হইয়া,
ক্ষেত্র'পরে বহ্নিরাশি দিলেন ঢালিয়া ;
ভস্ম করি' শবচয়ে, দগ্ধ করে স্থল ;
লাগিল ফুটিতে এবে তটিনীর জল।
বহি' বরিয়স্ বায়ু, শরৎ-সময়,
যথা যবে করে শুষ্ক ক্ষেত্র সমুদয়,
সেইরূপ শ্বেতভাব ধরে ভূমিতল ;
করিল তেমনি এই ভল্কান-অনল।
দগ্ধ হয় শরবন অতি দ্রুতগতি ;
বেড়িল সৈকত বহ্নি ভয়ঙ্কর অতি।
মহামহা মহীরুহ ভস্মীভূত হয় ;
ত্যজে প্রাণ কুমুদিনী, কমল নিচয় ;
অশ্বত্থ তমাল তাল হয় অন্তর্হিত ;
যতেক জলজ বৃক্ষ পুড়িল ত্বরিত।
জ্বলিল তরঙ্গচয় ; জলচর গণ,
হইয়া অনলদগ্ধ, হারায় জীবন।
কাতর রোহিতকুল, অনল-জ্বালায়,
কভু ডুবে, কভু ভাসে, কভু বা গড়ায়।
অবশেষে নদীনাথ উত্তোলিয়া শির,
কহেন অনল-দেবে হইয়া অধীর ;—
ভল্কান্ ! রোধিবে তোমা হেন সাধ্য কা'র ?
মৃতপ্রায় আমি, নাহি সামর্থ্য আমার—

দিনু ভঙ্গ,—ইলিয়ন্ হ'ক ধ্বংসময় ;
না হানিও আর ঐ অনল দুর্জ্জয়।
নিরস্ত হইল দেব ; বহ্নিদর্পে হায় !
আর্ত্তনাদি' অবিরত সলিল শুকায়।
যথা যবে সুবৃহৎ কটাহের তলে,
গলাইতে বলিঘৃত দীপ্ত বহ্নি জ্বলে ;
ইন্ধনের মধ্যস্থিত সলিল তখন,
ফুটিয়া নিয়ত ধূম করে উদ্গীরণ ;
তেমনি প্রবাহ আর নারি প্রবাহিতে,
ধূমজালে পূর্ণ হ'য়ে লাগিল ফুটিতে।
দগ্ধবপু নদীশ্বর কাতর হইয়া,
দিবেশ্বরী জুনো প্রতি কহে সম্বোধিয়া ;—
হায় ! সেটার্নিয়া ! তব প্রতাপী নন্দন,
কেন মম'পরে করে কোপ প্রদর্শন ?
অপর অমর প্রতি করুন বিক্রম ;
ট্রয়ে সাহায্যিছে বহু দেব মম সম।
হ'ব ক্ষান্ত আমি, যদি আজ্ঞা কর দান ;
নিবার ত্বরিত এই বিনাশ মহান।
শুনহ প্রতিজ্ঞা মম, অয়ি দিবেশ্বরি !
রহিব একান্তে ইলিয়নে পরিহরি',
যাবৎ না ধ্বংসে সর্ব্ব গ্রীকের অনল,
ট্রোজানের নাম নাহি ত্যজে ধরাতল।
দয়ার্দ্রা হইল দেবী শুনি' এ বচন ;
সেইক্ষণে নিজ সুতে করে নিবারণ,
ত্যজিতে বহ্নি-সায়ক, নরের সমরে
দোষী নহে দেব ; বহ্নিপতি মান্য করে।

হইয়া শীতল এবে উত্তপ্তা তটিনী,
মধুর হিল্লোলে পুনঃ বহে কলস্বনি'।
জুনোর আদেশে যবে বিরত উভয়,
মহাদর্পে সুরকুল রণে মত্ত হয়।
উদিত বিষম ক্রোধ অন্তরে সবার ;
অবিরত দেববর্ম্ম আরম্ভে ঝঙ্কার।
শূন্যে দিবেশ্বর বজ্রে করে তূর্য্যনাদ ;
কাঁপিলেন বসুমতী গণিয়া প্রমাদ।
হ'য়ে কুতূহলাক্রান্ত জগৎ-ঈশ্বর,
প্রফুল্ল নয়নে হেরে দেবের সমর।
রোষান্ধ রণেশ, দীপ্ত বর্ষা খরশান,
সমর-ঈশ্বরী প্রতি করিল সন্ধান।
কি ক্ষিপ্ততা হেতু তুমি অমর-অন্তরে,
রোপিয়া বিদ্বেষ, সুরে আনিলে সমরে ?
একি অপরূপ ! তুমি প্রেরিলে কি ক'রে,
তুচ্ছ নরে, অমরের অপমান তরে ?
দুষ্ট টিডাইডিস্-বর্ষা স্বকরে বহিয়া,
দেবের রুধিরে তাহা দিয়াছ রঞ্জিয়া ?
এত কহি' রণেশ্বর করিল প্রহার ;
যোভ্‌বজ্র-রোধকারী সে ঢাল মাঝার,
সে ইজিস্, ঈশ-ভুজে যাহা শোভা পায়,
প্রদীপ্ত অশনি নারে ভেদিবারে তায়।
দৃঢ় ভুজে রণেশ্বরী তুলিল সত্বর,
দেশসীমা-স্থিত এক প্রকাণ্ড প্রস্তর,
স্থাপিত পুরায়, দীর্ঘ অসিতবরণ ;
দেববীর প্রতি দেবী করিল ক্ষেপণ।

অবশ রণেশ, বজ্র-নির্ঘোস তুলিয়া,
পড়িল ভূতলে সপ্ত ক্রোশ বিস্তারিয়া।
ভীষণ আঘাতে অঙ্গ শিথিল হইল ;
অঙ্গনে বিকট শব্দে বর্ম্ম ঝঙ্কারিল।
নিরখি' বিজয় হেন অমরী সুন্দরী,
কহিলেন ধরাশায়ী দেবে হাস্য করি ;—
পাইলে কি পরিচয়, রে দর্পী অমর !
তুমি আর মিনার্ভায় কত যে অন্তর ?
জুনো, হইয়াছ যাঁর অপ্রিয়-ভাজন,
মম করে তব দর্প করিল হরণ,
এরূপে রে অবিশ্বাসী ! অর্পিল তোমায়,
যুক্ত ফল, সাহায্যিতে ট্রয়ের সেনায়।
এতেক কহিয়া দেবী হন অন্তর্ধান,
ক্ষণপ্রভা সম, দেশ করি' দীপ্তিমান।
কামেশ্বরী যোভসুতা, ভূমে অবতরি',
আহত অমরে ত্বরা তুলে হস্ত ধরি'।
উঠে ধীরে রণেশ্বর ; যন্ত্রণা-কাতর,
নির্ভরি' কোমল ভুজে, ত্যজিল সমর।
হেন দৃশ্য দিবেশ্বরী করি' বিলোকন,
বিজয়িনী রণেশীরে কহিল বচন ;—
দেখনা দুহিতে ! এবে মার্সে সেবা করে,
সে অমরী, কাম যার জন্মিল জঠরে !
দেখ, ঐ লজ্জাহীনা সম্মুখে সবার,
চলিছে কেমন ! হর গরব উহার।
মিনার্ভা বিকট হাসি', ধাবিয়া সত্বর,
হানিল কোমল হৃদে বরষা প্রখর।

পড়িল ভূতলে দেবী, (পলাইল বল) ;
শায়িত ভূতলে এবে প্রণয়ি যুগল।
সবার হউক দশা দোঁহার মতন,
(কহিল মিনার্ভা) ট্রয় রক্ষে যত জন।
ট্রয়-দেবগণ কাছে, গ্রীক্‌-দেবতার,
হ'ক হেন শঙ্কা, যথা ভিনসে আমার !
ট্রয়ের নগর ধ্বংস হইবে সত্বরে।
নিরস্ত হইল দেবী ; জুনো হাস্য করে।

• এ দিকে অতুল দর্পে, কাঁপায়ে অঙ্গন,
সিন্ধুনাথ, তপনেরে করে আক্রমণ।
কি হেতু অলস মোরা, যবে চারি ধারে,
করে যুদ্ধ দেবকুল ভীম হুহুঙ্কারে ?
লাজ লজ্জা পরিহরি', না করিয়া রণ,
কি রূপে ঈশ্বরে মোরা দেখা'ব বদন ?
এস, কর পরাক্রম ! প্রথমে প্রহার,
বলশালী আমি, কভু না সাজে আমার।
বাঞ্ছা তব ট্রয়-রাজ্য রাখিতে বজায়,
(ভুলিয়া সে অপমান, যা ভুঞ্জি দোঁহায়)
লেওমিডনের বংশ রক্ষিবারে হায় !
ভুলেছ কি তুমি এবে, ভূপের বচনে
বর্ষাবধি পরিশ্রম করি প্রাণপণে ?
যোভের আদেশে রচি ট্রয়ের প্রাকার ;
নির্ম্মিত ও দৃঢ় দুর্গ স্বহস্তে আমার।
ইডার আঁখিরঞ্জন উপত্যকা-তলে,
চরাইতে তুমি সদা গৃহ-পশুদলে ;

কিন্তু যবে দুখনিশা হ'য়ে অবসান,
পোহাইল মোসবার মুক্তি-দিনমান,
অবমানি' মোসবায় ভূপ দুরাচার,
অঙ্গীকৃত পুরস্কার করে অস্বীকার।
ক্ষিপ্ত ভূপ ঘোর ঘৃণা করি' প্রদর্শন,
মোসবে অসভ্য দেশে করে নির্ব্বাসন।
ক্রোধে মোরা আরোহিনু সুরলোক মাঝে,
দুষ্ট ভূপে প্রতিফল অর্পিতে অব্যাজে।
হইলে কি রূপে ইলিয়নের সহায়,
মোসবার সম নাহি ধ্বংস করি' তায়;
না করিয়া ট্রোজানের বংশ ছার খার,
না পাড়ি' ভূতলে ঐ প্রকাণ্ড প্রাকার?
কহিল এপলো;—যুদ্ধ মানব-কারণ,
প্রাজ্ঞ অমরের কভু না সাজে কখন।
কি পদার্থ নর? সদা বিপদ-জড়িত,
পৃথিবী হইতে জন্ম, পৃথিবী-পোষিত;
বাৎসরিক পত্রসম সূর্য্যের প্রভায়,
ঝকে যাহা ক্ষণ, পুনঃ পতিত ধরায়!
নিজে নিজে নরকুল করুক সমর;
হেন তুচ্ছ কাজে কেন ব্যাপৃত অমর!
এতেক কহিয়া দেব, প্রদীপ্ত বদন
ফিরায়ে প্রবল শত্রু করিল বর্জ্জন।
নিরখি' পিছা'তে তাঁয়, ডায়ানা অমরী,
রৌপ্য ধানকিনী, কহে তিরস্কার করি';—
বৃদ্ধ সিন্ধুনাথে হেরি' আতঙ্ক-মগন,
যুবক ফিবস্! করিতেছ পলায়ন?

বৃথা তব ভীমমূর্ত্তি বীরজনোচিত,
বৃথা রৌপ্য ধনুঃ, তূণ-সায়ক-পূরিত।
না করিও গর্ব্ব আর অমর-সমাজে,
ভূকম্পনকারী দেবে জিনিতে অব্যাজে।
বনদেবী বাক্য রবি শুনেন নীরবে।
অধীরা হইয়া জুনো দেবীর গরবে,
কহিল সরোষে ;—দুর্ব্বিনীতে ! কি সাহসে,
কহিছ এ হেন বাক্য দিবেশ্বরা-পাশে ?
যদিও দেবেন্দ্র যোভ করিল সৃজন,
নারী তরে প্রসবের অসহ্য বেদন,
তব শরে গর্ভবতী অতীব কাতর ;
রমণীর মাঝে তুমি কঠিন-অন্তর।
যদিও কানন মাঝে সদা তব শরে,
অগণন মহাকায় বন্য পশু মরে,
কি সাহসে কর ইচ্ছা সে অস্ত্র হানিতে
সুর-গাত্রে, কিংবা মম সমান হইতে ;
আজি হ'তে রণে সাধ না করিও আর।
এত কহি' ধরে দেবী দুই হস্ত তাঁর ;
বাম করে ধরি' ভুজ, বামেতর দিয়া,
রৌপ্য ধনুঃ শর তূণ নিলেন কাড়িয়া ;
দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ ধনুঃ আঘাতে বদনে।
ঘুরে দেবী চারি ভিতে সশঙ্কিত মনে।
সুশাণিত শরচয় ভীম ঝঙ্কারিয়া,
তূণ ত্যজি' চারিদিকে পড়ে ছড়াইয়া।
দ্রুতবেগে বনদেবী করে পলায়ন,
অপমানে ঝর ঝর ঝরে দুনয়ন।

যথা যবে শ্যেন পক্ষী উড়িলে আকাশে,
কপোত গিরিগহ্বরে পলায় তরাসে,
(নহে কাল পূর্ণ তার) নির্ব্বিঘ্নে তথায়,
করে অবস্থান, তবু উদ্বেগ না যায়।
ত্বরিত লাটনা তাঁয় সাহায্যেতে চলে,
দূর হ'তে হারমিস্ নিরখিয়া বলে ;—
হে দেবি ! কেমনে তাঁর হ'বে সন্মুখীন,
বজ্রপাণি যাঁর তরে সুখী অনুদিন ?
যাওগো অমরি ! এবে ত্রিদিব মাঝার ;
করিলাম তব কাছে পরাস্ত স্বীকার !
অন্তর্হিত হ'ল দেব। লাটনা নুঙ্গিয়া,
ভূমি হ'তে ধনুঃ শর লন কুড়াইয়া,
বিক্ষিপ্ত চৌদিকে, ঝকে সূর্য্যের প্রভায়,
হীনবলা ডায়ানার রণ-চিহ্ন হায় !
দিবে ত্বরা আরোহিয়া দেবী অতঃপর,
চলিলেন যথা বিরাজিত দিবেশ্বর ;
কাঁদিয়া ধরেন পদ ; বক্ষের বসন
তিতে অশ্রুজলে, বহে দীর্ঘশ্বাস ঘন।
হাসিয়া কহেন ঈশ ;—কোন্ দেব সতি !
তব প্রিয় দুহিতার করেছে দুর্গতি ?
যোভ-কান্তা নাম দেবী করে লাজ ভরে,
ললাটস্থ অর্দ্ধচন্দ্র পাণ্ডুবর্ণ ধরে।
এ রূপে ত্রিদিবে দোঁহে ; এপলো এবার,
পশিলেন ইলিয়ন্ নগর মাঝার।
গ্রীক দর্পে প্রাচীরের পতন গণিয়া,
কাঁপিলেন দিবাকর অধীর হইয়া।

অস্ত্রধারী দেবকুল ত্যজিয়া সমর,
চলিলেন পুনঃ ফিরি' অলিম্পস্' পর ;
কেহবা বিজয়হৃষ্ট, কেহ রুষ্ট অতি,
বসে সবে সিংহাসনে, যথা স্বর্গপতি।
এখনও একিলিস্ সিংহনাদ করি',
ভ্রমিছেন দর্পভরে শবরাশি' পরি।
যথা যবে হুঙ্কারিয়া বহ্নি ভয়ঙ্কর
করে দগ্ধ পাপকার্য্য-নিরত নগর ;
মরে নাগরিক কত, কেহ বা পলায় ;
আকাশ রঞ্জিত হয় লোহিত আভায় ;
দাপে একিলিস্ তথা ! মৃত্যু-পলায়ন-
ভয়-পরিশ্রমপূর্ণ এ দিন ভীষণ।
আরোহি' প্রায়াম্ হেথা গুম্বজ উপরে,
স্থিরনেত্রে সেনানাশ বিলোকন করে।
নিরখিল বৃদ্ধ ভূপ, ট্রোজান্ পলায়,
গর্জ্জি' গ্রীক্ বীর অনুসরে তা সবায়।
নিরাশ্রয়, সশঙ্কিত ! কম্পিত চরণ,
বিষাদে কালিমাময় পলিত বদন
দ্রুতপদে প্রাণ পণে নামি' সেইক্ষণে,
উচ্ছ্বাসিয়া বৃদ্ধভূপ কহে রক্ষিগণে ;—
তোরণ রক্ষণ-ভার যা সবার করে,
কর মুক্ত দ্বার, সেনা প্রবেশের তরে।
হের, আসে শত্রুবীর যেন হুতাশন,
বিনাশিয়া বহু ট্রয়-যোধের জীবন।
প্রবেশিলে সেনাগণ নগর মাঝার,
বদ্ধ করি' দ্বার পুনঃ বাঁচাও এবার

আদেশিল হেন ভূপ ; তখনি তোরণ
হ'ল মুক্ত তুলি' শব্দ অতি বিভীষণ।
ফিবস্ ধাবিয়া ত্বরা, পলায়িতগণে
করে রক্ষা নিরাপদে পশিতে তোরণে।
পাইয়া জীবন-আশা ট্রোজান-নিকর
ধায় দলে দলে দ্বার উদ্দেশি' সত্বর।
পিপাসা-কাতর সবে, বালুকা-মণ্ডিত
ক্ষেত্র' পরে অতি বেগে হয় প্রধাবিত ;
জ্ঞানহত, পরিশ্রান্ত দ্রুত পাদচারে,
করিছে প্রয়াস আগে পশিতে প্রাকারে।
অনুসরে একিলিস্ ক্রোধেতে মগন,
উত্তোলিয়া বীরঘাতী নারাচ ভীষণ !

লভিত গ্রিসীয় এবে বিজয় অক্ষয়,
নগরে পলাত ট্রয়-সেনা সমুদয় ;
কিন্তু সে অমর, যিনি কিরণ বিস্তারে,
নামিলেন ভূমে ট্রয়-যশঃ রক্ষিবারে !
স্বর্গীয় সামর্থ্য দেব দিল এজিনরে,
(এণ্টিনর-সুত, দর্পী, দুর্দ্ধর্ষ সমরে।)
মেঘ জালে ঢাকি' দেহ ভানু ভাতিমান,
রক্ষিতে যুবকে তীরে করে অবস্থান।
নিরখিল যুবা যবে একিলিস বীরে,
নাচিল হৃদয়, তেজঃ উদিল শরীরে।
(প্রভঞ্জন-পূর্ব্বে যথা স্ফীত হয় নীর)
দাঁড়াইয়া আন্দোলন করে যুবা বীর ;—

গ্রিসীয়ের ডরে করিব কি পলায়ন ?
পলাইয়া অন্য সম ত্যজিব জীবন ?

ও পথে নারিব কভু ত্যজিতে উহায়,
বহু যোধ জন যাহে জীবন হারায় !
নহে, ঘৃণা করি আমি ও রূপ মরণ ;
ফেলিয়া পলায় মোরে ট্রয়-বীরগণ ;
ঐ পথ দিয়া তবে কেননা এক্ষণে,
না করি প্রবেশ আমি ইডার কাননে ?
তা' হইলে নির্ঝরেতে গিয়া অলক্ষিতে,
শোণিত বালুকা ঘর্ম্ম পারিব ধুইতে ;
যেমনি ঢাকিবে ভূমি নিশার আঁধার,
স্বদলের সহ আসি' মিলিব আবার।
কি তা' হ'লে ? কেন মিছে করি আন্দোলন ?
এই কি বিচারস্থল, যথায় শমন ?
হয়ত না প্রবেশিতে নগর মাঝার ;
ভীম একিলিস্-করে পতন আমার।
হেন দ্রুতগামী বীর, বৃথা পলায়ন ;
এ হেন প্রতাপী, মরে রহে যেই জন।
যা হ'ক, এ রণক্ষেত্রে সম্মুখ সমরে,
উচিত মরণ মম রাজ্যরক্ষা তরে।
নহে অনশ্বর শত্রু ; শরীর উহার,
(সর্ব্ব পৃথ্বীসুত সম) আঘাত-আধার।
এক আত্মা বিরাজিছে ও ভীম কায়ায়,
যোভের প্রসাদে বীর বিত্রাসে সবায়।
এত কহি' যুবা দাঁড়াইয়া দর্পভরে,
অতীব উৎসুক চিতে, রণ ইচ্ছা করে।
ত্যজিয়া কানন যথা দ্বীপী মহাকায়,
শরবৃষ্টি-বরিষণে বেগে বাহিরায় ;

নাহি জানে কভু ডর, নাহি গ্রাহ্য তার,
চারিদিকে শিকারির বিকট হুঙ্কার;
যদিও আহত, নাহি ভ্রুক্ষেপ তাহায়,
ভীষণ নারাচ গাত্রে বাজিছে বৃথায়।
ধাবি' মহাক্রোধভরে সে পশু ভীষণ,
নাশে ব্যাধগণে, কিংবা ত্যজয়ে জীবন ;
করে অবস্থান মহাপ্রতাপে তেমতি,
মহা বীর্যবান এণ্টিনরের সন্ততি,
ঘৃণি' ঘৃণ্য পলায়নে ; সম্মুখে তাঁহার,
উদ্ধৃত সুদৃঢ় ঢাল প্রকাণ্ড আকার।
অতঃপর যুবাবর বরষা লক্ষিয়া,
কহিলেন সন্নিহিত অরিরে ডাকিয়া ;—
একিলিস্ ! জয়লাভে হইয়া গর্ব্বিত,
করিছ বাসনা আজি ডুবাতে ত্বরিত,
অক্ষয় ট্রোজান-নাম ! বৃথা হেন সাধ,
নাহি জান এখনও কত পরমাদ ;
বাল বৃদ্ধ শত্রুক্ষয়ে উৎসুক সমান !
অগণন মহাবল ট্রয়ের সন্তান।
বলবান তুমি, কিন্তু মৃত্যু বাধ্য কার ?
হয়ত তোমার নাশ বিদেশ মাঝার।
এতেক কহিয়া বীর, বল সহকারে,
হানিল জানুতে ; সেই বিকট প্রহারে,
ঝঙ্কারিল পাদত্রাণ ; অরি বলবান,
দেববর্ম্মে, নিরাপদে করে অবস্থান।
ধাবি' বীর শত্রু পানে মহা ক্রোধ ভরে,
সমর-অঙ্গন-ত্রাস অস্ত্র লক্ষ্য করে ;

কিন্তু সে এপলো দেব দয়ার্দ্র হইয়া,
দেবাভ ট্রোজানে ঢাকে অভ্ররাশি দিয়া।
বিষম বিপদে মুক্ত যুবক এবার,
পলায় সমর ত্যজি' অজ্ঞাতে সবার।
নিবারিতে দিবাকর পশ্চাৎ-গমন,
এজিনর্ সম মূর্ত্তি করেন ধারণ।
হেন ছদ্মবেশে দেব ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায়,
মহাবীর একিলিস্ অনুসরে তায়।
কভু বা ভ্রমিছে দোঁহে অঙ্গন মাঝার,
কখন বা প্রবাহিছে যথা স্কামাণ্ডার।
এবে দেব দ্রুতপদে নদী-তীরোপরে,
ভ্রমিয়া নিয়ত তাঁয় প্রবঞ্চনা করে।
যতেক ট্রোজান্-সেনা এই অবসরে,
প্রবেশিল দলে দলে প্রাকার-ভিতরে।
সবে শশব্যস্ত; নাহি এ হেন সময়,
জিজ্ঞাসিতে কে পলায়, কেবা হত হয়।
ছত্র ভঙ্গ, একাকার। অন্তরে সবার,
যুগপৎ হর্ষ ভয় উদিত এবার।
একিলিস-ভয়ে বন্ধ হইল তোরণ;
আসন্ন বিপদে এবে মুক্ত যোধগণ।

একবিংশ কাণ্ড সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ কাণ্ড।

হেক্টরের পতন।

বিষয়।

ট্রোজানেরা প্রাকার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, একিলিস্‌কে নিবারণ করিবার নিমিত্ত হেক্টর একাকী ক্ষেত্রে অবস্থান করেন। প্রায়াম্‌, একিলিসের আগমনে ভীত হইয়া, পুত্রকে নগরে প্রবেশ করিতে অনুরোধ করেন। হেকুবা ও বৃথা অনুনয় করেন। হেক্টর, একিলিস্‌কে আসিতে দেখিয়া মনে মনে নানা আন্দোলন করেন; কিন্তু শত্রুকে সন্মুখীন দেখিয়া হতাশ হৃদয়ে পলায়ন করেন। একিলিস্‌ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তিনবার ট্রয়-প্রাকার প্রদক্ষিণ করেন। হেক্টরের অদৃষ্ট লইয়া দেবগণের বাদানুবাদ হয়; অবশেষে মিনার্ভা একিলিসের সাহায্যার্থে অবতীর্ণা হন। তিনি ডিইফোবসের মূর্ত্তি ধরিয়া হেক্টরকে প্রলোভিত করেন। যুদ্ধে হেক্টরের মৃত্যু হয়। একিলিস্‌, প্রায়াম্‌ ও হেকুবার সমক্ষে, মৃত দেহ রথে বাঁধিয়া শিবিরে টানিয়া লইয়া যান। তাঁহাদের খেদ। এণ্ড্রোমেকি অন্তঃপুরে ছিলেন; তাঁহার কর্ণে এই শোকধ্বনি প্রবিষ্ট হয়। তিনি প্রাকারে আরোহণ করিয়া হত স্বামীকে অবলোকন করেন। তিনি বিচেতনা হন। তাঁহার হৃদয়ভেদী আক্ষেপ।

ত্রিংশ দিবস এখনও অতিবাহিত নহে। দৃশ্য—নগরমধ্য এবং ট্রয়-প্রাকার।

তাড়িত কুরঙ্গ সম ট্রোজান-নিকর
পশিল এরূপে দ্রুত নগর ভিতর।
নিরাপদে যোধগণ উত্তরি' তথায়,
মুছি' ঘর্ম্ম, শ্রান্তি দূর করে মদিরায়।
উল্লাসিত জয়োদ্ধত গ্রিসীয়-নিকর,
দীর্ঘ সুকঠিন ঢাল যুজি' পরস্পর,

ব্যাপিয়া বিস্তৃত ভূমি, ভীম আস্ফালনে,
ধায় দ্রুতগতি, ট্রয়-প্রাকারের-পানে।
বাহিরে হেক্টর একা ; অদৃষ্ট-বন্ধনে
বদ্ধ বীরবর রহে স্কিয়ার তোরণে ;
এখনো বাসনা তাঁর, স্বদেশ-কারণ,
যুঝিবারে শত্রুসনে করি' প্রাণপণ।
একিলিস্ পানে এবে এপলো ফিরিল,
(সে.প্রদীপ্ত দিব্যদেহ প্রকাশ পাইল) ;
কি দেখিছ (কহে দেব) পিলুস-নন্দন !
তুচ্ছ নর অমরের তুল্য কি কখন ?
অমরে চিনিতে পার কি শক্তি তোমার,
অপরূপ চমৎকার লীলা দেবতার।
ট্রয়-সেনা পরাজয়ে কি তব মঙ্গল ?
ভূত বর্ত্তমান শ্রম সকলি বিফল !
নিরাপদে যোধকুল পশেছে নগরে,
ক্ষিপ্ত তুমি আক্রমিছ অমর অমরে !
কহে ক্রোধে বীর, পক্ষপাতী দিবাকর !
বঞ্চিলে এরূপে মোরে বিজিত সমর ;
ইলিয়নে কত অল্প পশিত তা হ'লে !
কত অরি এতক্ষণে লুণ্ঠিত ভূতলে !
দেব তুমি, প্রবঞ্চনা করি' সুরোচিত,
শূরখ্যাতি-লাভে মোরে করিলে বঞ্চিত।
তুচ্ছ যশঃ, হায় ! যবে অমর পূজিত,
ধনশ্বর হীন মানবে করে প্রলোভিত !
অতঃপর রোষে বীর ঘোর আস্ফালনে,
দীর্ঘ পাদক্ষেপে ছুটে নগরের পানে ;

তেজস্বী বিজয়ী অশ্ব সদর্পে তেমতি,
ধায় মহাবেগে জয়-নিশানের প্রতি।
দীপ্ত বহ্নি সম শূর করে বিচরণ ;
স্থবির প্রায়াম্ তাঁর পায় দরশন।
নহে অর্দ্ধ হেন ভীম, যবে পরকাশে,
কৃষ্ণপক্ষ-তমোময়ী নিশার আকাশে,
শারদ তারকা (রম্য শরৎ সময়)
করি' হীনপ্রভ অন্য তারা সমুদয় !
পাপ দীপ্তি ! সমুজ্জ্বল আলোকে তাহার,
প্রাদুর্ভাব মারাত্মক বিবিধ পীড়ার।
সেইরূপ ঝকে বর্ম্ম। নিরখি' তাঁহায়,
কাঁদে ভূপ করাঘাত করিয়া মাথায়।
উত্তোলিয়া কর বৃদ্ধ ব্যথিত হৃদয়ে,
ডাকে মৃদুস্বরে মুহুঃ প্রাণের তনয়ে ;
প্রতাপী নন্দন রহে স্কিয়ার তোরণে,
যুঝিবারে মহাবল একিলিস সনে।
আরোহি' স্থবির পিতা গুম্বজ উপরে,
ডাকে পুনঃ পুনঃ পুত্রে অধীর অন্তরে ;—
থেক না, থেক না বৎস ! একাকী এখন,
হেক্টর, জীবন মম ! সমরে ভীষণ !
এখনি, হায়রে ! যেন পাই দেখিবারে,
নিপতিত তুমি বৎস ! প্রাঙ্গণ মাঝারে !
রে নিষ্ঠুর একিলিস্ ! রুষ্ট দেবগণ,
উপযুক্ত শাস্তি তোমা করিবে অর্পণ !
ছিঁড়িবে গৃধিনীকুল ঐ কলেবর,
তব রক্তে হ'বে স্থূল কুক্কুর নিকর !

ছিল মম কত পুত্র সমরে ভীষণ,
বৃথা বলশালী ! তুমি করেছ নিধন ;
কিংবা দাসরূপে দূরে করেছ বিক্রয়,
ভুঞ্জিবারে দুখ, মৃত্যু কত শ্রেষ্ঠ হয় !
খুঁজিতেছি কত, কিন্তু না পাই সন্ধান,
এক গর্ভজাত, পোলিডোর বলবান,
প্রিয় লিকেয়ন্ ; হায় ! নাহি যুঝি আর !
কিংবা যদি থাকে শত্রু-শিবির মাঝার,
সে প্রিয় নন্দনযুগ-উদ্ধারের তরে,
বহু ধন, স্বর্ণরাশি দিব অকাতরে !
(পাইয়াছে দোঁহে মাতামহ-দত্ত ধন,
সহিত সে লিলিগার রাজসিংহাসন,)
সে ধন, (নিবার ঈশ !) যদি হারাইয়া,
ভ্রমে দোঁহে প্রেতধামে বিষাদে ডুবিয়া,
জ্বলিবেক কি আগুন জননী-অন্তরে,
কত ক্ষোভ মম, জিহ্বা নাহি ব্যক্ত করে !
তথাপি সে দুখে তত না হ'ব ব্যথিত,
তোমা ধনে যদি মোরা না হই বঞ্চিত।
পরিহরি' একিলিসে, নগরে পশিয়া,
রক্ষ ট্রয়, কর শান্ত এ তাপিত হিয়া !
বাঁচাও আপন প্রাণ, কিংবা বীর জন
ঘৃণে যদি মৃত্যু, যশঃ করহ রক্ষণ।
দিও না দিও না জ্বালা বৃদ্ধের অন্তরে !
এখনো জনক তব দুখ বোধ করে,
নহে লুপ্ত পাপ জ্ঞান ! এ বৃদ্ধ দশায়,
(সতত কম্পিত হৃদি কালের শঙ্কায়,)

ভীম শোকদৃশ্য যোড় দিয়াছে নয়নে!
অতি হতভাগ্য আমি, ধিক্ রাজ্য-ধনে!
জ্বলন্ত শোকের ছবি চারিদিকে হায়,
রেখেছেন ঈশ মম এ বৃদ্ধ দশায়।
হত মম যোধবৃন্দ, নষ্ট পুত্রচয়,
লাঞ্ছিত দুহিতাগণ, দেশ ভস্মময়,
নিক্ষেপিত গৃহতলে শিশু সুকুমার;
দেখেছি এ সব, কত দেখিব বা আর!
হয়ত রেখেছে মোরে অদৃষ্ট ভীষণ,
যবে, নিঃশেষিত মম হ'বে জনগণ,
(ছারখার রম্য রাজ্য!) বধিতে আমায়,
রম্য আঁখি-মুগ্ধকর প্রাসাদেতে হায়!
ক্ষুধার্ত্ত কুক্কুরকুল, মম দ্বারস্থিত,
পাইয়া প্রভুর রক্ত হ'বে পুলকিত।
হত বটে সুতকুল, তারা ভাগ্যবান,
বীরধর্ম্মে রণক্ষেত্রে দিয়াছে পরাণ।
সুখী সেই, যৌবনেতে যায় যেই জন,
হৃদে অস্ত্রাঘাত-চিহ্ন অতি সুশোভন;
কিন্তু যবে সর্ব্বভীতি কাল বিভীষণ,
অসহায় বৃদ্ধজনে করে আক্রমণ,
শুভ্র কেশরাজি হয় লুণ্ঠিত ধূলিতে,
সুতৃপ্ত কুক্কুরকুল শীলত শোণিতে;
দুঃখ, দুঃখ ইহা! হায়! নরভাগ্যে আর,
কি পারে ঘটিতে? জীব ক্লেশের আধার!
এত কহি' বৃদ্ধ রাজা, কাতর অন্তরে,
শিরঃস্থ সুশুভ্র কেশ করে ছিন্ন করে।

অভাগী প্রসূতী উচ্চে করেন রোদন;
তথাপিও নহে নত হেক্টরের মন।
আলু থালু বেশে রাজ্ঞী, ক্ষোভে উন্মোচিয়া
বক্ষঃ বস্ত্র, কহিলেন অশ্রু বরষিয়া ;—
কর কৃপা পুত্রবর! বৃদ্ধের বচন
কর গ্রাহ্য, শুন পিতা-মাতার রোদন।
যদি তোমা কভু বৎস! ক্রোড়েতে লইয়া,
স্নেহ ভরে অশ্রুবারি দিছি মুছাইয়া,
ত্যজনা, ত্যজনা হায়! এ বৃদ্ধ দশায় ;
পশি' পুরে কর রোধ বিপক্ষ সেনায়।
একা যদি গ্রীক্ বীরে কর আক্রমণ,
নিশ্চয়, (না কর ঈশ!) তোমার পতন!
না উঠিবে তব দেহ মরণ-শয্যায়,
না কাঁদিবে মাতা পত্নী বেড়িয়া তোমায়;
কদাচ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া না হ'বে তোমার,
ও দেহ দূরেতে হ'বে গৃধিনী-আহার।
এই রূপে ক্ষোভে অশ্রু বরিষে উভয়,
বীরেন্দ্র কুমার কভু টলিবার নয়।
দাঁড়াইয়া স্থিরভাবে ট্রয়ের তপন,
হেরে রক্তনেত্রে অরাতির আগমন।
তেমতি বিবরে নিজ ভীম বিষধর,
গর্জ্জে রোষে, করি' পান্থে নয়ন-গোচর ;
বিষাক্ত ওষধি যবে করিয়া আহার,
সুপ্রচুর হলাহল শরীরে তাহার।
ঘোর ক্রোধাগমে বীর বিকট-বদন,
জ্বলিছে অনল সম যুগল নয়ন।

দাঁড়াইয়া স্তম্ভ-পাশে, হেলি' ঢাল' পরে,
অন্তরে এরূপ শূর আন্দোলন করে ;—
কোথা পথ মম এবে, পশিতে নগরে !
হেন নিন্দনীয় চিন্তা মনে নাহি ধরে।
সগর্ব্বে পোলিডেমাস্ বলিবে এবার,
পালিয়াছি অসময়ে বচন তাঁহার,
পলা'ত হেক্টর যদি বিগত নিশায়,
কত বীরবৃন্দ তবে বাঁচিত তাহায় !
নিজ কুবুদ্ধির দোষে, হেন সুবচন,
না মানিয়া, কত যোধে দিনু বিসর্জ্জন।
পাই শুনিবারে, যেন কাঁদিছে নগর,
নিন্দে মোরে হীনবীর্য্য মানব-নিকর,
সাহসেতে দোষারোপ করিছে সদাই,
গঞ্জিছে সে গুণ, যাহা অপরের নাই।
নহে, যদি ফিরি আমি, ফিরিব নিশ্চয়
রণজয়ী ; বিদূরিব স্বদেশের ভয় ;
কিংবা যদি মরি আজি, দেখুক সকলে,
দিনু প্রাণ বীর-অস্ত্রে, ভীম রণস্থলে।
যদি রণসাধ আমি ত্যজি' অতঃপর,
নিরস্ত্র বিনীতভাবে হই অগ্রসর
বীর অরি পানে,—বর্ষা ঢাল শিরস্ত্রাণ
নিক্ষেপিয়া মাগি স্বদেশের পরিত্রাণ ;
হৃতা নারী, অপহৃত ধন সমুদায়,
(যাহে এ ভীম সমর, দেশ ধ্বংসপ্রায়,)
করিব বিচারমত পুনঃ প্রত্যর্পণ,
সহ এ ইলিয়নের অবশিষ্ট ধন,

অঙ্গীকৃত পূর্ব্বে যাহা ; যেন গ্রীক্ চয়,
তুষ্ট হ'য়ে যায় দেশে পরিহরি' ট্রয়।
কেন করি হেন চিন্তা ? অস্ত্র পরিহরি'
যাই যদি, কৃপা মোরে করিবে কি অরি ?
মরিব অবলা সম, আঘাত না করি' ?
নাহি মিত্রভাব এই স্থানে ভয়াবহ,
প্রান্তরে পান্থের যথা পথিকের সহ।
সুমধুর আলাপের না আছে সময়,
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যথা যুবা-যূনীচয়।
সমর মোদের কার্য্য, জয় পরাজয়,
কা'র্ ভাগ্যে, বিদিত সে দেব সর্ব্বময় !

এই রূপে চিন্তে বীর ; গ্রীক্ দুরজয়,
দেবসম মহাদর্পে সন্নিহিত হয়।
শোভিছে দক্ষিণ করে বরষা ভীষণ,
সমগ্র অঙ্গনে ছটা করি' বিকীরণ ;
ঝকে সুবিশাল বক্ষে উরস্ত্র শোভন,
যেন সৌদামিনী কিংবা প্রভাত-তপন।
নিরখি' হেক্টর্ রথী বজ্রাহত-প্রায়,
কাঁপি' নব আতঙ্কেতে ত্বরিত পলায়।
দ্বার অতিক্রমি' বীর করে পলায়ন,
অনুসরে একিলিস্ যেন সমীরণ।
তেমতি কপোত-প্রতি শ্যেন পক্ষী ধায়,
(জিনে গমনের বেগে বিহঙ্গ সবায়,)
ব্যগ্র ভাবে অবিরত ভ্রমিয়া গগনে,
ধরিলাম এই বার, ভাবে মনে মনে,

ব্যাদানিয়া চঞ্চুপুট, করিয়া চীৎকার,
লক্ষ্যে নখ, পাকশাট মারে অনিবার ;
তেমতি ভ্রমিছে বেগে দুই বীরবর,
ক্রোধ-উত্তেজনে এক, শঙ্কার অপর ;
কভু বা প্রাকার বেড়ি' ভ্রমিছে ত্বরিত,
উন্নত রক্ষণ-স্তম্ভ যথা বিরাজিত ;
কভু ছুটে মার্গ দিয়া, শোভিছে যথায়,
সুচারু ডুম্বুর তরু, শ্যামল পাতায়।
স্কামাণ্ডার-তীরে দোঁহে প্রধাবিত হয়,
উঠে ভূমি হ'তে যথা প্রস্রবণ-দ্বয় ;
উষ্ণ ভূমিগর্ভ হ'তে সে স্রোত যুগল,
বাহিরি', বাষ্পেতে ঢাকে অনম্বর তল ;
গ্রীষ্মাগমে সুপ্রচুর তেঁই নদী-জল,
স্ফটিকসম নির্ম্মল, তুষার-শীতল।
সে নীর, সুচারু-শ্বেত-প্রস্তর নির্ম্মিত,
মনোহর আলবালে হইছে পতিত ;
ট্রয়-রামাকুল, (যবে নহে এ বিপদ,)
সুখেতে করিত ধৌত রম্য পরিচ্ছদ।
হেন প্রস্রবণ-পাশে জেতা জীত ধায়,
(পলাইছে বলী, বলী অনুসরে তাঁয়,)।
অপরূপ গতি ! ত্বরা থামিবারে নারে।
নহে এ ক্রীড়ার শেষ তুচ্ছ পুরস্কারে,
(যথা কৌতুকের দ্বন্দে আছয়ে প্রমাণ।)
নির্দ্ধারিত পুরস্কার, হেক্টরের প্রাণ।
যথা যবে মহারথ বীরের নিধনে,
অন্ত্যেষ্টির আয়োজন করে জনগণে ;

উত্তেজিত যুবাদল, লাভ আশা করি',
(সুবর্ণ ত্রিপদ, কিংবা কামিনী সুন্দরী.)
নিরূপিত স্থান হ'তে ধায় অশ্বপ'রে,
করিয়া বিস্মিত যত দর্শক-নিকরে ;
তেমতি প্রাকার ত্রিধা করয়ে বেষ্টন,
বেগে দোঁহে ; সবিস্ময়ে হেরে সুরগণ ।
স্থিরনেত্র, চমকিত দেবগণ প্রতি,
কহিলেন দেবরাজ, দেব-নরপতি ;—
দুখ দৃশ্য ! দেবতার প্রিয় যেই জন,
হের, কি রূপেতে এবে তাড়িত এখন !
হেক্টরের দুখে মম কাঁদিছে অন্তর,
অর্পিয়াছে যেই হোম বলি বহুতর,
ইডা, ট্রয় হ'তে যেই ধূম সমুত্থিত,
সমগ্র দেবতাগণে করে পুলকিত।
দেখ পলাইছে এবে, আতঙ্কে কাতর ;
পশ্চাতেতে একিলিস্, কাল ভয়ঙ্কর।
কর চিন্তা দেবগণ ! (উচিত এ কাজ,)
মৃত্যুগ্রস্ত বীরবরে রক্ষিবে কি আজ,
কিংবা কি ভুঞ্জিবে ঐ বীর গুণধাম,
(অতীব ধার্ম্মিক,) যথা নর-পরিণাম !
কহিল পালাস্, তবে ইচ্ছে কি এখন,
আঁধারে অম্বর যাঁর অশনি ভীষণ,
সেই সুরেশ্বর, এক ট্রোজানে কেবল,
করিবারে বিপর্য্যয় অদৃষ্টের ফল ?
ইথে কি হইবে তুষ্ট দিববাসিগণ ?
পক্ষপাতী বলি' তোমা না দিবে গঞ্জন ?

যাও তবে, (কহে ঈশ) বিলম্বে না কাজ,
সাধ ইচ্ছা ; অদৃষ্টেরে না ব্যাঘাতি' আজ।
জ্ঞানেশ্বরী, পুলকিতা এ হেন আজ্ঞায়,
সুদ্রুত-গমনে ভূমে উতরে ত্বরায়।
যথা উপত্যকা-মাঝে, শুনি' শৃঙ্গানাদ,
কুরঙ্গ পলায় বেগে, গণি' পরমাদ ;
বৃথা চেষ্টা করে মৃগ ঢাকিতে শরীর,
ঘন তরুলতাশোভী কাননে গভীর ;
গাত্র-গন্ধ অনুসরি' কুক্কুর ভীষণ,
না হয় বিরত কভু পশ্চাত-গমন ;
হেক্টর পলায় যথা, ধাবিছে তেমতি,
ক্রোধদীপ্ত একিলিস্ বিকট-মূরতি।
সাহায্য-আশায় শূর ডার্ডান্-তোরণে,
উত্তরিতে যত চেষ্টা করে প্রাণপণে,
(যেন প্রাকারস্থ যত বান্ধব নিকর,
শরজালে করে বিদ্ধ অরি-কলেবর,)
তত একিলিস্ তাঁয় অঙ্গনে খেদায় ;
কাতরে নগর বীর নিরখে বৃথায়।
ভাবয়ে সুপ্ত মানব স্বপনে যেমতি,
পলাইছে নিজে, অন্য ধায় তার প্রতি ;
কিন্তু সে অবশ অঙ্গ থাকয়ে শয্যায় ;
কেহ নাহি অনুসরে, কেহ না পলায় ;
তেমতি বীরযুগল মহা বেগভরে,
ধায় মাত্র ; একিলিস্ বৃথা অনুসরে।
কোন্ দেব, হে মিউজ ! কহ এতক্ষণ,
করে রক্ষা অল্প-আয়ু হেক্টর-জীবন ?

দিনেশ ফিবস্ দেব আদ্র করুণায়,
মৃত্যুকালে বলবেগ অর্পিল তাঁহায়,
পাছে কোন গ্রীক বীর হ'য়ে অগ্রসর,
নাশি' শূরে অপহরে গৌরব প্রখর,
সে কারণ একিলিস্ সঙ্কেতে সেনায়,
কেহ যেন অরাতির সম্মুখে না যায়।
তুলিলেন যোভ্ তৌলদণ্ড হেমময়,
যাহে হয় মানবের ভাগ্য-পরিচয়।
পরিমাণ করে দেব যতনে এবার,
পরিণাম প্রতিদ্বন্দ্বী বীর দুজনার।
নামে শিক্যা হেক্টরের ভাগ্য সহকারে,
মৃত্যুভারাক্রান্ত, ঠেকে নরক ভিতরে।
ত্যজিল ফিবস্ তাঁয়। মিনার্ভা ধাবিয়া,
কহে উচ্চে একিলিসে, উল্লাসে মাতিয়া ;—
যোভ্-প্রিয়! আজি ক্লেশ দূরিত নিশ্চয় ;
গ্রীশ্'পরে দীপ্তিরাশি বিস্তারে বিজয়।
মরিবে হেক্টর রথী ; সে শূর হেক্টর,
খ্যাত যাঁর রণকীর্ত্তি জগত ভিতর,
হ'বে হত তব করে। দর্প পলায়ন
বৃথা এবে, কোথা সেই সদয় তপন!
দেখ, রবি উর্দ্ধদেশে কাতর বচনে,
করিছে মিনতি, পড়ি' যোভের চরণে!
কর অবস্থান হেথা ; মুমূর্ষু হেক্টরে,
আনি' ত্বরা সমর্পিব শমনের করে।
দেবী-বাক্যে বীরবর উল্লাসে মাতিয়া,
রহে স্থির, কালান্তক বর্ষা নির্ভরিয়া।

ডিইফোবসের মূর্ত্তি করিয়া ধারণ,
(সম সজ্জা, সম গতি, সমান বদন)
করি' সাহায্যের ছল, সমর-ঈশ্বরী
কহিলেন হেক্টরেরে দ্রুত অগ্রসরি' ;—
বহুক্ষণ, হে হেক্টর ! করি বিলোকন,
পলাইতে চেষ্টা তুমি কর অকারণ !
উচিত মোদের এবে থাকিয়া সুস্থির,
দুই ভ্রাতা একস্থানে ত্যজিতে শরীর।
উত্তরিল ট্রয়-সূর্য্য,—হে রাজকুমার !
প্রিয়তম তুমি মম সোদর সবার ;
হেকুবার গর্ভে যত জন্মিল সন্তান,
তুমি শ্রেষ্ঠতম, তব বহুল সম্মান !
তুমি একা মোসবার বংশের ভিতরে,
নাহি ডর মৃত্যু, মম প্রাণরক্ষা তরে,
কহিলেন দেবী পুনঃ, কত যে কাঁদিতে
লাগিলেন পিতা মাতা মোরে নিবারিতে।
কাতরে বান্ধবগণ করে নিবারণ,
ভ্রাতৃস্নেহ বলবান, এনু সে কারণ।
এস তবে অরি সনে যুঝিব সত্বর ;
হউক উড্ডীন শূন্যে বর্শা ভয়ঙ্কর।
রথী একিলিসে আজি করিব নিধন,
অথবা অর্পিব তায় এ প্রিয় জীবন।
করি' প্রবঞ্চনা দেবী, অগ্রে অগ্রে যায় ;
প্রফুল্ল ডার্ডান্ বীর পুনঃ না ডরায়।
মিলে উভে মহাদর্পে। কহিল হেক্টর,
ভীম পক্ষিপুচ্ছ-গুচ্ছ নাচে শিরোপর ;

যথেষ্ট পিলুস্‌-সুত ! গোচর সবার,
ট্রয়ের দীর্ঘ প্রাকার বেড়িনু ত্রিবার ;
দেব কোন এ অন্তরে হয়ে অধিষ্ঠান,
কহে যুঝিবারে ; বধি কিংবা দিব প্রাণ ;
তথাপি অবশ্যম্ভাবী এ ভীম সমরে,
থাকহ বিরত এবে মুহূর্ত্তের তরে।
সমগ্র অমরগণে করহ আহ্বান,
ন্যায়ান্যায় কার্য্যে সাক্ষী করিবারে দান ;
(তাঁহারা অপক্ষপাতী অনন্ত অব্যয়,
বদ্ধ ঋণে তাঁ সবার জীব সমুদয় !)
কহিনু তাঁদের কাছে ;—জিনি যদি রণ
যোভ্‌ মম করে তব হরিবে জীবন,
না হইবে অসম্মান শবেতে তোমার,
ল'ব অস্ত্র-বর্ম্মমাত্র, (প্রাপ্য বিজেতার;)
অবশিষ্ট গ্রীক্‌গণে করিব অর্পণ ;
করহ প্রতিজ্ঞা; অন্য না করি প্রার্থন।
না কহ পণের কথা, (উত্তরিল বীর
রোষরক্ত-আঁখিদ্বয়, কম্পিত-শরীর,)
তব সহ, যবে তুমি ঘৃণার ভাজন,
নাহি করে একিলিস্‌ প্রতিজ্ঞা বা পণ।
যথা হীন মেষসহ শার্দ্দূলের ভাব,
যথা নরসহ সিংহ বিপুল প্রভাব ;
তেমতি করিনু পণ ! আক্রোশ কেবল,
চিরস্থায়ী এ অন্তরে ;—এক ক্রোধানল !
নাহি অন্য চিন্তা, মাত্র প্রতিহিংসা-দান,
যতদিন মৃত্যু তাহা না করে নির্ব্বাণ

প্রকাশ আপন তেজঃ, না আছে সময়,
স্থির কর আত্মা, ডাক বল সমুদয়।
ছলনার কাল আর নাহি তিল তরে;
পালাস্ অর্পিল তোমা আজি মম করে।
গ্রীক্ প্রেতগণ, তব অস্ত্রে হত-প্রাণ,
বেড়ি' তোমা, কালপুরে করিছে আহ্বান।
এত কহি' ভীম ভল্ল ত্যজে বীরবর;
পরিত্রাণ ইথে কিন্তু পাইল হেক্টর!
আনত হইল শূর, বর্ষা সে সময়,
উল্লঙ্ঘিয়া শিরঃ, শূন্যে ব্যর্থশক্তি হয়!
মিনার্ভা, নিরখি' অস্ত্র পড়িতে ভূতলে,
অর্পিলেন পুনর্ব্বার গ্রীক করতলে,
হেক্টরের অগোচরে; উল্লাসে হেক্টর,
আক্রমে সে বীরবরে, ট্রোজানের ডর
যে অস্ত্রে বধিতে তুমি কর অহঙ্কার,
ব্যর্থ রাজপুত্র! ভাগ্য করে দেবতার!
অজ্ঞ তুমি, জানিবারে না পার কখন,
কিরূপে মরণ মম, অথবা আপন।
গর্ব্বের কৌশলে নিজ ভয় ঢাকি' নর,
করে ডরে অভিভূত অপর-অন্তর;
কিন্তু জেন, যা হউক পরিণাম মম,
হেক্টর না দিবে প্রাণ কাপুরুষ সম।
পলা'তে পলা'তে নাহি মরিবে নিশ্চয়।
বাহিরিবে দর্পে আত্মা ত্যজি' এ হৃদয়।
সহ্য কর মম শক্তি; এ অস্ত্র ভীষণ
নাশি' তোমা, দেশ-দুখ করিবে মোচন!

ছুটিল অব্যর্থ শস্ত্র বিকট গর্জ্জিয়া ;
ব্যর্থ কিন্তু স্বরগীয় ঢালেতে ঠেকিয়া,
নর-বিরচিত ভল্ল, কঠিন গোলকে
আঘাতি' উলম্ফি' ভূমে পড়িল পলকে।
নিরখিল হেক্‌টর বর্ষা ব্যর্থ তাঁর।
নাহি অন্য আশা, অস্ত্র নাহি আছে আর ;
কহিল ডিইফোবসে বর্ষা যোগাইতে,
কিন্তু কোন স্থানে তায় না পায় দেখিতে !
কহিল কাতরে বীর ত্যজি' দীর্ঘশ্বাস,—
ঈশ্বরের ইচ্ছা, মম আসন্ন বিনাশ !
ভাবিনু ডিইফোবস্ আসিবে নিশ্চয়,
কিন্তু ভয়ে প্রাকারেতে লয়েছে আশ্রয় !
দেব ছল ! হে পালাস্ ! এ কার্য্য তোমার !
হও মৃত্যু, অগ্রসর ! নাহি ডরি আর।
ত্রিদশ-নিকর আর না দেন অভয় ;
ত্যজিলেন যোভ্, আর যোভের তনয়,
পূর্ব্বে অনুকূল ! তবে এস হে শমন !
মরি বটে, কিন্তু নহি কলঙ্ক ভাজন ;
বীর-কার্য্যে, বীরসম দিব এ পরাণ,
ভবিষ্যতে গা'বে নর প্রশংসার গান !

এত কহি' করি' বীর অসি নিষ্কাশন
মহাদর্পে একিলিসে করে আক্রমণ।
যেমতি যোভের পক্ষী মেঘ পরিহরি',
পড়ে সমীরণ-বেগে শশক উপরি ;
সেইরূপ একিলিস্ ফিরে ক্রোধ ভরে,
জ্বলন্ত বিপুল ঢাল ঝাকে বক্ষঃ' পরে,

পাবকসম গোলক! শিরস্ত্র-মাঝার,
শিখাগুচ্ছ, রবিকরে জ্বলে অনিবার,
নাচে প্রতি পদক্ষেপে (ভল্কান-রচন!)
বোধ হয় যেন তাঁর দেহ হুতাশন।
যথা পশ্চিমের তারা প্রদীপ্ত প্রখর,
পরকাশে প্রভারাশি নীলাম্বর' পর,
অসংখ্য নক্ষত্র যবে আকাশ সাজায়;
একিলিস্-বর্ষাপ্রান্ত তথা দীপ্তি পায়।
ধরিয়া বরষা বীর বামেতর করে,
স্থিরনেত্রে শত্রু পানে চাহি' লক্ষ্য করে;
কিন্তু সেই বর্ম্মে, যাহা পেট্রোক্লস্ বীর
পরে এককালে, ঢাকা অরির শরীর।
দেখে বীর একস্থানে, বিনাশিতে তাঁয়,
গ্রীবা-গল-মধ্যে, যুক্ত ফলক যথায়,
আছে অস্ত্রপথ; সেই ভেদ্য স্থান দিয়া,
প্রাণঘাতী ভল্ল বীর দিল চালাইয়া;
কিন্তু এ প্রহারে গলনলী বিদ্ধ নয়,
নহে বাকশক্তি লুপ্ত আসন্ন সময়।
হইল ভূতলশায়ী প্রবীর দুর্জ্জয়;
মাতিয়া উল্লাসমদে একিলিস্ কয়;—
হত এতকালে সেই দাম্ভিক হেক্টর,
বধি' পেট্রোক্লসে যার নাহি ছিল ডর।
পূর্ব্বে শঙ্কা ছিল যুক্ত হে রাজতনয়!
অনাগত একিলিস্, একিলিস্ নয়?
তথাপি জীবন তব ক্ষণ করি' দান,
হরিলাম অবশেষে খ্যাতি সহ প্রাণ।

সুখে ঘুমাইছে সখা, সুতৃপ্ত তর্পণে,
সন্তাপিত বান্ধবের অশ্রু-বরিষণে ;
তুমি মূঢ় ! বিজাতীয় ক্রোধেতে আমার,
হইবে কুক্কুর-ভক্ষ্য, শকুনী-আহার।
মুমূর্ষু হেক্টর এবে কহিল কাতরে,
দহাই তোমার ! যাঁরা শ্বাস দান করে !
দহাই সে সুপবিত্র প্রার্থনা শকতি !
না করিও কদাচার মম কায়া প্রতি।
কর বীর ! বিধিমতে অন্ত্যেষ্টি আমার,
শমিতে সন্তাপ বৃদ্ধ জনক-মাতার।
অন্ততঃ সামান্য ভাবে হউক দাহন,
থাকে হেক্টরের ভস্ম দেশেতে আপন।
নহে, হতভাগ্য নর ! (করিল উত্তর,
রোষাবেশে রক্ত আঁখি প্রবীর-প্রবর,)
করেছেন যাঁরা মোরে শ্বাসশক্তি দান,
আর সে পূত প্রার্থনা এ কার্য্য না চান।
তব অন্তেষ্টিতে আমি পারি কি মিলিতে ?
নহে—কায়া কুক্কুরেরে অর্পিব ত্বরিতে।
যদি ট্রয়, সর্ব্বধন আনিয়া তাহার,
অর্পি' লক্ষ, লক্ষ করে প্রদান আবার ;
যদ্যপি বৃদ্ধ প্রায়াম্‌ সপত্নীক হ'য়ে,
অর্পে মোরে সর্ব্বরাজ্য অগ্নি বিনিময়ে ;
তথাপি হেক্টরে তারা না পাবে দেখিতে,
চিতানলে এক অঙ্গ নারিবে দহিতে।
কাতরে কহিল পুনঃ বীর মৃতপ্রায়,—
অশান্ত ক্রোধের বশ জানিহে তোমায়।

রোষ ও হৃদয় তব বাঁধিয়া পাষাণে,
করেছে ভূষিত তোমা ও অন্তর দানে।
তথাপি ভাবিয়া দেখ, নিকটে এবার,
সে দিন, উচিত দণ্ড যাহাতে তোমার।
দিনেশ ফিবস্ আর পারিস্ দুজনে,
বিনাশিবে তোরে দুষ্ট, স্কিয়ার তোরণে।
নীরবিল বীর। এবে মৃত্যু ভয়ঙ্কর,
হরি' শ্বাস, দৃষ্টিশক্তি রোধিল সত্বর।
আঁধার ভবনে আত্মা করিল পয়াণ,
(বীর-দেহ এবে জড়পদার্থ সমান!)
দুখ দেশে শূরপ্রেত করে বিচরণ,
উলঙ্গ, একাকী, ঘোর বিষাদ-মগন।
একিলিস্, ফিরাইয়া রক্ত আঁখি-দ্বয়,
নিহত বীরের পানে, মৃদুস্বরে কয়;—
মর অগ্রে তুমি! যবে ঈশ ইচ্ছা করে,
হ'ব অনুগামী! কহি' বর্ম্মঅস্ত্র হরে।
অতঃপর বীরবর, সবলে টানিয়া,
সে বিদ্ধ বরষা, ভূমে রাখিল ফেলিয়া।
সবিস্ময়ে নিরখিছে গ্রীক্-বৃন্দ যত,
অরির অনুপ কান্তি, দেহ সমুন্নত।
ভল্ল ল'য়ে করে কোন গ্রীক্-মূঢ়জন,
বিন্ধে মৃতদেহ, কিংবা কহে কুবচন;—
কি হ'ল হেক্টর, যোভ্সম যেই জন,
তাড়িতে পোড়ায় অরি বিস্তারি' মরণ!
বেষ্টিত প্রবীর বৃন্দে, মহা বীর্য্যবান
শব'পরে একিলিস্ করে অবস্থান;

কহে বীর উচ্চ রবে, শুনে সর্ব্বজন ;—
শুন নেতৃ-ভূপ বর্গ ! শুন মিত্রগণ !
যবে, এতকালে, তুষ্ট ঈশের ইচ্ছায়,
ঘোর হত্যাকারী অরি লুণ্ঠিত ধরায়,
নহে কি বিনষ্ট ট্রয় ? যাও যোধগণ !
দেখহ ট্রয়ের যত গুম্বজ এখন,
সেনাশূন্য কিনা, কিংবা এখনও তারা !
রাখিয়াছে বীর বীর্য্য, সে হেক্টর হারা ?
কি ক্ষতি ট্রয়ের ইথে, কি লাভ আমার ?
কেন চিন্তা করি আমি বিষয়ে অসার,
তোমা বিনা পেট্রোক্লস্ ! বিকট মরণ
গ্রাসিয়াছে তায়, নাহি অন্ত্যেষ্টি এখন !
সে মোহিনী মূর্ত্তি আমি পারি কি ভুলিতে,
—যাবৎ চালিত রক্ত হ'বে ধমনীতে ?
যদ্যপি প্রণয়-বহ্নি, কালের নগরে,
হয় সুনির্ব্বাণ ; সদা মম এ অন্তরে,
থাকিবেক চির তাহা ; না হ'বে নির্ব্বাণ,
যদিও শমন লুপ্ত করে বাহ্য জ্ঞান !
এবে, গ্রীস্-সুতগণ ! প্রফুল্ল অন্তরে,
গাইয়া জয়সঙ্গীত, আনহ হেক্টরে।
চল সবে দুর্গ পানে জয়ধ্বনি করি' ;
নিহত হেক্টর, ট্রয় কাঁপে থর থরি' !
সহসা উদিল রোষ অন্তরে তাঁহার
(অতি অসম্মান ইথে বিজিত জেতার,)
ভেদি' পদগ্রন্থি, লৌহ শলা দিয়া তায়,
অরাতিরে বীরবর বাঁধিল ত্বরায় ;

অতঃপর নিজ রথ-পশ্চাতে ঝুলায়,
ধূলাতে সুচারু শিরঃ, লুটাইয়া যায়।
সদর্পে বিজেতা রথ' পরে দাড়াইয়া,
করে হুহুঙ্কার অস্ত্র ঊর্দ্ধে উত্তোলিয়া।
হানে শূর কশা ; রথ বায়ুবেগে ধায় ;
সমুত্থিত রজোরাশি অনম্বর ছায়।
করি' পরিধান এবে মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর,
সে সুদীর্ঘ কেশরাজি, বদন সুন্দর,
রঞ্জে মার্গ, করি' চিহ্ন বালুকা উপরে ;
ধরি' কদাকার-মূর্ত্তি স্বদেশ ভিতরে,
ক্রূর অরাতির ঘোর আক্রোশের তরে,
হইছে টানিত পিতা মাতার গোচরে !

প্রথমে হেরিল মাতা এ দৃশ্য ভীষণ,
শোক-সন্তাপিতা রাণী করেন রোদন,
ছিঁড়ি' কেশ, অপসারি' মস্তকাবরণ।
হৃদিভেদী স্বরে রাজ্ঞী সন্তাপ জানায়,
স্থবির জনক অতি অধীর তাহায়।
ভূপ-নেত্রে অবিরল ঝরে অশ্রুজল ;
ডুবিল বিষাদ-নীরে যত পৌরদল ;
নহে সেই দুখ হেন, যদি শত্রুগণ,
অনলে সমগ্র দেশ করিয়া দাহন,
উন্নত গুম্বজ-শ্রেণী করি' ছারখার,
উড়াইত ইলিয়নে আকাশ মাঝার।
ক্ষিপ্তপ্রায় নরপতি ত্বরিত গমনে,
অবতরি', ছুটে বেগে ডার্ডান-তোরণে।

শোকেতে কাতর নৃপ উৰ্দ্ধশ্বাসে ধায়,
সমগ্র মানব নারে নিবারিতে তাঁয়।
ছুটে চারি দিকে রাজা ; শোক ভয়ঙ্কর,
ধরি' ভীমমূৰ্ত্তি, তাঁর বিদারে অন্তর।
অতঃপর বৃদ্ধ ভূপ ভূতলে পড়িয়া,
লাগিল কহিতে উচ্চে, গড়াগড়ি দিয়া ;—
দিও না ব্যাঘাত, শোকে দহিছে জীবন,
যেতে দাও মোরে যথা প্রাণের নন্দন,
অনুচর, বন্ধুগণ ! নাহি চাহি আর,
ধরিব চরণ একা পুত্র-নিহন্তার।
হেরি' মম শোক শূর দয়াদ্র হইবে,
বৃদ্ধ জনে অসম্মান করিতে নারিবে।
তাঁহারও জনক আছে,—আমারি সমান,
দুঃখ বার্দ্ধক্যেতে তাঁর নাহি পরিত্রাণ ;
(নাহি সেই তেজঃ আর যৌবনে যখন,
উৎপাদেন মম বংশ-বিধ্বংসী-নন্দন !)
কত পুত্র মম, আহা ! যৌবন শোভিত,
উহার করাল করে কাল-কবলিত !
হেক্টর ! তুমিও পরে ! বিহনে তোমার,
দুখদগ্ধ, যার আমি শমন আগার।
থাকিতে যদ্যপি হায় ! প্রাণের কুমার !
মৃত্যুকালে ক্রোড়' পরে তাপিত পিতার,
দুখিনী জননী তব, জনক স্থবির,
ভিজাইত অশ্রুজলে তোমার শরীর !
কথঞ্চিৎ স্থির তাহে হইত অন্তর,
না হ'ত হইতে দগ্ধ এ ক্ষোভে প্রখর !

এ রূপে কাঁদেন ভূপ পড়িয়া ভূতলে ;
সমগ্র নগরবাসী ভাসে অশ্রুজলে।
সখীবৃন্দ প্রবেষ্টিতা হেকুবা দাঁড়ায়,
(সকলেই অশ্রুপাতে ধরণী ভাসায়।) ;—
হায়রে হেক্টর! পিতা মাতার গৌরব!
কুলের উজ্জ্বল দীপ! ট্রয়ের বিভব!
এ দেশের খ্যাতিরাশি তোমারি কারণ,
মহাবীর তুমি, পূজ্য দেবতা যেমন!
একি ভাব! একদিনে সে শূর-প্রধান,
জ্ঞানশূন্য শব! মৃৎপিণ্ডের সমান!
এখনও এ বারতা মরমভেদিনী
নাহি জানে মনে এণ্ড্রোমেকি সুবদনী।
এখনও দূত কোন গিয়া সন্নিধান,
না জানায় মৃত্যু কিংবা ক্ষেত্রে অবস্থান।
নির্জ্জনে সুরম্য এক হর্ম্মের ভিতরে,
কাটিছেন সূত্র ধনী বিরস অন্তরে।
একাকিনী বসি' ধনী রচিছে বসন,
করি' তায় বহু কারুকার্য্যে সুশোভন।
সযতনে সখীগণ নীর উষ্ণ করে,
ধুয়াইতে ক্ষত অঙ্গ স্বামী এ'লে ঘরে।
বৃথা সব! পতি তাঁর না আসিবে আর!
রক্তময়, নিপাতিত অঙ্গন-মাঝার!
এবে আর্ত্তনাদ তাঁর পশিল শ্রবণে,
আকস্মিক ভয়ে অঙ্গ কাঁপিল সঘনে,
চারু কর হ'তে মাকু খসিল তখনি,
সবিস্ময়ে সখীবৃন্দে কহে সুবদনী ;—

চল, সহচরীগণ! রোদনের ধ্বনি
পশিছে শ্রবণে! ঐ কাঁদেন জননী।
না পারি দাঁড়া'তে আমি, কাঁপিছে চরণ,
হৃদয় মাঝারে করে কেনলো এমন!
অভিনব, আকস্মিক বিপদ নিশ্চয়,
(নিবার অমর!) আজি কাঁপাইল ট্রয়।
দূর হ'ক পাপ চিন্তা ত্যজিয়া অন্তর!
ভাবিতেছি, বুঝি যুঝে আজি প্রাণেশ্বর,
ভীম একিলিস্ সনে; হইয়া তাড়িত,
নগর বাহিরে একা, বুঝি বিনাশিত!
সেনামাঝে অবস্থান নহে তাঁর মন,
গিয়াছেন মৃত্যুমুখে গৌরব-কারণ।
হায়! সখি, বুঝি সেই প্রতাপ অনল,
নিভাইল চিরতরে কালের কবল!
এতেক কহিয়া ধনী আতঙ্কে কাঁপিয়া
আলু থালু বেশে, দুখে অধীরা হইয়া,
ত্যজি' গৃহ, (সখীবৃন্দ ছুটিল পশ্চাতে,)
আরোহি' প্রাকার, হেরে খর দৃষ্টিপাতে।
মুহূর্ত্তে অদূরে ধনী হেরিল নয়নে,
চলিতেছে পতিদেহ লুঠায়ে অঙ্গনে।
সহসা আঁধার তাঁর আবরে নয়ন,
পড়িল বীরবনিতা হ'য়ে বিচেতন।
কুন্তলের অলঙ্কার কুসুমের দাম,
সুশুভ্র-মুকুতা-গুচ্ছ নয়ন-আরাম,
মুকুট, অবগুণ্ঠন ব্যাপিল চৌধার,
(বিবাহ-সময়ে ভিনসের উপহার)।

ভয়ে সহচরীকুল চৌদিকে দাঁড়ায়,
দৃঢ়-শয্যা হ'তে ত্বরা তুলিবারে তাঁয়।
পাইয়া চেতন ধনী যতনে সবার,
কভু বিচেতনা, কভু করে হাহাকার ;—
হায়! হতভাগ্য পতি, অভাগী প্রিয়ার!
হইলে অল্পায়ু তুমি বিনাশে আমার।
স্নিগ্ধ-জ্যোতি একমাত্র তারকা কেবল,
করেছিল প্রায়ামের রাজ্য সমুজ্জ্বল।
ভিন্ন দেশে, ভিন্ন বংশে, বিভিন্ন পিতার
জাত মোরা, তবু ভাগ্য সম দোঁহাকার!
কেন বা জনক মহামান্য ইটিয়ন,
শৈশবে যতনে মোরে করেন পালন?
কেন বা জন্মিনু আমি? হে লুপ্তশরীর,
হতভাগ্য প্রেত! মম অভাগা স্বামীর!
দূরদেশে চিরতরে করিলে পয়ান,
অভাগিনী একাকিনী কণ্ঠাগত প্রাণ।
একমাত্র শিশু পুত্র, পূর্ব্বে হেরি' যায়,
ভুলিতাম দুখ, এবে বিষাদ তাহায়।
না পাই দেখিতে আর হেন বন্ধুজন
পালিবে তাহায়! নাহি জনক এখন!
অরির কৃপাণে যদি পায় পরিত্রাণ,
কত কষ্টে, কত দুখে হ'বে ভাসমান!
জনক-ভবন হ'তে খেদাইয়া তায়,
বিদেশী চসিবে ক্ষেত্র পৈতৃক সীমায়।
যেদিন জনক তার ত্যজিল সংসার,
সেদিন বিমুখ যত বন্ধুগণ তাঁর।

হায়! মম প্রিয় পুত্র লাঞ্ছিত হইয়া,
সদা র'বে ম্লান-মুখে, অশ্রুতে ভাসিয়া।
সুখী জনগণ পাশে, মম এ নন্দন
দাঁড়াইবে দীন-ভাবে ভিক্ষার কারণ ;
পূর্ব্বে যারা অন্নভোজী জনকের তার,
ঘৃণা করি' ভিক্ষাদান না করিবে আর !
একদিন অন্ন বটে দিবে দয়াবান,
পরদিন আর নাহি করিবে প্রদান,
প্রচুর থাকিলে দয়া, হইয়া বিমুখ
নাহি জানে যারা পিতৃ-মরণের দুখ,
ক'বে, দূর হও ! নাহি জনক তোমার ।
ফিরিবে অভাগা শিশু স্রাবি' অশ্রুধার ।
এরূপে লাঞ্ছিত হ'য়ে কাঁদি' অবিরাম,
ভ্রমিবে এষ্টিয়ানক্স্‌ আঁখি-অভিরাম !
সর্ব্বত্রেতে এইরূপে লভি' বিমাননা,
কাঁদিবে জননী-পাশে বাড়া'তে যন্ত্রণা !
আজন্ম যে জন সদা লালিত যতনে,
খায় উপাদেয়, খেলে রাজ-পুত্র-সনে,
সন্ধ্যা সমাগত হ'লে, ঘুমের সময়ে,
যেই জন সুখে সুপ্ত ধাত্রীর হৃদয়ে,
হায় ! নাহি পা'বে আর ! যা'য় পৌরগণ
কহিছে এষ্টিয়ানক্স, প্রাকার-কারণ,
না রহিল সেই নাম, অভাগা কুমার !
পিতা তব ট্রয় রক্ষা নাহি করে আর ।
কিন্তু তুমি ! প্রাণেশ্বর শায়িত কোথায়,
পিতা মাতা হ'তে দূরে, ভুলিয়া প্রিয়ায়,

সুস্নিগ্ধ প্রণয়ে মজি', যে আপন করে,
সুন্দর বিজয়-সজ্জা রচে তব তরে ?
সে সকল অনলের আহুতি হইল,
আজি হ'তে তব কোন কার্য্যে না লাগিল !
তথাপি অর্পিনু তাহা, হে রাজতনয় !
তব শৌর্য্য-মান্য তরে, মৃত্যুহেতু নয় !
এরূপে কাঁদেন সতী ; সহচরীগণ,
তুলি' দীর্ঘশ্বাস-ঝড়, বরিষে নয়ন।

দ্বাবিংশ কাণ্ড সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশ কাণ্ড।

পেট্রোক্লসের মান্যার্থে নানাবিধ ক্রীড়া-কৌতুক।

বিষয়।

একিলিস্, মার্মিডন-সেনাসহ, নিহত পেট্রোক্লসের সন্মান করেন। অন্ত্যেষ্টির আহারের পর, তিনি সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া নিদ্রিত হন; এবং এই সময়ে তাঁহার বন্ধুর প্রেতমূর্ত্তি আসিয়া দেহোদ্ধার প্রার্থনা করে। পরদিন সৈন্যগণ, অশ্বতর শকটাদি লইয়া চিতা নির্ম্মাণার্থে কাষ্ঠ ছেদনের নিমিত্ত গমন করে। অন্ত্যেষ্টির সমারোহ এবং মৃতব্যক্তিকে সকলের কেশোপহার। একিলিস্, চিতার নিকট বহু পশু ও দ্বাদশ ট্রোজান বন্দিকে হত্যা করিয়া, অগ্নি প্রদান করেন। তিনি বায়ুগণকে তর্পণে তৃপ্ত করেন; এবং তাঁহারা (আইরিসের বাক্যে) বহমান হইয়া চিতা প্রজ্জ্বলিত করেন। সমস্ত রাত্রি চিতাদগ্ধ হইলে, শবদাহিগণ অস্থি সংগ্রহ করিয়া স্বর্ণপাত্রে স্থাপন করেন এবং তাহার উপর মন্দির নির্ম্মাণ করেন। একিলিস্ অন্ত্যেষ্টির উচিত ক্রীড়া-কৌতুকে বীরগণকে আহ্বান করেন; রথচালন, মুষ্টিযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ, ধাবন, দ্বন্দ্বযুদ্ধ, চক্রঘূর্ণন, শরক্ষেপণ, বর্ষাচালন; এই সকল বিষয় এই কাণ্ডে উত্তম-রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

এই কাণ্ডে ত্রিংশ দিবসের শেষ হয়। পররাত্রে প্রেতমূর্ত্তি একিলিসের নিকট উপস্থিত হয়; একত্রিংশ দিবস কাষ্ঠ ছেদনে অতিবাহিত হয়; দ্বাত্রিংশ দিবসে দাহ হয়; এবং ত্রয়স্ত্রিংশ দিবস ক্রীড়া-কৌতুকে অতিবাহিত হয়। দৃশ্য—সমুদ্রতীর।

এরূপে কাতর-ভাবে যত পৌরগণ,
বীরের নিধনে করে অশ্রু বরিষণ।
ধূলায় ধূসর শব, রুধির-দূষিত,
হেলেস্পণ্ট-উপকূলে হইল স্থাপিত।

জয়-হৃষ্ট গ্রীক্‌গণ চলিল শিবিরে ;
ভীম মার্মিডীয় সেনা রহে মাত্র তীরে।
একিলিস্, সমবেত করি' তা' সবায়,
উচ্চরবে আপনার অন্তর জানায় ;—
এখনও, ওহে মম সহকারিগণ!
রথ হ'তে নাহি কর তুরঙ্গ মোচন ;
প্রতি যোধ রথ' পরে হ'য়ে অধিষ্ঠান,
নিহত পেট্রোক্লসের করহ সম্মান।
না করি' বিশ্রাম লাভ, না করি' আহার,
আছে কার্য্য, ক্ষোভ নিবারিতে মোসবার।
মানি' বাক্য, তিনবার রথে সর্ব্বজন,
(একিলিস্ আগে) শব করিল বেষ্টন ;
কাতরে রোদন পুনঃ করে তিনবার ;
ভিজায়ে বরম, ভূমে পড়ে অশ্রুধার।
থিটিস্ অমরী, হেন হত-বীর তরে,
দিল শোক তা সবার কঠিন অন্তরে ;
অতি ক্ষুব্ধ পেলিডিস্ ; উচ্ছ্বাস কেবল
বহে মুহুর্মুহুঃ, ঝরে অশ্রু অবিরল।
ভীম হত্যাকারী হস্ত রুধির-রঞ্জিত,
কহে বীর, শব-বক্ষে করিয়া স্থাপিত ;—
কুশল হে পেট্রোক্লস্! প্রেতাত্মা তোমার,
করুক আনন্দ এবে প্লুটোর আগার।
হের, মম সে প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণ এক্ষণে,
স্থাপিত হেক্টর রথী তোমার চরণে ;
হের মাংসভোজিকুলে অর্পিনু শরীর ;
দ্বাদশ অল্পায়ু ট্রয়কুল-জাত বীর

হইয়া ক্রোধের বলি এখনি মরিবে;
তব চিতানল-পাশে জীবন ত্যজিবে।
এতেক কহিয়া বীর, মহাক্রোধ ভরে,
দেখিতে ভীষণ, বেগে টানিয়া হেক্টরে,
ফেলিল খট্টিকা-পাশে। মার্মিডন্‌গণ
পরিহরি' সজ্জা, অশ্ব করিল মোচন।
চলিল সকলে করিবারে শ্রান্তি দূর,
নিজ নিজ পোত'পরে, আহারে প্রচুর।
সবল শূকর এক, অনল ভিতরে,
হইল নিক্ষিপ্ত, ধূম উঠিল অম্বরে।
নাদিয়া পড়িল বৃষ; সুদুর্ব্বল রবে
মরে ছাগ; শান্ত মেষ নিহত নীরবে।
শায়িত বীরের এবে চৌদিক বেড়িয়া,
মহাবেগে রক্তনদী যায় গড়াইয়া।
আর্গিভ্-ভূপতিবৃন্দ, সম্ভ্রমে আসিয়া,
চলে নরবর-পাশে, বিজেতারে নিয়া।
নিহত সখায় ত্যজি', অনিচ্ছায় বীর
চলে ধীরে ধীরে মহীপতির শিবির
প্রথা-অনুসারে এবে পূত দূতগণ
করিলেন জলপাত্র অনলে বেষ্টন,
প্রক্ষালিতে অরিরক্তে বিদূষিত কর;
পরে অনুরোধে; বীর করিল উত্তর;—
না ছুঁইব একবিন্দু, শপথিনু আমি
সে ঈশ্বর-নামে, যিনি দেবতার স্বামী!
যাবৎ সখার নহে চিতাতে শয়ন;
না করি মৃত্তিকা-স্তূপ, মস্তক মুণ্ডন।

হেন কার্য্যে কথঞ্চিৎ হইব সুস্থির,
হ'ব শান্ত, যতক্ষণ র'বে এ শরীর।
যদি অনিচ্ছুক আমি, তথাপি এক্ষণে
করহ উৎসব, র'ব তোমাদের সনে;
কিন্তু যবে অবসান হ'বে এ নিশার,
(ওহে নরবর!) ইহা কর্ত্তব্য তোমার,
রণহত মম প্রিয় বীরের কারণ,
রচিবে উন্নত চিতা যত গ্রীক্‌গণ,
ছেদি' কাননের কাষ্ঠ (মৃত-বীর-তরে,
সর্ব্বদেশে, সর্ব্ব লোকে হেন কার্য্য করে)।
জ্বলন্ত চিতায় স্থাপি' সখার শরীর,
ফিরিবে আপন স্থানে যত গ্রীক্‌বীর।
এতেক কহিল শূর; গ্রীক্ বীরদল
মানি' বাক্য, উপশম করি' ক্ষুধানল,
নিজ নিজ শিবিরেতে শায়িত শয্যায়,
দিবসের পরিশ্রম নিবারে নিদ্রায়;
কিন্তু পেলিডিস্ বীর তীরোভূমি' পরে,
তরঙ্গ গর্জ্জিছে যথা প্রস্তর উপরে,
শয়ান বিষাদভরে; মার্মিডন্‌গণ,
দুই পাশে, শ্রেণীবদ্ধ করেছে শয়ন।
তৃণগুচ্ছ পরে তাঁর স্থাপিত শরীর,
অতি ক্লান্ত বেড়ি' দীর্ঘ ট্রয়ের প্রাচীর।
শুনি' মৃদু বীচিরবে তরঙ্গ খেলায়,
নিদ্রিত হইল বীর কোমল নিদ্রায়;
হত পেট্রোক্লস্-আত্মা এ হেন সময়,
সহসা সম্মুখে তাঁর আবির্ভূত হয়।

জীবিতের সমবেশ এবে পরিধান,
সম মূর্ত্তি, সম স্বর, সমান বয়ান।
বিষাদিত নিদ্রাগ্রস্ত বীরের শিয়রে,
পরিচিত সে মূরতি অবস্থান করে।
ঘুমাইছ সখে! (প্রেত কহিল বচন,)
ঘুমাইছ, পেট্রোক্লসে হ'য়ে বিস্মরণ?
জীবন সময়ে পাল যতনে যাহায়,
এবে পরিত্যক্ত সেই, বাতাসে বেড়ায়।
ত্বরা সখে! প্রেতকৃত্য সম্পাদি আমার,
কর মুক্ত, প্রেতপুরে প্রবেশের দ্বার।
না হ'লে অন্ত্যেষ্টি, আত্মা আশ্রয় না পায়,
কায়াহীন প্রেতগণ সতত খেদায়,
অধোলোকে গমনেচ্ছু মৃত পান্থজনে;
নাহি অধিকার প্রেতনদী উত্তরণে।
দাও সখে! হস্ত তব; তথা একবার
যাই যদি মোরা, আত্মা নাহি ফিরে আর।
একবার চিতা-ধূম উঠিলে গগনে,
আর নাহি হবে দেখা সখে! তব সনে;
প্রিয়জনে মনোভাব না পাব কহিতে;
স্নেহ মায়া চিরতরে হইবে ত্যজিতে!
নর হ'তে ভিন্ন মোরে করিল মরণ,
যেই সদা অনুগামী, জন্মেছি যখন।
তুমিত মরণবশ; এ দেশ মাঝারে,
যদি দেবসম, নার এড়াইতে তারে।
যবে ভালবাসা মৃত্যু তুল্য দুজনার,
থাকে যেন মম অস্থি সহিত তোমার।

একত্র জন্ম দোঁহার, একত্র পালন,
থাকি এক গৃহে, এক পাত্রেতে ভোজন।
থিটিস্ যে হেম পাত্র দিয়াছে তোমায়,
দুজনার ভস্ম যেন থাকয়ে তাহায়।

তুমি ? সখে ! (কহে বীর) নয়নে আমার
উদিত পুনশ্চ, ত্যজি' আঁধার আগার ?
সোদরপ্রতিম ! তব তুষ্টির কারণ,
সমগ্র ঔর্দ্ধদেহিক হ'বে সম্পাদন ;
কিন্তু এবে করি' গ্রাহ্য, হে বন্ধু-প্রবর !
মম আলিঙ্গন, সুস্থ কর এ অন্তর।

এতেক করিয়া বীর শশব্যস্ত হ'য়ে,
বিস্তারিল ভুজ তাঁয় ধরিতে হৃদয়ে।
কাঁদি' মৃদুস্বরে প্রেত ত্যজিয়া তাঁহায়,
ত্বরিত ধূমের সম বাতাসে মিলায়।
জাগিল তখনি শূর ; নিদ্রার বন্ধন
ছিঁড়িল বিস্ময়ে ; বীর উঠি' সেইক্ষণ,
ত্যজি' ভূমি, চিন্তে বাহু করি' উত্তোলন ;—

সত্য, সুনিশ্চয় ইহা,—মৃত হ'লে নর,
নাহি ত্যজে সর্ব্ব ; থাকে অমর অন্তর।
রহে অবয়ব, বিনা অনিত্য শরীর,
যেমতি বিরল ধূম অথবা সমীর !
এখনি সে সখা মম, নিহত সমরে,
আবির্ভূত মম পাশে প্রেতমূর্ত্তি ধ'রে !
এখনো জীবিত সম আকৃতি তাঁহার ;
কিন্তু কত ভিন্ন, কত সদৃশ আবার !

কহিতে কহিতে শূর ভাসে অশ্রুজলে;
সুন্দর প্রভাত এবে আসি' ধরাতলে,
দেখায় অশ্রুর ধারা নয়নে সবার ;
নিহত বীরের মুখ উজলে আবার।
এগামেম্নন্ ভূপ প্রথা-অনুসারে,
প্রেরিলেন যোধে, অশ্বতর সহকারে,
ছেদি' কাষ্ঠ, ত্বরা চিতা করিতে রচন ;
লইল কর্ত্তৃত্বভার বীর মেরিয়ন।
আবশ্যক দ্রব্য ল'য়ে চলিল সত্বরে,
কাটিতে কুঠার, রজ্জু বন্ধনের তরে।
প্রথমে চলিল দ্রুত বহু অশ্বতর,
উপত্যকা, সমতল, ভূধর উপর।
ক্ষেত্রস্থিত দৃঢ় গুল্মচয়েতে লাগিয়া,
নড়িছে শকট, উঠে কুঠার বাজিয়া।
যবে উত্তরিল সবে ইডার কাননে,
(অনুপ উর্ব্বর ইডা নির্ঝর-পতনে,)
উঠিল চৌদিকে ঘোর কুঠারের ধ্বনি।
মহা মহা দেবদারু পড়িল তখনি,
অধোশিরে। মহাবেগে কাঁপিয়া কানন,
মড়মড়ি', তুলে ভীম অশনি-নিস্বন।
ত্বরা গ্রীক্গণ কাষ্ঠ ফেলিল চিরিয়া ;
চলে অশ্বতরকুল ধীরে ভার নিয়া।
সুবলিষ্ঠ কাঠুরিয়া শ্রেণীবদ্ধ হ'য়ে,
চলে বারিধির-তীরে সম ভার ল'য়ে।
যথা একিলিস্ স্থান দিল নির্দ্দেশিয়া,
স্কন্ধ হ'তে ভার তারা রাখিল ফেলিয়া,

বেড়িয়া সে স্থল, যথা র'বে বর্ত্তমান,
ভবিষ্যতে দুজনার মন্দির মহান।
আদেশিল শূর এবে সমরিনিকরে,
আসিতে আরোহি' রথে রণসজ্জা ক'রে।
ত্বরিত যতেক রথী, সারথিনিকর,
বাহিরিল দীপ্ত বর্ম্মে ঢাকি' কলেবর।
প্রথমে চলিল উচ্চ রথ অগণন,
পশ্চাতে আঁধারি' ক্ষেত্র পদাতিকগণ।
অতঃপর সবিষাদে বহু যোধ যায়,
ল'য়ে হত পেট্রোক্লসে রম্য খট্টিকায়।
লুঠাইছে কেশ সবে শবের শরীরে।
সন্তাপিত একিলিস্ ভাসি' অশ্রুনীরে,
নিজ ভুজ' প'রে সখা-মস্তক রাখিয়া,
মহা ক্ষোভে শব-অঙ্গে পড়িল হেলিয়া।
রাখি' পেট্রোক্লসে এবে নিরূপিত স্থানে,
ব্যস্ত হ'ল গ্রীক্দল চিতার নির্ম্মাণে।
বীর একিলিস্, কিন্তু, দূরে দাঁড়াইয়া,
আপনার কেশগুচ্ছ ফেলেন কাটিয়া;
রাখিল এ কেশ বীর বাল্যকাল হ'তে,
পবিত্র স্পেরিকিয়স্ নদীর মানতে।
অতঃপর ক্ষোভে ঘন ঘন উচ্ছ্বাসিয়া,
কহে বীর পূত নীর পানেতে চাহিয়া;—
হে স্পেরিকিয়স্! দীর্ঘ তরঙ্গ যাঁহার,
বহে মন্দভাবে মম স্বদেশ মাঝার;
বদ্ধ অঙ্গীকারে মোরা, স্বদেশে ফিরিয়া,
পূজিব তোমায় এই কেশ মুড়াইয়া;

পঞ্চাশৎ মেষবলি করিব অর্পণ,
যথায় নির্ঝর তব শোভে অগণন ;
যথা সুপবিত্র রম্য নিকুঞ্জের মাঝ,
শোভে তব বেদী-শ্রেণী পরি' ফুলসাজ ;
এইরূপে পিতা বৃথা করে অঙ্গীকার !
জন্মভূমি একিলিস্ না হেরিবে আর ।
ও তুচ্ছ আশায় কেশ না বহি এক্ষণে,
যা'ক পেট্রোক্লস্ সনে কালের ভবনে ।
এইরূপে কহি' বীর আক্ষেপ-বচন,
মৃত সখা-করে কেশ করিল অর্পণ ।
চারি দিকে শোক-সিন্ধু উথলে আবার ;
ডুবিল তপন, হেরি' দুঃখ তা সবার ;
এবে নরপতি প্রতি কহিল প্রবীর,—
যথেষ্ট, আট্রাইডিস্ ! কর সবে স্থির ।
কহ সেনাগণে এবে করিতে প্রস্থান,
থাকুন ভূপালবৃন্দ হেথা বর্ত্তমান ।
কর্ত্তব্য এ শবদাহ মোদের এখন ।
থামে বীর ; নিজস্থানে চলে যোধগণ ।
হ'য়ে সমবেত যত শবদাহী বীর,
আরম্ভিল রচিবারে কাষ্ঠের মন্দির ;
ষষ্ঠষষ্টি হস্ত উচ্চ সে চিতা শোভন,
ষষ্ঠষষ্টি হস্ত তার পরিধি-বেষ্টন ।
স্থাপি' সবে শবে সর্ব্ব উচ্চ স্থান' পরে,
মেষ ও অসিত বৃষ বলি দান করে ।
একিলিস্ শব-অঙ্গে বসা মাখাইয়া,
চিতা' পরে হত পশু রাখিল বেড়িয়া ;

অতঃপর সযতনে সে উচ্চ চিতায়,
মধুকুম্ভ, তৈলকুম্ভ চৌদিকে ঝুলায়।
বিনাশিয়া চতুষ্টয় তুরঙ্গমবরে,
লইয়া যকৃৎ, নিক্ষেপিল চিতাপরে।
নয়টী কুক্কুর ছিল, পালিত যতনে,
দুইটী হইল নষ্ট, যে'তে প্রভু সনে।
পরে, সর্ব্বশেষে, কহিবারে কাঁদে প্রাণ,
দুখ হত্যা! বিনাশিত দ্বাদশ ট্রোজান।
ধরিয়া প্রচণ্ডমূর্ত্তি বহ্নি ভয়ঙ্কর,
পড়িল প্রচণ্ড বেগে তা'সবার' পর।
রক্তাক্ত প্রবীর, চিতা পাশে দাঁড়াইয়া,
কহে সম্বোধিয়া প্রেতে ভীম চীৎকারিয়া ;—
কুশল, হে পেট্রোক্লস্! প্রেতাত্মা তোমার,
করুন আনন্দ এবে প্লুটোর আগার।
হের, সে প্রতিজ্ঞা মম হইল পূরণ,
দ্বাদশ ট্রোজান-বলি করিনু অর্পণ ;
হেক্টরের পরিণাম অতি ভয়ঙ্কর,
তেঁই রক্ষি, ছিঁড়িবেক মাংসাসি-নিকর!
এরূপে আক্রোশে বলী ; কিন্তু দেবগণ
করেন সতর্কে ট্রয়-বীরের রক্ষণ।
থাকিয়া সমীপে সদা ভিনস্ অমরী,
স্বর্গীয় সুগন্ধি বর্ষে শব-দেহোপরি।
দিবস যামিনী দেবী অতি সযতনে,
খেদান সে শব হ'তে মাংসভোজিগণে।
অমর ফিবস্, যত্নে পরাঙ্মুখ নন,
সমীরণ-জালে কায়া করেন বেষ্টন,

পাছে তীব্র তপনের উত্তাপ লাগিয়া,
মাংস রক্ত শিরাচয় যায় শুকাইয়া।
এখনও চিতা, শব শায়িত যথায়,
না ধূমায়, কিংবা অগ্নি নাহি জ্বলে তায়।
চিতা-পাশে একিলিস্ ব্যথিত-হৃদয়,
দাঁড়াইয়া বায়ুদেবে করে অনুনয় ;
করে বলি অঙ্গীকার ; অর্পিছে আহুতি,
মৃদু জেফায়ার, দর্পী বরিয়স্ প্রতি।
বায়ুগণ কাছে বীর করেন বিনয়,
জ্বালিতে সে চিতা তথা হইয়া উদয়।
শুনিয়া আইরিস্ দেবী প্রার্থনা-বচন,
চলিলেন দ্রুতবেগে বায়ুর ভবন ;
যথায় জেফায়ারের সুউচ্চ অঙ্গনে,
উপবিষ্ট ভ্রাতাগণ আছে এক সনে,
ইন্দ্রধনু' পরে দেবী প্রকাশে তথায় ;
প্রস্তরের আস্তরণ জ্বলিল প্রভায়।
উঠিয়া তখনি সবে ত্যজিয়া আসন,
যতনে উৎসবে তাঁয় করে আমন্ত্রণ।
নহে হেন, (কন দেবী,) যাইব সত্বর,
সুখে অবস্থিত যথা স্থবির সাগর ;
দেবতার হোম-ধূম উঠিছে গভীর,
উৎসবিছে সুরকুল প্রান্তে পৃথিবীর,
ইথিওপিয়ের সনে, (ক্রিয়াবান নর,)
সুবিস্তৃত জলধির সীমান্ত উপর।
প্রার্থনা করিছে কিন্তু পিলুস-তনয়,
উত্তর পশ্চিম বায়ু হইতে উদয়।

পেট্রোক্লস্-চিতা'পরে হ'য়ে বহমান,
অনলে অম্বর-তল কর দীপ্তিমান।
এতেক কহিয়া দেবী অদৃশ্যা হইল;
গরজি' সমীরকুল তখনি ধাবিল।
চলে তাঁরা মহাবেগে প্রভঞ্জন ল'য়ে,
তাড়াইয়া রাশীকৃত জীমূত নিচয়ে।
নামিল ভীষণ ঝড় বারিধি উপর;
উঠিল পর্ব্বতসম তরঙ্গ-নিকর।
ট্রয়ের প্রাকার দৃঢ় কাঁপিল তাহায়;
অতঃপর প্রভঞ্জন উতরে চিতায়।
পাইয়া বায়ুর বল পাবক তখনি
জ্বলিয়া, উজলে দিক সমগ্র রজনী।
সর্ব্ব রাত্রি একিলিস্ করি' জাগরণ,
স্বর্ণ পাত্রে করে পেট্রোক্লসের তর্পণ।
যথা, হতভাগ্য পিতা উন্মত্ত হইয়া,
একমাত্র অন্নদাতা পুত্রে হারাইয়া,
করেন অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া যতনে তাহার,
নিভান সে চিতানল ঢালি' অশ্রুধার;
সেইরূপ একিলিস্ শোকে ক্ষিপ্তপ্রায়,
অবিরল অশ্রু-জলে অঙ্গন ভাসায়।
যবে প্রভাতের তারা উজলি' আকাশ,
বিকাসিল জানাইতে প্রভাত-প্রকাশ;
সুহাসিনী উষা ধীরে আসি' তারপর,
বিস্তারিল নিজকান্তি জলধি উপর;
সেই কালে চিতানল হইল নির্ব্বাণ।
হৃষ্ট মনে বায়ুগণ চলে নিজ স্থান।

থ্রেসীয় সমুদ্র' পরে বেগে তাঁরা ধায় ;
সলিল কুলায়ে অঙ্গ ঘন গরজায়।
ফিরিয়া বীরেশ এবে সংবরে ক্রন্দনে,
হইল নিরস্ত, চারু নিদ্রা-আলিঙ্গনে,
শোক-ভারাক্রান্ত ; এবে গ্রীক্‌বীরগণ,
দাঁড়াইল একিলিসে করিয়া বেষ্টন।
জাগে কোলাহলে বীর ; নয়ন মুছিয়া,
কহে ভূপগণে এবে আঁখি উন্মিলিয়া ;—
একীয় ভূপালগণ ! রাজপুত্র-দল !
প্রথমে নির্ব্বাণ এস করি চিতানল,
ঢালিয়া সুগন্ধি মধু ; প্রথাক্রমে পরে,
সংগ্রহ বীরের অস্থি কর যত্ন ক'রে ;
(চিতার মধ্যেতে সব আছয়ে পড়িয়া,
অনায়াসে বন্ধুগণ ! লইবে চিনিয়া।
বিনাশিত শত্রু-অস্থি, তুরঙ্গের আর,
রহিয়াছে ভিন্ন, বেড়ি' চিতার চৌধার।)
সংগ্রহি' এ সব, সিক্ত করিয়া বসায়,
স্বর্ণ পাত্রে সযতনে স্থাপহ ত্বরায়।
সেই স্থানে এই সব থাকুক এখন,
যাবৎ না যাই আমি শমন-ভবন।
ইতিমধ্যে সমবেত হ'য়ে যত বীর,
করহ নির্ম্মাণ এক সমাধি-মন্দির।
ভবিষ্যতে পারে গ্রীক্ করিতে নির্ম্মাণ
রম্য হর্ম্ম্য, র'বে চির প্রশংসার গান।
মানিল আদেশ গ্রীক্ ; জ্বলন্ত চিতায়
সুপ্রচুর মধুবৃষ্টি করিয়া ত্বরায়,
রাশীকৃত সে অনল যতনে নিভায়।

অতঃপর অস্থিচয় সংগ্রহ করিয়া,
রাখে হেমপাত্রে সবে নীরবে কাঁদিয়া।
শিবিরে সে পূত দ্রব্য রাখিল সকলে,
স্বর্ণপাত্র-মুখ আবরিয়া মখমলে।
সাধি' হেন কার্য্য যত গ্রীকের সন্তান,
চিতার চৌদিকে ভিত্তি আরম্ভে নির্ম্মাণ।
মধ্যভাগে, মৃত- নাম-স্মরণ-কারণ,
উন্নত মৃত্তিকা স্তূপ করিল স্থাপন।
এবে যত জনগণে ল'য়ে বীরবর
চলিলেন সুবিস্তৃত প্রান্তর উপর;
স্থাপে বৃত্তাকারে তথা। শিবির হইতে,
বৃষ, অশ্বতর, অশ্ব লাগিল আসিতে,
পুষ্পপাত্র, ত্রিপদাদি (ক্রীড়ার কারণ,)
উজ্জ্বল পিত্তলভার, রমণী-রতন।
অগ্রে পুরস্কার-দ্রব্য হইল স্থাপিত;
অন্যে দ্রুততায় যারা করে পরাজিত,—
পাইবে প্রথম ব্যক্তি রূপসী ললনা,
প্রথম-যৌবনী, নানা শিল্পে সুনিপুণা;
রম্য পুষ্পপাত্র আর, অতি চমৎকার,
শিল্পিবর-বিরচিত বৃহৎ আকার।
পাইবে দ্বিতীয় ব্যক্তি অশ্বী তেজস্বিনী,
উদরেতে অশ্বতর, প্রথম-গর্ভিনী।
নূতন ভোজন পাত্র তৃতীয়ের তরে,
স্থাপিত সুন্দর চারি পায়ার উপরে।
দুইটী সুবর্ণ তোড়া চতুর্থ-কারণ;
শেষ ব্যক্তি তরে পানপাত্র সুশোভন।

রাখি' সারি সারি ভূমে হেন দ্রব্যচয়,
উঠি' বীরবর সবে সম্বোধিয়া কয় ;—
হের, বীর গ্রীকগণ! হেথা পুরস্কার,
তেজস্বী অশ্বদমনে নিপুণতা যাঁর ;
আমি ভিন্ন যাহা অন্যে নারে লভিবারে,
বাহিরাই যদি স্বর্গ-অশ্ব সহকারে,
(অনুপম জাতি, দেব সিন্ধুপতি যায়,
অর্পিল পিতা পিলুসে, পিলুস্ আমায় ;)
কিন্তু এবে নহে বীর্য্য-প্রকাশ-সময়,
দুখের এ ক্রীড়া মম উপযুক্ত নয়।
নাহি পেট্রোক্লস আর! যতনে যে জন,
সাজা'ত কেশর, গ্রীবা করিত মার্জ্জন।
শোকে তারা অধোমুখে দাঁড়াইয়া হায়!
চিকণ কেশররাজি ধূলাতে লুঠায়।
তবে অন্য জন এবে সাজুন ত্বরায়,
নিপুণতা যাঁর, রথ-অশ্ব-চালনায়।
হেন বাক্যে রথিকুল উঠিয়া দাঁড়ায় ;
মত্ত উমিলস্ শ্রেষ্ঠ লাভের আশায়,
জন্ম পিয়েরিয়া মাঝে, খ্যাত অশ্ব তরে,
তেজস্বী অশ্বদমনে নিপুণতা ধরে।
উঠি' টিডাইডিস্ বীর সমুৎসুক-মন,
রথেতে ট্রসের অশ্ব করিল যোজন,
(পূর্ব্বে যাহা ছিল বশ ডার্ডান্-নেতার,
হরিবারে সাধ্য নাহি ছিল দেবতার।)
মেনিলস্, পোডার্গসে আনিল এবার,
সম্রাটের অনুপমা তুরঙ্গমা আর,

যাহা নরবরে পূর্ব্বে করেছে অর্পণ.
ধনেশ ইকিপোলস্ এড়াইতে রণ,
(হগী নাম তার,) গৃহে যাপিতে সময় :
তুচ্ছ ধন প্রিয় তাঁর, খ্যাতি প্রিয় নয়।
যুবক এণ্টিলোকস্ অধীর অন্তরে,
পিলীয় তুরঙ্গ রথে যোজিল সত্বরে।
স্থবির নেষ্টর্ রশ্মি করিয়া অর্পণ
করে তাঁর, চঞ্চলতা করে নিবারণ ;
পুত্রে উপদেশ পিতা না দেন বৃথায়,
ক্ষণ অনাবিষ্ট নহে তনয় তাহায় ;—
হে পুত্র ! যুবক তুমি উদ্ধত হৃদয়.
তোমা প্রতি অনুকূল দেব দয়াময়।
সদয় লেপ্‌চ্যুন যোভ্, দিয়াছে দুজনে
অনুপ দক্ষতা দ্রুত বরূথি-চালনে।
নাহি আবশ্যক তোমা উপদেশ দান ;
কিন্তু বৃদ্ধ অশ্ব মম, নাহি বলবান।
না করিও ডর বলা প্রতিদ্বন্দ্বিগণে ;
আপন সামর্থ্য এবে ভাব মনে মনে।
বলে নয়, কৌশলেতে লভ্য পুরস্কার,
মহাবল সেই জন, প্রাজ্ঞতা যাঁহার।
বুদ্ধিবলে কাঠুরিয়া, নহে বাহুবলে,
মহামহা দেবদারু পাড়ে ধরাতলে।
সুবিজ্ঞ পোতচালক কৌশলে চালায়,
উত্তাল সমুদ্রে পোত ভীম ঝটিকায়।
প্রজ্ঞাবলে পুরস্কার লভে প্রজ্ঞাবান,
নহে লঘুরথ যার, অশ্ব বলবান।

অদক্ষ সারথিগণ প্রয়াসে বৃথায়,
যাইতে সবার আগে নির্দ্দিষ্ট সীমায় ;
দক্ষজন অনায়াসে হীন অশ্ব ল'য়ে,
করে নিজ ইষ্টলাভ প্রফুল্ল হৃদয়ে।
জয়-চিহ্ন পানে তাঁর স্থাপিত নয়ন ;
করে দৃঢ় হস্তে সদা তুরঙ্গ চালন,
কভু কুঞ্চে রশ্মি, কভু করে প্রলম্বিত,
হেরে সেইকালে অগ্রগামী জনে যত।
দেখ চিহ্ন পানে তবে, সুস্থির হইয়া,
এক হস্ত কাষ্ঠ খণ্ড আছে বাহিরিয়া,
অনুমান, শালতরু আছিল হোথায়,
কিংবা দৃঢ় দেবদারু নষ্ট বরিষায়,
প্রস্তর-বেষ্টিত স্পষ্ট পাই দেখিবারে,
রথের গমনযোগ্য আছে গোলাকারে.
(সমাধিমন্দির উহা, হেন হয় জ্ঞান,
কিংবা ছিল পুরাকালে ক্রীড়ার নিশান।)
নিকটে রাখিয়া উহা, যাও চালাইয়া,
বাম তুরঙ্গম পানে ঈষৎ হেলিয়া ;
দক্ষিণ তুরঙ্গে দ্রুত করহ চালন,
বাম অশ্ব মুখরশ্মি করি' আকর্ষণ,
দমহ তাহায় ; নাহি চক্রনাভিচয়,
যাবৎ প্রস্তরে আঘাতিছে বোধ হয়।
তবু (পাছে ভাঙ্গে রথ, ক্লান্ত হয় হয়)
অতি সন্নিকটে যাওয়া কভু যুক্ত নয় ;
হ'লে সতর্কতা বিনা পরাস্ত তোমার,
অন্যের আনন্দ ইথে, দুর্নাম আমার।

এরূপে নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইবে নিশ্চয়,
দ্রুতগামী অশ্বগণে করি' পরাজয়,
প্রতিদ্বন্দ্বী, শ্রেষ্ঠ অশ্ব যদিও চালায়,
দিবজাত পোডার্গস্ উৎপাদিল যায় ;
কিংবা সে অনুপ অশ্ব খ্যাত চরাচরে,
লেওমিডনের রথ টানে বায়ু ভরে।
হেন উপদেশ বৃদ্ধ কহি' ক্ষীণ স্বরে,
হন ক্লান্ত ; বয়োভারে বসিলেন পরে ;
নির্ভীক মেরিয়নিস্ উঠে অতঃপর,
সর্ব্বশেষ, লাভ-আশে অধীর-অন্তর।
আরোহিল রথে সবে ; নিরূপিল স্থান
ভাগ্য পরীক্ষায়, একিলিস্ বলবান।
প্রথম নেষ্টর-সুত, পরে উমিলস্ ;
তৃতীয় নরেশ-ভ্রাতা ভূপ মেনিলস্ ;
হইল চতুর্থ মেরিয়ন্ বলবান ;
পাইলেন ডায়োমেড্ সর্ব্বশেষ স্থান।
শ্রেণীবদ্ধ হ'য়ে সবে সোৎসুকে দাঁড়ায়।
দাঁড়ালেন পেলিডিস্ গমন-সীমায় ;
ফিনিক্সে সে স্থলে আগে করেন প্রেরণ,
করিতে বিচার, শ্রেষ্ঠ হয় কোন্ জন।
এককালে অশ্বগণ করে উলম্ফন ;
এককালে বাজে কশা বধিরি' শ্রবণ।
ধায় প্রতিদ্বন্দ্বিদল করিয়া হুঙ্কার,
কাঁপে ভূমি, বজ্রনাদ উঠে অনিবার।
উড়িছে বালুকা-রাশি আঁধারি অম্বরে,
তেজিয়ান্ অশ্বগণ উড়ে বায়ুভরে।

লম্বিত কেশররাজি স্বস্থান ত্যজিয়া,
গমনের বেগে চলে সমীরে উড়িয়া ।
মাঝে মাঝে রথ-শ্রেণী করি' উলম্ফন,
কভু যেন স্পর্শে ভূমি, কভু বা গগন ;
প্রতিদ্বন্দ্বী রথিগণ বরূথী উপর,
হইবারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উৎসুক-অন্তর,
কভু আকর্ষিছে রশ্মি, কভু বা বিস্তারে,
কভু হেলে, কভু দুলে, কভু বা হুঙ্কারে ।
জয়চিহ্ন পাশে সবে উত্তরে এবার ;
সকলেই করে আশা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ।
প্রতি রথী, শ্রেষ্ঠ আশা করি' মনে মনে
কাঁপা'য়ে বারিধি-তীর, ধায় প্রাণপণে ।
সর্ব্ব অগ্রে উমিলস্ ধায় বায়ুভরে ;
লইয়া ট্রসের অশ্ব ডায়োমেড পরে ।
উমিলস্-পৃষ্ঠে তাঁর তুরঙ্গ নিকর
ত্যজয়ে নিশ্বাস, যেন পড়ে রথ'পর ।
অনুভবে রথী অশ্ব-নিশ্বাস এবার,
নিরখে উপরে তাঁর ছায়া দোঁহাকার ;
হইতে হইত তাঁর পরাস্ত ত্বরায় ;
ডায়োমেড্-পাশে কিন্তু ফিবস্ দাঁড়ায় ;
কাড়িয়া লইল কশা ; দর্পী অশ্বগণ,
সমীর গমনে হ'ল বিরত এখন ।
ক্রোধে রথিবর এবে হ'য় কম্পমান,
নিরখিয়া হৃত তাঁর গৌরব মহান ।
নেহারি' হেন চাতুরী, প্যালাস্ অমরা,
প্রিয় বীর-করে কশা অর্পি'

অশ্বে দিল নব তেজঃ ; সঞ্চালিয়া কর,
অগ্রগামি-রথযুগ ভাঙ্গিল সত্বর।
চকিত তুরঙ্গগণ নাহি চলে আর ;
দৃঢ় রথ বিপর্য্যস্ত হইল এবার।
হ'য়ে স্থানভ্রষ্ট হতভাগ্য রথিবর ;
পড়িলেন অধোমুখে ধরণী উপর।
মুখ, বাহুগ্রন্থি তাঁর ভূমিতে বাজিল,
নাসিকা বদন ক্ষত বিক্ষত হইল।
বিষাদে নীরব বীর ; ঝরে দুনয়ন।
টিডাইডিস্ মহোল্লাসে করেন গমন।
মিনার্ভা-কৃপায় বীর বায়ুবেগে ধায়,
মহা মহা রথিগণে পরাজি' সবায়।
দূরে মেনিলস্ ভূপ চলে তার পর।
আশ্বাসে তুরঙ্গে এবে নেস্টর-কোঙর ;—
হে প্রিয় অশ্বযুগল ! করহ গমন ;
টিডাইডিসে জিনিবারে নহে মম মন,
মিনার্ভা সদয়া হ'য়ে অশ্বগণে যাঁর
দিয়া তেজঃ, করেছেন শ্রেষ্ঠ সবাকার।
ধর এাটরাইডিসে ; লজ্জা তায় কত,
ঘোটকীর কাছে যদি হও অবনত।
অনাবধানতা হেতু তোমা দোঁহাকার,
লভি যদি আমি তুচ্ছ শেষ পুরস্কার,
স্বহস্তে নেষ্টর আর না দিবে ভোজন ;
নিশ্চয় বৃদ্ধের কোপে ত্যজিবে জীবন।
ত্বরা কর ; ধর ঐ অপ্রশস্ত পথ,
নিশ্চয় মোদের পূর্ণ হ'বে মনোরথ।

নীরবিল রথী। হেন ভয়-প্রদর্শনে,
ছুটে বেগে অশ্বযুগ সমীর-গমনে।
সুরথ এণ্টিলোকস্ বুঝিল এবার,
সে মার্গ প্রবেশে কোথা স্থান সুবিধার।
আছিল প্রস্তর-স্তূপ সে মার্গের ধারে,
স্রোতকুল এবে ভগ্ন করিয়াছে তারে।
সে পথে যাইতে মাত্র পারে একজন,
স্পার্টা-অধিপের রথ করিছে গমন।
অসম সাহসী যুবা পার্শ্বভাগ দিয়া;
করে অভিলাষ আগে যেতে পলাইয়া;
চাহি' আটরাইডিস্, আতঙ্কে কাঁপিয়া,
স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাঁর সাহস দেখিয়া।
থাম, (কহে ভূপ) ত্বরা তুরঙ্গে থামাও;
ত্যজি' হেন মার্গ, সুপ্রশস্ত পথে যাও;
নতুবা পড়িব দোঁহে। বৃথা এ বচন;
ছুটিছে নেষ্টর্-সুত জিনি' সমীরণ।
প্রতিদ্বন্দ্বী বলবান যুবক দুজন,
পারে যত দূর চক্র করিতে ক্ষেপণ,
এণ্টিলোকাসের রথ তত দূর ধায়,
অতিক্রমি' ভূপে; ভয়ে ভূপতি ত্বরায়
আকর্ষিল রশ্মি; আতঙ্কেতে ভাবে মনে,
বিচূর্ণীত রথ যেন কঠোর নিস্বনে,
অশ্বগণ ভূমিতলে গড়াগড়ি যায়,
হইল বিজয় নষ্ট অন্যায় ত্বরায়;
কিন্তু অগ্রগামী হেরি' করে তিরস্কার;—
যাও হে দর্পীযুবক! অজ্ঞান, দুর্ব্বার!

যাও, কিন্তু পুরস্কার সহজে দিব না;
লও গিয়া, কহি' মিথ্যা, করি' প্রবঞ্চনা।
পরে অশ্বে কহে ভূপ করিয়া চীৎকার,
যাও, কর গিয়া পুরস্কারের উদ্ধার!
তোমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী বৃদ্ধ অশ্বগণ
অতীব দুর্ব্বল, ধীরে করিয়া গমন,
হরিবে দোঁহার যশঃ! মানে হয়দ্বয়।
মহাবেগে দোঁহে এবে প্রধাবিত হয়;
হয় অনুমান যেন লভিল বিজয়।

হেথা গ্রীকদল, দাঁড়াইয়া বৃত্তাকারে,
নেহারিছে ধাবমান রথী সবাকারে।
সবার প্রথমে হেরে ক্রিটের ঈশ্বর;
সে অঙ্গনস্থিত অতি উচ্চ ভূমি'পর,
আসীন ভূপতি; তথা হেরে পরিস্কার,
যাইতেছে কোন্ রথী অগ্রে সবাকার;
রথীর আশ্বাসবাক্য করেন শ্রবণ,
দূরহ'তে দেখে অশ্বে উজ্জ্বল নয়ন,
অতি শুভ্র স্বেদবারি গ্রীবাতলে যার,
ধরিয়াছে শোভা পূর্ণচন্দ্রের আকার।
হেরিয়া ভূপতি কহে গ্রীকগণে ডাকি',
ও তুরঙ্গযুগে আমি দেখি কি একাকী?
অথবা দেখিছ সবে অন্য রথিজনে,
অগ্রগামী তেজঃশালী অন্য অশ্বগণে?
দেবতার কোপে তারা বিরত নিশ্চয়
সমীর-গমনে, স্বীকারিয়া পরাজয়;

আবর্ত্তনকালে দেখেছিনু একবার,
খুঁজিতেছি পুনঃ, কিন্তু নাহি দেখি আর।
হস্ত হ'তে হয়-রস্মি হয়ত স্খলিত,
কিংবা ছিন্ন ; রথিবর ভূপৃষ্ঠে পতিত,
উচ্চ রথ হ'তে ; মহাবল অশ্বগণ,
ত্যজি' মার্গ, মহাবেগে করিছে গমন।
এস অন্য জন হেথা, জানাও আমায়,
ভাল এ দুর্ব্বল আঁখি দেখিতে না পায়,
নিশ্চয় হইছে বোধ (আকার ইঙ্গিতে)
ইটোলীয়নেতা উনি দুর্দ্ধর্ষ মহীতে।
স্থবির ! (কহিল ক্রোধে এজাক্স দুর্ব্বার,)
অসঙ্গত বাক্য জিহ্বা উচ্চারে তোমার ;
হেরিছে যাহারা, তীব্র চক্ষুষ্মান নয়,
নহে যুবা, তবু পারে করিতে নির্ণয়।
রথীন্দ্র উমিলসের তুরঙ্গ নিকর,
অতিক্রমি' সবে, অগ্রে ধায় ক্ষেত্র'পর।
দেখেছি তাঁহায় আমি আপন আঁখিতে,
কাঁপাইতে রশ্মি, উচ্চে জয়ধ্বনি দিতে।
হেন বাক্যে ইডোমেন মহাক্রোধ কয়,—
ওরেরে কর্ক্কশভাষী ! অশান্ত-হৃদয় !
সতত কলহপ্রিয়, গ্রিক নৃপাধম !
গুণেতে সবার হীন ! গর্ব্বেতে প্রথম !
এ তুচ্ছ বাক্যের তব কি দিব উত্তর ?
ত্রিপদ বা স্বর্ণ পানপাত্র বাজি ধর,
করুন বিচার নৃপ। নির্ব্বোধ যে জন
পাবে শিক্ষা মূল্য তার করিয়া অর্পণ।

নিরস্ত বৃদ্ধ ভূপতি। এজাক্স দুর্ব্বার
ভীম রোষাবেশবশে উত্তরে আবার,
ক্রোধে কম্পমান ; কিন্তু থিটিস্নন্দন,
দাঁড়াইয়া মধ্যভাগে কহেন বচন ;—
এ কলহে, ভূপদ্বয়! হও হে বিরত ;
করিত অপরে যদি, দোষ দিতে কত।
যাদের কারণে হেন বিবাদ ঘটিত,
হের, সেই অশ্বগণ এবে সন্নিহিত।
হেন বাক্য বীরবর কহিল যেমনি,
আসিল নিকটে রথ তুলি' বজ্রধ্বনি।
দীর্ঘ কশা উত্তোলিত সারথির করে ;
অশ্বগণ যেন ভূমি স্পর্শ নাহি করে।
উন্নত বরূথিবর, শোভন সুন্দর,
কনক-টিনমণ্ডিত, ছটায় প্রখর,
ঝকে রজঃঘন মাঝে ; নারে কোন জন,
ভূমে চক্রচিহ্ন করিবারে বিলোকন ;
তেজস্বী তুরঙ্গগণ হেন বেগে ধায়,
নহে এ গমন, কহি উড্ডীন তাহায়।
এবে টিডাইডিস্ বীর জয় লাভ করি',
রথ হ'তে উলম্ফিয়া পড়ে ভূমি'পরি।
উত্তপ্ত তুরঙ্গগণ ভাসে স্বেদনীরে ;
রথে কশা প্রলম্বিত হইল অচিরে।
পুরস্কার স্থেনিলস্ লয় শীঘ্রগতি,
সুন্দর ত্রিপদ, আর সুন্দরী যুবতী ;
চলে লয়ে শিবিরেতে অনুচরগণ।
আপনি তুরঙ্গ বীর করেন মোচন।

আসে নেষ্টরেরস্থত, (কৌশলে যে জন
অতিক্রমে মেনিলসে,) দ্বিতীয় এখন।
আটরাইডিস্‌ ভূপ পশ্চাতে চালায়;
অতি সন্নিকটে; তাঁর বরূথীর গায়,
প্রতিদ্বন্দ্বি-অশ্বপদ আঘাতে সতত;
লাগিছে লাঙ্গুল চক্রচয়ে অবিরত।
পূর্ব্বে ছিল দূরে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই জন,
হেন নিকটস্থ উভে হইল এখন।
হেন বেগে অশ্বী ইথী সন্নিহিত হয়,
মুহূর্ত্ত বিলম্বে জয় লভিত নিশ্চয়।

দূরে মেরিয়ন্‌ বীর আসে তারপর,
ধীর অশ্বগণ, নাহি কৌশল প্রখর।
সর্ব্বশেষে আসে এড্‌মিটস্‌-নন্দন,
ধীরে টানে ভগ্নরথ ক্লান্ত অশ্বগণ।
হেরি' একিলিস্‌ ক্ষোভে কহিল বচন;—

হের, ঐ রথিশ্রেষ্ঠ, কৌশলে যে জন
অতিক্রমে গ্রীকে, সর্ব্বশেষেতে এখন!
(লয়েছেন টিডাইডিস্‌ অগ্রে পুরস্কার,)
প্রাপ্য ও দ্বিতীয় দ্রব্য অবশ্য উঁহার।

অর্পিল সম্মতি গ্রীক করিয়া চীৎকার;
পাইতেন উমিলস্‌ হেন উপহার;
কিন্তু সে দ্বিতীয় রথী নেষ্টর-নন্দন
হ'য়ে ঈর্ষাবান দান করে নিবারণ;—
না ভাবিও, (কহে যুবা,) পিলুস্‌-কুমার!
অকাতরে দিব অশ্বী, প্রাপ্য যা আমার।

দেবকুল, প্রতিকূল হইয়া উঁহায়,
অশ্বসহ ওঁরে আজি নিক্ষেপে ধরায়!
হয়ত না করে রথী দেবতা অর্চ্চন,
সেই পাপে যশোলাভে বঞ্চিত এখন।
তবে যদি, (বন্ধু প্রতি হয়েছ সদয়,
সন্তুষ্ট করিতে বীরে অভিলাষ হয়,)
পান উমিলস্; নিজ ভাণ্ডার হইতে,
সুন্দরী কামিনী, স্বর্ণ, অশ্ব পার দিতে।
লভুন প্রচুর ধন এবে রথিবর,
গা'বে তব দানগান গ্রিসীয় নিকর;
কদাচ দিব না কিন্তু মম উপহার,
যে ছুঁইবে, বীরগণ! শত্রু সে আমার।
এতেক কহিল যুবা; কেহ রুষ্ট নয়।
শুনি' হেন তোষামোদ সন্তুষ্ট-হৃদয়,
হাসিলেন একিলিস্। (কহে বীরমণি,)
এ দ্রব্য এণ্টিলোকস্! অর্পিব আপনি।
চারু বক্ষঃপাটা, দীপ্ত পিত্তল-মণ্ডিত,
(বিখ্যাত এষ্টারোপুস্ যতনে গঠিত,)
খচিত বিশুদ্ধ রৌপ্যে প্রান্তভাগ যার,
(নহে তুচ্ছ) উমিলস্! তব উপহার।
এত কহে বীর; অটোমিডন্ সত্বরে,
আনি' বক্ষঃপাটা অর্পিলেন তাঁর করে।
পেয়ে আকস্মিক মান্য রথীর প্রধান
মাতিল উল্লাসে। মেনিলেয়স্ দাঁড়ান।
পূত দূত রাজদণ্ড দিয়া তাঁর করে,
সেনার আনন্দধ্বনি নিবারণ করে।

হইয়া কুপিত নেষ্টরের পুত্র প্রতি,
আন্তরিক ক্ষোভভরে কহিল ভূপতি ;—
যৌবনে তোমাতে মহা প্রজ্ঞার উদয়,
এ কার্য্য এণ্টিলোকস্! তব যুক্ত নয়।
হইনু বঞ্চিত মম প্রাপ্য পুরস্কারে,
কহি ক্ষোভে গ্রীকগণ! তোমা সবাকারে ;
কেহ যেন নারে মোরে দোষিবারে আর,
নাহি ভাবে, কহি হেন আবেশে ঈর্ষার।
নারি কি আপনি মোরা তথ্য বিচারিতে ?
অপরের কাছে কেন হইবে কহিতে ?
কোন্ গ্রীক নিন্দে মোরে, যদ্যপি তোমায়
কহি আমি, করিবারে শপথ ইহায় ?
যদ্যপি সাহস হয়, এখনি উঠিয়া,
দাঁড়াও রথের পাশে কশা উত্তোলিয়া ;
স্পর্শি' অশ্বে কর দিব্য, তোমার বাসনা,
জিনিতে কেবল, নহে করিতে বঞ্চনা।
কর দিব্য তাঁর, নীল সলিলে যাঁহার,
বেষ্টিতা ধরণী, কোপে কম্পন ধরার।
সুবিজ্ঞ যুবক বীর শুনি' এ বচন,
কহে নম্রভাবে,—ক্ষমা করহে রাজন!
শ্রেষ্ঠ তুমি, ক্ষম দোষ উদ্ধত যুবার,
জ্ঞানে বা বয়সে নহি সমান তোমার।
যৌবনের ভাব তব নহে অবিদিত,
প্রজ্ঞাহীন, সদা মিথ্যা ক্রোধ-প্রপূরিত।
তব ক্রোধশান্তি হেতু দিনু পুরস্কার ;
তোমারি ও অশ্বী, কিংবা যাহা চাহ আর ;

পাছে তুমি, হে ভূপাল ! (অতি বন্ধুজন)
হও প্রতিকূল, রুষ্ট হন দেবগণ।
নিরস্ত এণ্টিলোকস্। হেন বাক্যে তাঁর,
অর্পিত হইল অশ্বী মান্যার্থে রাজার।
আনন্দে মাতিল ভূপ ; যবে ক্ষেত্র-মাঝে,
নবজাত শস্য-শীস চারু সাজে সাজে,
হৃতধনা বসুন্ধরা, পূর্ণ নবধনে,
বালার্ক কিরণে হাসে শিশির-ভূষণে ;
তেমতি আনন্দ স্পার্টাপতির উদয় ;
বিকসিত-মুখপদ্ম নরপতি কয় ;—
আত্মা, হে সুধীর যুবা ! সমান দোঁহার।
করে আট্রাইডিস্ বশ্যতা স্বীকার।
মুহূর্ত্ত তোমাতে বটে কোপের উদয় ;
কিন্তু তাহে ধৈর্য্য তব কভু ভঙ্গ নয় !
হে বন্ধো ! এ কার্য্য নহে বুদ্ধির কখন,
মনেতে বিরাগ রাখি' বিবাদ-ভঞ্জন ;
তব সম বাদ করি', কে আছে ধরায়,
তব সম পারে ভঞ্জিবারে পুনরায় ?
প্রচুর, হে যুবা ! তব দোষ মার্জ্জনার,
অমানুষ গুণ, পিতা পুত্র দুজনার।
মম তরে, তুমি আর জনক তোমার,
করেছ অনেক, কষ্ট সহিছ অপার।
ক্ষমিলাম, রোষলেশ নাহি আর চিতে ;
তুচ্ছ ক্রোধবশে নারি বান্ধব ত্যজিতে।
এতেক কহিয়া ভূপ, সহাস্য বদনে,
অর্পিলেন সে ঘোটকী পুনঃ নেয়িমনে,

যুবা-বীর-সখা, নিজ প্রাপ্য উপহার
স্বর্ণ পাত্র প্রেরিলেন পোতে আপনার।
হেম তোড়া মেরিয়ন্ করে অধিকার।
রহিল সে পান পাত্র, পঞ্চমোপহার।
সে পাত্র ধরিয়া বৃদ্ধ নেষ্টরের পায়,
প্রকাশেন একিলিস্ নিজ অভিপ্রায় ;—
ধর ইহা, পূজ্যপিতঃ! করহ গ্রহণ,
প্রিয় পেট্রোক্লস্-মৃত্যু স্মরণ-কারণ।
প্রিয়বর পেট্রোক্লস্ ত্যজেছে সংসার,
দেখিতে ইচ্ছুক, কিন্তু না দেখিব আর!
কৃতজ্ঞতা চিহ্ন পিতঃ! ধর পূত করে ;
নহে ইহা দূরে শর নিক্ষেপের তরে,
নহে বাহুবল-হেতু, বরষা চালন,
কিংবা মল্লযুদ্ধ, দর্পী অশ্বের দমন।
হয়েছে প্রতাপ তব বার্দ্ধক্য দুর্ব্বার ;
কিন্তু আছে তব সেই গৌরব অপার।
এতেক কহিয়া বীর সে পাত্র রাখিল ;
মাতিয়া উল্লাস-নীরে স্থবির কহিল ;—
এ বাক্যে, হে পুত্র! স্পষ্ট হইল প্রমাণ,
অকৃত্রিম বন্ধু তুমি, অতি জ্ঞানবান।
সত্য বটে, সর্ব্বগ্রাসী বার্দ্ধক্য দুর্ব্বার,
করিয়াছে দৃঢ় অঙ্গ শিথিল আমার।
সে সামর্থ্য, হায়! যদি থাকিত এখন,
পিলিয়া, বপ্রেসিয়মে হইছে ঘোষণ!
প্রতাপী এমারিস্সের বিখ্যাত ক্রীড়ায়,
হইতাম সদা আমি বিজয়ী তাহায়।

অজেয় ইপীয়গণ পরাস্ত মেনেছে;
ইটোলীয়-পিলীয়ের অহঙ্কার গেছে।
পরাজি ক্লিটোমিডিসে তীব্র মুষ্টিরণে;
এনসুস্ ভূতলশায়ী যুঝি' মম সনে;
ধাবনে সে ইফিক্লুস্ পরাজয় পায়;
ফিলুস্, পোলিডোরসে জিনি বরষায়।
এক্টর-নন্দনদ্বয়, অশ্ব-পুরস্কার
লভে বটে, নহে গুণে, সাহায্যে দোঁহার;
জমজ ভ্রাতাযুগল, হেরি' ক্ষুব্ধমন,
লভিছে নেষ্টর্ পুনঃ পুনঃ উপায়ন,
উলম্ফি' উঠিল রথে, দুই সহোদরে,
একজন হানে কশা, অন্যে রশ্মি ধরে!
ছিনু হেন এককালে! এবে যুবাদল,
এ কার্য্যে মোদের ঈর্ষা করয়ে কেবল।
হায়! আমি, (বার্দ্ধক্যের বশ কেবা নয়!)
রুদ্ধশক্তি, পূর্ব্বে যেই বীর দুরজয়!
যাও বৎস! সামরিক প্রথা-অনুসারে,
সাজাও সে হতবীরে, ভালবাস যারে।
লইনু সন্তুষ্ট চিতে তব উপহার,
(প্রকাশিছে যাহা মহা ঔদার্য্য তোমার,)
নিরখি নয়নে আমি পুলকিত অতি,
করে ভক্তি গ্রীকগণ সবে মম প্রতি।
করিলে আমার, বীর! যেরূপ সম্মান,
দেবগণ একদিন দিবে প্রতিদান।

মাতিয়া উল্লাসে এত কহিল স্থবির;
প্রশংসায় পুলকিত একিলিস্ বীর।

আহূত হইল পরে অন্য উপহার,
সম্মানিতে, মুষ্টিযুদ্ধে দক্ষতা যাঁহার।
রম্য অশ্বতর এক যৌবন-দর্পিত,
ষড় বর্ষ বয়ক্রম, নহে ব্যবহৃত,
হ'ল দৃঢ়রূপে বদ্ধ জনতা মাঝার।
স্থাপিত হইল দীর্ঘ পানপাত্র আর।
উঠি' কহে একিলিস্, উঠুন এক্ষণে
সমবলী গ্রীকদ্বয়, দক্ষ মুষ্টিরণে।
আছয়ে সাহস যাঁর হ'ন অগ্রসর
অস্থিভেদী আঘাতের নাহি করি' ডর ;
অর্পিবে সম্মান যাঁয় এপলো সদয়,
গ্রীকগণ বীরত্বের পা'বে পরিচয়,
এই অশ্বতর তাঁয় করিব অর্পণ ;
পাইবে ও পানপাত্র পরাজিত জন।
স্বীকারিল ভীম যুদ্ধ ইপুস্ প্রবীর ;
দাঁড়ায়ে জনতা মাঝে, প্রকাণ্ড-শরীর !
ধরি' অশ্বতরে দর্পে কহিল বচন ;—
দাঁড়াও সে বীর, পানপাত্রে যাঁর মন,
পরাস্তের ফল ! কে না করিবে স্বীকার,
এই অশ্বতর মম ? বিজয় আমার !
রণক্ষেত্রে অন্যে বটে লভেছে সন্মান,
এ সমরে কেহ নহে আমার সমান ;
সর্ব্বগুণ আছে কা'র ? হ'ক অগ্রসর
মম প্রতিদ্বন্দ্বী ; করে বিচারে নির্ভর ;
নিশ্চয় এ মুষ্টি তার সর্ব্ব অবয়ব,
করিবে বিকৃত, বিচূর্ণিবে অস্থি সব।

নিকটে দাঁড়ান তাঁর বান্ধব নিকর,
করিতে বহন প্রাণহীন কলেবর।

এতেক কহিল বলী ; যত যোধগণ,
বিস্ময়ে স্তম্ভিত, তাঁয় করে বিলোকন !
এ বাক্যে উরিয়েলস্ মহা বলবান,
উঠিলেন রাখিবারে পিতার সম্মান,—
মহাবাহু মিসিস্থূস্, পূর্ব্বে যেই জন,
থিবীয় ক্রীড়ায় কীর্ত্তি করেন স্থাপন,
(হইল সে ক্রীড়া মৃত ইডিপস্ তরে,)
একাকী জিনেন কাড্‌মিয়ান নিকরে।
বীর টিডাইডিস্ রণে উত্তেজিল তাঁয়,
হইয়া উৎসুক ক্ষিপ্র বিজয়-আশায় ;
কটিবন্ধ পরাইয়া দিল বীরবর ;
করে দিল লৌহমুষ্টি, কালের কিঙ্কর।
রঙ্গভূমি মাঝে এবে যোধ দুই জন,
দাঁড়াইল লৌহমুষ্টি করি' উত্তোলন।
লৌহমুষ্টি সহ যুদ্ধে মাতিল উভয়,
বিকট আঘাত ঘন প্রতিঘাত হয়,
সর্ব্ব অঙ্গে দরদর স্বেদবারি বয়।
অতঃপর মহাকায় ইপুস্ প্রবীর,
হানিল বিকট মুষ্টি গণ্ডে অরাতির।
সে ভীম প্রহারে যোধ অবসন্ন-কায়,
হইয়া ভূতলশায়ী রহে মৃতপ্রায়।
যেমতি, বৃহৎ মৎস্য, যবে প্রবাহিত
ভীম প্রভঞ্জন, তীরে হইয়া তাড়িত,

রহে মৃতপ্রায়; তথা, সে প্রহারে হায়!
রক্তাক্ত সমরী ভূমে সঘনে হাঁপায়।
তদবস্থ অরাতিরে করি' বিলোকন,
ঘৃণায় বিজেতা তাঁয় করি' উত্তোলন,
অর্পিল বান্ধবগণে; মিলিয়া সকলে,
ল'য়ে হতভাগ্যে, জনতার মাঝে চলে।
স্কন্ধ' পরে গুরু শিরঃ পড়েছে ঝুলিয়া,
ঝরিতেছে গাঢ় রক্ত মুখ নাসা দিয়া,
অচৈতন্য, অবসন্ন, মুদিত নয়ন।
পুরস্কার পানপাত্র নিল বন্ধুগণ।
        ব্যগ্র ভাবে একিলিস্ মহা বলবান,
মল্লগণে অতঃপর করেন আহ্বান।
প্রকাণ্ড ত্রিপদ বিজেতার পুরস্কার,
দ্বাদশ বৃষভ, অনুমান মূল্য তার;
বিজিত জনের শান্ত করিতে হৃদয়,
বন্দিনী রমণী, মূল্য বৃষ চতুষ্টয়।
করিল প্রবীর যুদ্ধ-প্রসঙ্গ যেমনি,
এজাক্স্ ও উলেসিস্ উঠেন অমনি।
রঙ্গভূমি-মধ্যভাগে দুই বীরবর,
দাঁড়াইল দৃঢ় ভুজে বাঁধি' পরস্পর।
ভুজে বদ্ধ ভুজ, শিরঃ শিরেতে যোজিত,
দূরে, দৃঢ়রূপে পদ ভূমেতে স্থাপিত;
যথা কড়িকাষ্ঠদ্বয়, কৌশলে যেমতি,
রোধিতে বায়ুর বেগ, বসায় স্থপতি,
শিরোদেশ পরস্পর সংলগ্ন দোঁহার,
অধোদেশে রহে কিন্তু বহুল বিস্তার।

এবে পরস্পরে বলে আকর্ষণ করে ;
প্রতি লোমকূপে বেগে স্বেদবারি ঝরে।
আঘাতে নিনাদে অস্থি ; সর্ব্ব অঙ্গময়,
লোহিত স্ফোটকরাজি আবির্ভূত হয়।
বিজ্ঞ উলেসিস্ বীর বিবিধ কৌশলে,
প্রবল এজাক্সে নারে পাড়িতে ভূতলে ;
অথবা এজাক্স মহাবল সহকারে,
সতর্ক অরাতিজনে নিবারিতে নারে।
এরূপে ভীষণ যুদ্ধ হ'ল বহুক্ষণ ;
উলেসিস্ প্রতি এবে কহে টেলামন্ ;—
তুল তুমি মোরে বীর ! কিংবা তোমা আমি,
কর বল, যা করেন জগতের স্বামী।
এত কহি' বীর তাঁয় করে উত্তোলন
মহাবলে ; উলেলিস্ করি' বিলোকন
সামর্থ্যের ক্ষয়, বেগে গুল্ফ দেশে তাঁর
করিল আঘাত ; শূর পড়িল এবার।
উলেসিস্ বক্ষে তাঁর বসিল তখনি ;
উঠিল চৌদিকে ঘোর প্রশংসার ধ্বনি।
বিজ্ঞ উলেসিস্ এবে এজাক্সে তুলিতে
করেন প্রায়াস্, কিন্তু না পারে নাড়িতে।
জানুতে সংলগ্ন জানু, ব্যর্থ এ প্রয়াস ;
পড়ি' ভূমে, করে দোঁহে বিক্রম প্রকাশ।
ধূলাতে পড়িয়া দোঁহে গড়াগড়ি যায়,
সমরের তৃষা আরো বর্দ্ধিত তাহায়।
উঠিয়া আরম্ভে যুদ্ধ পুনঃ দুই জন ;
নিরখিয়া একিলিস্ কহিল বচন ;—

নাহি প্রয়োজন, ক্ষান্ত হও বন্ধুদ্বয় !
বৃথা কেন করিতেছ সামর্থ্যের ক্ষয় ?
উভয়েরি জয় ; এবে অন্য বীরগণে,
দেখান ও বীর্য্য, যাহা দেখা'লে দুজনে।
বীরের এবাক্যে দোঁহে পরিহরি' রণ,
ধূলি-ধূসরিত অঙ্গ করিয়া মার্জ্জন,
নববেশে অন্য ক্রীড়া করে বিলোকন।

আনীত হইল এবে রম্য উপহার,
সম্মানিতে, ধাবনেতে দক্ষতা যাঁহার।
প্রকাণ্ড রজতপাত্র অতীব সুন্দর,
অপরূপ, নাহি তুলা অবনী-ভিতর ;
সুযতনে সিডোনীয় শিল্পকারগণ,
কৌশলে এ দীপ্তপাত্র করিল রচন ;
টিরীয় নাবিকগণ এ দ্রব্য লইয়া,
লেম্‌নিয়া দেশে দিল থোয়াসে আনিয়া ;
তাঁহার নিকট হ'তে এ পাত্র শোভন
পাইল উমুস্ ; পরে বীর লিকেয়ন ;
অতঃপর পেট্রোক্লুসে করিল অর্পণ।
এবে পাত্র, সে বীরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়
স্থাপিত, দ্রুততা যাঁর সম্মানিতে তাঁয়।
দ্বিতীয়ের পুরস্কার বৃষ বলবান ;
অর্দ্ধ স্বর্ণতোড়া এক তৃতীয়ের দান।
দাঁড়াইয়া একিলিস্ কহিল বচন ;—
ধাবনে দ্রুততা ধরে যে প্রবীরগণ,
উঠি' ত্বরা উপহার করুন গ্রহণ।

এত কহে বীর। হেন বচনে তাঁহার,
অইলীয় এজাক্স্ উঠে উলম্ফি' এবার ;
উঠে উলেসিস্ ; পরে সে যুবক জন,
জিনে সর্ব্বে বেগে যিনি, নেষ্টর-নন্দন।
শ্রেণীবদ্ধ হ'য়ে দাঁড়াইল বীরত্রয় ;
হস্তে পেলিডিস্ বীর সীমা প্রদর্শয়।
ধায় একত্রেতে সবে ; অইলুস্ প্রথমে,
পরে উলেসিস্, তাঁর পদক্ষেপ-ক্রমে ;
অতি সন্নিকটে শূর ধায় দ্রুতগতি,
অতি বেগে বিঘূর্ণিত নাটাই যেমতি
অনুসরে সূত্রে, তাহে করি' প্রদর্শন,
বপিকার তুঙ্গ স্তন, বাহুর কম্পন।
সেইরূপ বেগে বীর লাগিল ধাবিতে,
মাড়াইয়া পদচিহ্ন ধূলি না উড়িতে।
প্রতিদ্বন্দ্বি-স্কন্ধে তাঁর পড়িছে নিশ্বাস ;
উচ্চরবে করে গ্রীক আনন্দ প্রকাশ।
সকলে বিস্ময়ে তাঁরে করে বিলোকন,
করিয়া জয়কামনা নিশ্চল-নয়ন।
তিন বার ফিরি' বীর জয়সীমা-আশে,
সঘনে হাঁপা'য়ে এবে স্মরিল পালাসে ;
কর দয়া দেবি ! (বীর কহে মনে মনে)।
ভক্তবাক্যে আবির্ভূতা দেবী সেইক্ষণে।
দেবীর প্রসাদে বীর নব বল পায়,
পুনশ্চ সবল তাঁর হ'ল ক্লান্ত কায়।
এসাক্স, বিজয় আশে ধাবি' ব্যগ্রচিতে,
হইয়া স্খলিতপদ পড়িল ভূমিতে,

(পালাসের কোপে,) ছিল সে দীর্ঘ অঙ্গন,
পশুবিষ্ঠা-রক্তস্রোতে পিচ্ছিল ভীষণ;
(পেট্রোক্লস্-চিতাপাশে এ ভয়াল স্থান,
বিনষ্ট সম্প্রতি যথা বহুপ্রাণি-প্রাণ)
হইয়া কৰ্দ্দমমলমূত্র প্রপূরিত,
শায়িত ভূতলে আহা! বীর শোকান্বিত।
অদৃষ্টে বৃষভ তাঁর (দ্বিতীয়োপহার);
রৌপ্যপাত্র উলেসিস্ করে অধিকার।
উঠি অতঃপর বীর, বৃষশৃঙ্গ ধরি',
কহে ক্ষোভে গ্রীকগণে সম্বোধন করি';—
ধিক্ ভাগ্য! হারাইনু নিশ্চিত বিজয়
দেবী শত্রু মম, আমি মানব-তনয়।
অনুপ দ্রুততা দেবী দিল ভক্তজনে,
নাহি জিনে উলেসিস্, পালাস্, ধাবনে।
এতেক কহিয়া বীর মুছে অঙ্গচয়।
চারিদিকে হাস্য-ধ্বনি সমুত্থিত হয়।
হাসিয়া এণ্টিলোকস্ যুবক-কেশরী,
ল'য়ে শেষ উপহার, কহে ব্যাঙ্গি করি';—
বৃদ্ধসনে কেন বীর্য্য প্রদর্শিতে যাই?
দেবতার প্রিয় ওঁরা, বিজয়ী সদাই।
দেখহ তোমরা, মোরে এজাক্স জিনিল,
বৃদ্ধতর উলেসিসে পরাস্ত মানিল,
(অতি বৃদ্ধ, না জানেন সামর্থ্যের ক্ষয়,
পুরাকালে জন্ম ওঁর, হেন জ্ঞান হয়!)
ধাবনে দক্ষতা ওঁর, দেখহ কেমন!
বিনা একিলিস্, নহে পরাস্ত কখন;

একিলিসে জিনে কেবা ? পারে যেই নর,
প্রবীরের বীর তিনি, মানব উপর।
শুনিয়া প্রশংসা হেন, পেলিডিস্ কয় ;—
চারুতর পুরস্কার তব যুক্ত হয় ;
তব এ প্রশংসা নহে বিফল কখন ;
বিশুদ্ধ কাঞ্চন-তোড়া করহ গ্রহণ।
উল্লাসে চলিল যুবা। যত যোধচয়
প্রশংসে নেষ্টরসুতে, পিতার তনয়।
ঢাল, বর্ষা, শিরস্ত্রাণ ল'য়ে অতঃপর,
ফেলে বীর ক্ষেত্রে ; উঠে শব্দ ভয়ঙ্কর ;
পূর্ব্বে যাহা ব্যবহার করে সার্পিডন,
জিনি' তাঁয় পেট্রোক্লস্ করিল গ্রহণ।
উঠহ সাহসী যোধ ! (কহে অরিত্রাস,)
লভিতে এ পুরস্কার যাঁর অভিলাষ ;
রঙ্গভূমি-মধ্যভাগে, সবার গোচরে,
যুঝুন অরাতিসনে, লৌহবর্ম্ম প'রে।
বিকট আঘাত করি' যে বীর প্রথমে,
প্রবাহিবে রক্ত-স্রোত অরির বরমে,
এষ্টারোফুসের এই কৃপাণ দুর্জ্জয়,
(সজ্জিত থ্রেসীয় শিল্পে, হেম তারাময়,)
কটিতে লম্বিত হ'বে গৌরব বর্দ্ধিয়া।
লইবে এ সব সজ্জা, দুজনে বাঁটিয়া।
এ ভীম ক্রীড়ার যবে হ'বে অবসান,
শিবিরে প্রত্যেক বীরে করিব সম্মান।
শুনি' হেন বাক্য উঠে টিডুস্-কুমার ;
উঠিল এজাক্স্ বীর প্রকাণ্ড আকার।

দুই পাশে দুই বীর সাজি' ভীম সাজে,
দাঁড়াইল মহাদর্পে রঙ্গভূমি-মাঝে।
অগ্রসরে বীরদ্বয় দেখিতে ভীষণ।
আনন্দে বিহ্বল যত আর্গিভের মন।
ঘূর্ণিত করিয়া বেগে বর্ষা খরধার,
তিনবার পরস্পরে করিল প্রহার।
এজাক্সের ভীম শস্ত্র ধাবি' বেগভরে,
বিন্ধি' শত্রুঢাল, ব্যর্থ উরস্ত্র উপরে।
অরিভল্ল নহে হেন; উড়িয়া ত্বরায়,
অতিক্রমি' ঢাল, তাঁর পশিল গ্রীবায়।
বীরের মরণভয়ে কাঁপি' গ্রীকগণ,
এ হেন ভীষণ রণ করে নিবারণ।
রণে টিডাইডিস্ বীর লভিয়া বিজয়,
পাইল কৃপাণ, কটিবন্ধ হেমময়।
বজ্রশব্দে ভূমে বীর ফেলিল এবার;
গোলাকার লৌহপিণ্ড (প্রকাণ্ড আকার!)
প্রশংসে গুরুত্ব তার গ্রীশের সন্তান,
সুকৌশলে অগ্নিযোগে অদ্ভুত নির্ম্মাণ।
হেন লৌহ ক্রীড়নক বলী এয়িটন্,
ঘূরাইয়া উর্দ্ধদেশে করিত ক্ষেপণ।
মহাবীর একিলিস্ বিনাশিয়া তাঁয়,
বিপুল ভাণ্ডারে তাঁর হেন দ্রব্য পায়।
এ স্তূপ (কহিল বীর) অর্পিব সে জনে,
নিক্ষেপিতে যিনি ইহা পারিবে গগনে।
তুলিতে সামর্থ্য যাঁর, উঠুন এবার;
নিক্ষেপিবে দূরে যিনি, তাঁরি পুরস্কার।

লভিবে যে বীর ইহা, যদ্যপি তাঁহার,
থাকে বহু শস্যক্ষেত্র, বিপুল-বিস্তার,
অপর লৌহের নাহি হ'বে প্রয়োজন,
হল-ফলকাদি কিছু নির্ম্মাণে কখন।

দাম্ভিক পোলিপিটিস্ হয় অগ্রসর,
বলী লিয়োণ্টুস্ আর, দৃঢ়-কলেবর,
জিনিতে যাঁহায় বলে, ঘোর ঈর্ষাময়
উঠিল এজাক্স ; উঠে ইপুস্ দুর্জ্জয় ;
দাঁড়াইল সারি সারি। করিল ক্ষেপণ,
প্রথমে ইপুস্, মোহি' দর্শকের মন।
তার ঊর্দ্ধে লিয়োণ্টুস্ করিল ক্ষেপণ ;
নিক্ষেপে এজাক্স এবে ভীম দরশন,
অতিক্রমি' দোঁহাকায়। সবলে এবার,
ত্যজিল পোলিপিটিস্ পিণ্ড ভীমাকার।
গোপালের করচ্যুত পাঁচনি যেমতি,
পড়ে দূরে গাভীমাঝে অতি দ্রুতগতি,
সেরূপ উড়ে গোলক সর্ব্বে এড়াইয়া।
বন্ধুগণ তাঁর (উচ্চে জয়ধ্বনি দিয়া)
তুলিল সে পুরস্কার সকলে মিলিয়া।

আহ্বানিল বীরবর কৌতুকে এবার,
ধনুর্ব্বেদে নিপুণতা আছে যা সবার ;
রাখিল অঙ্গনে বিংশ পরশু শাণিত,
এক মুখ দশ, দশ দ্বিমুখ-শোভিত।
প্রকাণ্ড মাস্তুল এক ত্বরা আনাইয়া,
ক্ষেত্রমাঝে মহারথ রাখিল পুতিয়া।

দুগ্ধ-ফেননিভ শুক্ল কপোত সুন্দর,
শর-লক্ষ্য হেতু বদ্ধ তার শিরোপর।
কহে বীর উচ্চে, সুলক্ষিত বাণ যাঁর,
বধিবে ও পক্ষী, তাঁরি দ্বিমুখ কুঠার ;
একমুখ তাঁরি লভ্য, ছেদিবে যে জন,
পক্ষিবদ্ধ রজ্জু। দর্পে উঠে মেরিয়ন,
ধন্বী টিউসার আর ; উভয়ে সত্বর,
পরীক্ষিল ভাগ্য ; টিউসার ত্যজে শর।
উড়িল আকাশে বাণ গরজি' ভীষণ,
কিন্তু ব্যর্থ ; দর্পী যুবা হয় বিস্মরণ,
স্মরিতে এপলোদেবে, যাঁহার কৃপায়,
ধরাবাসী নরগণ ধনুর্ব্বেদ পায়।
সুলক্ষিত সুশাণিত পত্রী সে কারণ,
নাহি বিন্ধি' পত্রী, রজ্জু করিল ছেদন।
মাস্তুল হইতে রজ্জু ভূমিতে পড়িল ;
বিমুক্ত কপোতরাজ আকাশে উড়িল।
কাঁপিল প্রশংসারবে পৃথিবী গগন ;
এবে নিজ শর লক্ষ্য করে মেরিয়ন ;
ভীষণ ধনুকে ধন্বী বাণ সংযোজিয়া,
উড্ডীন কপোতপানে নয়ন রাখিয়া,
স্মরি' দেবে, শুদ্ধমনে করিল প্রার্থনা,
অর্পিবেন মেষবলি পূরা'লে কামনা।
প্রাণভয়ে পারাবত বেগভরে ধায়,
মেঘের মাঝারে শর বিন্ধিল তাহায়,
পূর্ব্বমার্গ ধরি' বাণ ফিরিয়া আবার,
রুধির-রঞ্জিত, পড়ে পদতলে তাঁর।

আহত কপোত হ'য়ে ব্যথায় কাতর,
বসিলেক পুনঃ গিয়া মাস্তুল উপর,
মুহূর্ত্ত বসিয়া, পক্ষ করিয়া বিস্তার,
পড়ি' অকস্মাৎ, প্রাণ করে পরিহার।
বজ্রনাদে যোধগণ করিল চীৎকার;
চলিলেন মেরিয়ন্ ল'য়ে পুরস্কার।
এবে একিলিস্, শেষ করিতে ক্রীড়ার,
রাখিলেন বর্ষা এক অঙ্গন-মাঝার,
সুবৃহৎ পাত্র আর, সম্পূর্ণ নূতন,
অতি গুরু, নানা কারু-কার্য্যে সুলোভন।
কহে বীর, সেই জন পা'বে এ সকল,
বর্ষা-নিক্ষেপনে যিনি দেখাবে কৌশল।
পুনঃ পুরস্কার আশা করে মেরিয়ন্;
নিজে নরবর উঠে ত্যজিয়া আসন।
পেলিডিস্, মহারাজে উঠিতে দেখিয়া,
কহিলেন মহোল্লাসে শিরঃ নোঙাইয়া;—
সমগ্র গ্রিসীয়, ওহে ভূপতি রাজার!
গাহে তব গুণ, করে প্রভুত্ব স্বীকার;
ক্রীড়াতে সামর্থ্য তব করে সপ্রমাণ;
জানে তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সবার প্রধান।
লহ উপহার; কিন্তু বীর মেরিয়নে,
দাও বর্ষা, যুঝিবারে তব ভ্রাতৃরণে।
শুনি' বীরমুখে হেন প্রশংসা-বচন,
মেরিয়নে করে ভূপ বরষা অর্পণ;
করিবারে ব্যবহার ধর্ম্মকার্য্য তরে,
দিল সেই পাত্র টাল্‌থিবিয়সের করে।

ত্রয়োবিংশ কাণ্ড সমাপ্ত।

—:o:—

চতুর্বিংশ কাণ্ড।

হেক্টরের দেহোদ্ধার।

বিষয়।

দেবতারা হেক্টরের দেহ উদ্ধারার্থে বাদানুবাদ করেন। যোভ্, শব প্রত্যার্পণের নিমিত্ত থিটিস্‌কে একিলিসের নিকট, এবং শত্রুশিবির-গমনে উৎসাহিত করিবার জন্য আইরিস্‌কে প্রায়ামের নিকট প্রেরণ করেন। বৃদ্ধ ভূপতি, রাজ্ঞীর নিবারণ সত্ত্বেও, গমনের উদ্যোগ করেন, এবং যোভ্‌প্রেরিত, শুভ চিহ্ন দর্শনে উৎসাহিত হন। তিনি রথোরোহণে যাত্রা করিলেন, এবং বৃদ্ধ দূত ইডিয়স্ উপহারপূর্ণ রথ লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। হার্মিস্ যুবকবেশে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে একিলিসের শিবিরে লইয়া চলিলেন। পথিমধ্যে উভয়ের কথোপকথন। প্রায়াম, একিলিস্‌কে আসীন দেখিয়া, চরণে পতিত হইলেন, এবং সজলনয়নে মৃতশরীর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; একিলিস্ দয়াদ্র হইয়া প্রার্থনাপূরণে সম্মত হইলেন, এবং এক রাত্রি ভূপতিকে আপন শিবিরে রাখিয়া প্রত্যূষে শবসহ তাঁহাকে গৃহে প্রেরণ করিলেন। ট্রোজানেরা দেখিবার নিমিত্ত দৌড়িয়া আসিল। এণ্ড্রোমেকি, হেকুবা এবং হেলেনার আক্ষেপের পর মহাসমারোহে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

হেক্টরের দেহ দ্বাদশ দিবস একিলিসের শিবিরে থাকে। দ্বাদশ দিন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অতিবাহিত হয়। দৃশ্য-আংশিক একিলিস্ শিবির এবং আংশিক ট্রয়।

সমাপ্ত হইল ক্রীড়া; গ্রীক্‌বীরগণ,
নিজ নিজ শিবিরেতে করিল গমন।
সুখাদ্য ভোজনে সবে নিবারি' ক্ষুধায়,
পাশরিল যত চিন্তা কোমল নিদ্রায়।

নহে হেন একিলিস্, বিষাদিত অতি ;
স্মরিয়া সখার সেই প্রশান্ত মূরতি,
শুইয়া নির্জনে নিজ খট্টিকা উপরে,
কাঁদেন নীরবে বীর অধীর অন্তরে।
ছট্‌ফটি' দেবীসুত শয্যাতে গড়ায়,
বিনা পেট্রোক্লস্ কিছু দেখিতে না পায়।
সে মোহিনীমূর্ত্তি, সেই হৃদয় সদয়,
যুবাজনোচিত তেজঃ, মন দর্পময়,
সহিয়াছে কত কষ্ট, কত শৌর্য্য ধরে,
তীর্ণ কোন্ সিন্ধু, যুঝে কতেক সমরে,
উদিত এক্ষণে তাঁর অন্তরে সকল।
চিন্তে বীর পুনঃ পুনঃ, ঝরে অশ্রুজল।
কভু উঠে বীর, কভু শায়িত শয়নে,
কভু ফিরে পার্শ্বে, ব্যগ্র দিবা-আগমনে।
চমকিয়া বীর, শয্যা করি' পরিহার,
চলে কূলে নির্জনেতে করিতে চীৎকার।
এইরূপে তীরে শূর কাঁদে ক্ষোভভরে ;
প্রকাশিল উষা এবে তরঙ্গ উপরে।
হেরিয়া প্রভাতোদয় ফিরি' বীরবর,
সাজাইল রথ, বদ্ধ তাহাতে হেক্টর।
তিনবার পেট্রোক্লস-মন্দির বেড়িয়া,
টানি' শব, চলে রথী শিবিরে ফিরিয়া।
এবে বীর বিমোহিত নিদ্রার ছলায় ;
নিপতিত শব আহা ! ধূলাতে ধরায় ;
কিন্তু দেবকুল নহে প্রতিকূল তায়।
দয়ার্দ্র ফিবস্‌দেব, অতীব যতনে,

সদা সম্মুখীন নব ক্ষত-নিবারণে,
যবে হেক্টরের দেহ অঙ্গনে লুঠায়,
বিস্তারিয়া হেম ঢাল, আবরিল তায়।
কাতর অমরবৃন্দ ; হার্মিসের মন,
নামিয়া ভূতলে, শব করিতে হরণ,
পালাস, নেপ্‌চ্যুন্ দিল ব্যাঘাত ইহায় ;
নিদয়া স্বরগেশ্বরী নিবারিল তাঁয় ;
ট্রয়ে তাঁর কোপদৃষ্টি সে দিন হইতে,
বালক পারিস্ যবে গিরিশিখরেতে,
হইয়া লোভের বশ, (নারী পুরস্কার ;)
ভিনসে নির্দ্দেশ করে সুন্দরীর সার।
দশম দিবস দিবে হইলে উদয়,
দেব-সভামাঝে কহে এপলো সদয়,

নিদয় অমরগণ ! বেদি মোসবার,
রঞ্জিল হেক্টর, পশু-রক্তে কতবার !
তথাপি আক্রোশ তার মৃত দোহাপর ?
করিতেছে অপমান ট্রোজান-গোচর ?
পিতা মাতা পুত্র আর দুখিনী প্রিয়ায়,
করিলে বঞ্চিত আহা ! অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ?
ক্রূর একিলিস্, কহ তবে কি এখন,
বজ্রহৃদি, তোমাদের প্রসাদ-ভাজন ;
শার্দ্দূল, মনুষ্য নহে, সদা যে পামর
ক্রোধপূর্ণ, নরহিংসা করে বহুতর ;
ধায় যেই হত্যাহেতু, আনন্দ-বিহ্বল,
আক্রমে সবায় জন্মে হিংসিতে কেবল ?

লজ্জা নাহি হৃদে তার ; কভু জ্ঞাত নয়,
কিসে ইষ্ট, কিসে ঘোর অহিত উদয়।
এক অনিষ্টেতে দুষ্ট ক্রোধেতে অধীর,
না ভাবিয়া ভাগ্যফল সর্ব্ব শরীরীর।
আত্মীয় স্বজন ভ্রাতা তনয়ের ক্ষয়,
বিধির বিধানে সর্ব্ব নরের নিশ্চয়।
কিছুক্ষণ করি' শোক ক্ষান্ত হয় নর,
জন্মেছে ভুঞ্জিতে দুঃখ অবনী ভিতর ;
কিন্তু এই দুরাচার অশান্ত-হৃদয়,
সাধারণ অদৃষ্টের বশীভূত নয়।
হের, দুষ্ট ক্রোধভরে আনিল টানিয়া
নিহত হেক্টরে; ইথে দোষ না বুঝিয়া।
অসমসাহসী বটে, কিন্তু হতজ্ঞান,
নাহি মানে মূঢ় দেবনরের বিধান।
যদ্যপি সমান মান্য অর্পে দিবেশ্বর
বীর দুজনায়, (জুনো করেন উত্তর,)
না হয় বিভিন্ন যদি থিটিস্-সন্ততি,
শুন তবে সুরগণ ! ধনুর্ব্বেদ-পতি !
নশ্বর মানব হ'তে জন্মিল হেক্টর,
অমরীর গর্ভজাত ও শূর-প্রবর।
একিলিস্ তোমাদের দুর্ল্লভ কুলেতে
নরের ঔরসে জন্মে দেবী-জঠরেতে ;
(ধার্ম্মিক পিলুসে, সর্ব্ব নরের প্রধান,
অমরীরে নিজে মোরা করি সম্প্রদান।)
বিবাহ-সময়ে ত্যজি' দিব-নিকেতন
গেলে সবে ভূমে ; এই গায়ক তপন,

(অতি হরষিত) সভামাঝে দাঁড়াইয়া,
গাইল স্বর্গীয় গীত, বীণা বাজাইয়া।
শুনিয়া বচন হেন, বজ্রপাণি বলে,—
নাহি জ্বাল দেব-সভা নিজ ক্রোধানলে।
মানব হেক্টর, আর দেবীর নন্দন,
হইবারে সমতুল্য নারে কদাচন ;
কিন্তু দেব-অনুগ্রহ, বিশেষ আমার,
লভেছে হেক্টর রথী ও বংশ মাঝার।
সতত করিত বীর মোদের অর্চ্চন,
(এক মাত্র মান্য, যাহা অর্পে নরগণ ;)
কদাচই নহে ক্ষান্ত, ক্ষণেকের তরে,
করিতে সুর-তর্পণ পূত ভক্তিভরে।
যাহ'ক সবলে শব করিতে হরণ
না চাহি ; থিটিস্‌ সদা করিছে রক্ষণ।
যাও অবিলম্বে ; সুরনিকেত মাঝার,
ডাক সিন্ধু-দুহিতারে। বচনে তাঁহার,
ভীষণ নন্দন তাঁর ক্রোধশূন্য হ'য়ে,
প্রায়ামে অর্পিবে কায়া প্রচুর নিষ্ক্রয়ে।
নিরস্ত অমর-রাজ। আজ্ঞা শিরে ধরি',
চলিল আইরিস্‌ দূতী, স্বর্গ পরিহরি',
সমীর-গমনে, যেন উল্কা সমুজ্জ্বল
ছুটিছে, ছটায় রঞ্জি' জলধির জল।
শোভে একদিকে রম্য সেমসের বন,
অন্যধারে ইম্ব্রসের শৃঙ্গ সুশোভন,
নামে তথা দেবী ; ধ্বনে তরঙ্গ নিচয় ;
মুহূর্ত্তে পশিল দূতী বারিধি-আলয়।

বঞ্চক বঁড়সী যথা মীনে হিংসিবারে,
প্রবেশে সলিলে দ্রুত সীসকের ভারে,
তেমতি বিবুধবালা ব্যস্তভাবে ধায়,
সুনেত্রা থিটিস্ বসি' বিলপে যথায়।
প্রবিষ্টেতা সখীবৃন্দে, নিজ নিকেতনে,
(চারুনিতম্বিনী যত অপ্সরার সনে,)
বিষাদে আসীনা দেবী, করেন রোদন,
বীরপুত্র-পরিণাম করিয়া স্মরণ।
সম্বোধিয়া দেবদূতী কহিল বচন,
উঠলো থিটিস্! চল ত্যজি' নিকেতন।
আহ্বানিছে যোভ্ তোমা। কেন, (দেবী কয়)
ঘৃণ্য দিবলোকে যোভ্ ডাকে অসময়?
কাতর অমরকুল হেরিলে আমায়!
এ চিরদুখিনী মুখ দেখা'তে না চায়।
যা'হ'ক, পালিব আমি ঈশের বচন।
কহি' দেবী অবগুণ্ঠে আবরে বদন;
সমগ্র সুন্দর অঙ্গ ঢাকিল তাহায়।
চলে বিষাদিতা দেবী, হংস লাজ পায়।
চলিল অমরীদ্বয় জলধি ত্যজিয়া,
ত্রিদিবে; আইরিস্ চলে পথ দেখাইয়া।
বিভক্ত তরঙ্গকুল; উঠি' দোঁহে তীরে,
উড়িল আকাশে, ভর করিয়া সমীরে।
দেখে দেবীযুগ, দীপ্ত অমর-সভায়,
প্রবেষ্টিত দেববৃন্দে ঈশ শোভা পায়।
বিমর্ষা থিটিস্ পশে সুর-নিকেতন।
উঠিয়া মিনার্ভা তাঁয় অর্পিল আসন।

নিজে দিবেশ্বরী জুনো, বিষাদ দূরিতে,
সুধাপাত্র করে তাঁর অর্পেন ত্বরিতে।
আস্বাদে অমিয় দেবী। করেন উত্তর,
দেব-নর-পিতা দিবরাজ বজ্রধর ;—
আসিয়াছ স্বর্গে তুমি, কিন্তু লো ললনে !
পুত্রশোক-চিহ্ন তব, সুস্পষ্ট বদনে !
জানি মোরা দুখ তব, তেঁই বিষাদিত,
ভাগ্যফল ইহা ; শুন যোভের ভাষিত ;
নয় দিন মম, যত দিববাসিগণ,
ব্যথিত করিল কর্ণ হেক্টর-কারণ।
হার্মিসের মন, ভূমে হইয়া উদয়,
হরিতে সে শব ; কিন্তু মম ইচ্ছা নয়।
মম বাঞ্ছা এই দেবি ! তব সে নন্দন,
নিজে অর্পি' শব, খ্যাতি করিবে বর্দ্ধন।
যাও তুমি মম আজ্ঞা লইয়া ত্বরায়,
রুষ্ট দেবগণ ইথে জানাও তাহায় ;
আর যেন বীর, (যদি মনে থাকে ডর,)
নাহি করে কদাচার পূত কায়া'পর ;
প্রচুর নিষ্ক্রয় ল'য়ে অর্পিবে পিতারে।
ত্বরিত আইরিস্ দেবী নেযা'বে তাঁহারে,
বহুধন সহ ; দিয়া তুষিতে তাহায়,
যে দ্রব্যে বাসনা তার, অন্তর যা চায়।
শুনিয়া বচন হেন, বিবুধ-সুন্দরী
চলিল ত্বরিত অলিম্পাস্ পরিহরি'।
হ'য়ে উপনীতা দেবী শুনিল শ্রবণে,
ধ্বনিত শিবির ঘোর শোকের রোদনে।

ল'য়ে খাদ্যদ্রব্য যত অনুচরগণ
দাঁড়ায়ে নিকটে, বীর না করে অশন।
বসিয়া অমরী এবে নন্দনের পাশে,
স্পর্শি' কর অঙ্গে, নিজ অন্তর প্রকাশে ;—
কতকাল, হতভাগ্য! করিবি রোদন,
কতকাল শোকে ক্ষয় করিবি জীবন,
ত্যজিয়া অশন আর পবিত্র প্রণয়,
যাহে জীবে নর, মনে শান্তির উদয়?
এখনো সময় তব আছে হস্তগত,
অতি অল্প আয়ু, বৎস! ভুঞ্জ সুখ যত।
আপনি আদেশে যোভ্ (আইনু কহিতে)
ত্যজিতে হেক্টরে, যদি ভয় থাকে চিতে)
আর তবে বৎস! (যদি মনে থাকে ডর)
নাহি কর কদাচার পূত কায়া'পর।
জড়পিণ্ডে আক্রোশিয়া কিবা ফলোদয়?
প্রত্যার্পণ কর শব লইয়া নিষ্ক্রয়।
কহে একিলিস্ তাঁয় ;—তবে গো জননি!
প্রচুর নিষ্ক্রয়ে শব অর্পিব এখনি।
এরূপে আলাপে দোঁহে। দিবে দিবেশ্বর
আদেশে আইরিসে যেতে ট্রয়ের নগর ;—
যাওলো সুরকুমারি! ট্রয়েতে ত্বরিতে ;
কহ এবে ভূপতিরে পুত্রে উদ্ধারিতে ;
একাকী ভূপাল যেন গিয়া বীরপাশ,
অর্পে সেই দ্রব্য, তার যাহে অভিলাষ।
একা যা'বে, মম ইচ্ছা, বিনা দলবল,
বৃদ্ধদূত সঙ্গে এক যাইবে কেবল,

রথ চালাইতে আছে নিপুণতা যার,
আনিতে সে পূতকায়া ট্রয়ের মাঝার।
না আছে বিপদ কোন, নাহি মৃত্যুডর ;
রক্ষিব ভূপালে আমি শত্রুর ভিতর।
নির্ব্বিঘ্নে হার্মিস তাঁয় দেখাইয়া পথ,
ল'য়ে যা'বে যথা অবস্থিত মহারথ।
বজ্রহৃদি একিলিস্ শূন্য-দয়ালেশ,
কদাচ নারিবে তাঁর স্পর্শিবারে কেশ।
আশ্রিতের প্রতি বীরশ্রেষ্ঠ যেই জন,
কভু নহে ক্রূর, জানে কর্ত্তব্য আপন।
এ বাক্যে আইরিস্, ধনুঃ করিয়া প্রকাশ,
চলে বেগে সন্তাপিত প্রায়ামের পাশ।
দেখে দেবী, সিংহাসন করিয়া বেষ্টন,
বরষিছে অশ্রুধারা রাজপুত্রগণ।
শোক-সন্তাপিত পিতা মধ্যেতে শায়িত,
(দুখদৃশ্য !) পরিচ্ছদে মুখ আবরিত,
অদৃশ্য সবার ; আহা ! হয়ে ক্ষিপ্তপ্রায়,
দুই হস্তে পাংশু ল'য়ে মস্তকে মাখায়।
ভূপাল-নন্দিনীগণ প্রতি ঘরে ঘরে,
করি' আর্ত্তনাদ, হর্ম্ম্য বিদারিত করে,
স্মরি' তার গুণগ্রাম, পূর্ব্বে যেই জন,
বংশের গৌরব, ভূমে পতিত এখন !
আবির্ভূতা দেবদূতী ভূপতি সকাশ,
করে মৃদুস্বরে নিজ অন্তর প্রকাশ ;—
না কহি অশুভ, ভূপ ! পরিহর ভয় ;
প্রেরিলেন মোরে হেথা যোভ্ দয়াময়।

আদেশিল ঈশ, গিয়া শত্রুর শিবিরে,
প্রচুর নিষ্ক্রয়ে পুত্রে উদ্ধার অচিরে।
একা যা'বে, ইচ্ছা তাঁর, বিনা দলবল,
বৃদ্ধদূত সঙ্গে এক যাইবে কেবল,
রথ চালাইতে আছে দক্ষতা যাহার,
আনিতে সে পূত কায়া ট্রয়ের মাঝার।
না আছে বিপদ কোন, নাহি মৃত্যুডর,
রক্ষিবে ভূপাল! ঈশ শত্রুর ভিতর।
নির্ব্বিঘ্নে হার্মিস্ তোমা দেখাইয়া পথ,
লয়ে যা'বে যথা অবস্থিত মহারথ।
বজ্রহৃদি একিলিস্ শূন্য-দয়া-লেশ,
কদাচ নারিবে তব স্পর্শিবারে কেশ।
আশ্রিতের প্রতি, বীরশ্রেষ্ঠ যেই জন,
কভু নহে ক্রূর, জানে কর্ত্তব্য আপন।
কহি' অন্তর্ধান দেবী। আদেশে ভূপতি,
অশ্বতর-রথ-সজ্জা কর শীঘ্রগতি;
আনহ সিন্ধুক এক বৃহৎ আকার।
রাজপুত্রগণ আজ্ঞা, সম্পাদে রাজার।
পশিল ভাণ্ডারে এবে ভূপ বিষাদিত,
চন্দনের কড়িকাষ্ঠে অতি সুবাসিত,
সাম্রাজ্যের সর্ব্বধন স্থাপিত তথায়;
আহ্বানিয়া অতঃপর কহিল প্রিয়ায়;—
অভাগিনি প্রণয়িনি অসুখী রাজার!
স্বামীর দুখের অংশ লহগো এবার।
দেখিয়াছি দেবদূতী উতরি' ভূমিতে,
আদেশিল মোরে একিলিসে শান্ত্বনিতে;

ত্যজিয়া প্রাসাদ মম, শত্রুপাশে গিয়া,
উদ্ধারিতে হতসুতে বহুধন দিয়া।
ব্যক্ত কর মনোভাব; অন্তর আমার,
চাহে যেতে অগণন শত্রুর মাঝার।
 এত কহে বৃদ্ধ ভূপ। এ বাক্যে তাঁহার,
কহিল মহিষী স্রাবি' নয়ন-আসার ;—
কোথা যা'বে প্রিয়তম ! হ'য়ে ক্ষিপ্তপ্রায় ?
সে বুদ্ধি-প্রাখর্য্য তব রহিল কোথায়,
এককালে ফ্রিজিয়ায়, বিদেশে বিদিত,
কিরূপে সম্পূর্ণরূপে হইল দূরীত ?
যা'বে একা শত্রুমাঝে, সে জনার পাশ,
(অহো বজ্রহৃদি !) যাহে বংশের বিনাশ !
হেরিবে সে ভীম মূর্ত্তি, সেই করদ্বয়,
মম হেক্টরের রক্তে এবে রক্তময় !
হায় ! নাথ ! না জানে সে অশ্রিত-রক্ষণ,
ঘোষিছে কিরূপ দয়া হত পুত্রগণ,
মহাবীর, মহাযোদ্ধা ! তুষিতে তাহায়,
কি সাধ্য তোমার ? ক্রূর বৃদ্ধে না ডরায়।
যেও না যেও না নাথ ! এ পুরে এখন,
করিব রোদন মোরা, যাবৎজীবন।
জনমিল ধরাধামে অভাগা সন্তান,
হানিবারে পিতৃহৃদে বিষময় বাণ !
হইতে শকুনি-ভক্ষ্য আইল ভুবনে,
দিতে প্রাণ ক্রূরমতি পিলুস্-নন্দনে !
পাইতাম যদি উষ্ণ শোণিত তাহার,
তবে উপশম কিছু হ'ত এ জ্বালার !

হেক্টরের হেন দশা সাজে কি কখন,
কাপুরুষ সম যেই না ত্যজে জীবন ?
মম পুত্র বীরশ্রেষ্ঠ, দেশ-রক্ষা তরে
দিল প্রাণ বীরসম সম্মুখ সমরে।
না নিবার মোরে রাজ্ঞি ! না দেখাও ভয়
এ বাক্যে, পেচক যথা অমঙ্গল কয়,
(অচঞ্চল চিতে বৃদ্ধ কহিল বচন :)
ঈশ্বর যা দশে মোরে, বৃথা নিবারণ।
দৈবজ্ঞ বা পুরোহিত না যাইতে কয়,
এ আদেশ, অয়ি ভীরু ! মানবের নয়।
দেবদূতী আজ্ঞা মোরে করিল জ্ঞাপন ;
দেখেছি নয়নে, মিথ্যা না হ'বে কখন।
যাইতেছি আজ্ঞাক্রমে, হে সুরনিচয় !
বিপক্ষ-শিবির মাঝে যদি মৃত্যু হয়,
নহি ক্ষুব্ধ তাহে। মোরে বধুক সে জন !
হউক পুত্রের সহ পিতার মিলন !
মম ইচ্ছা, একবার ধরিব হৃদয়ে,
দেখিব সে হত সুতে অন্তিম সময়ে।
অতি ব্যগ্রভাবে, বৃদ্ধ এতেক কহিয়া,
দ্বাদশ গালিচা রম্য ফেলে আকর্ষিয়া,
বহু পরিচ্ছদ কারুকার্য্য-সুশোভিত,
দ্বাদশ অবগুণ্ঠন সুবর্ণ-খচিত ;
দুইটী ত্রিপদ, দুই পাত্র মনোহর,
দশটী কাঞ্চন-তোড়া নিল অতঃপর ;
চারু পানপাত্র এক শিল্পকার্য্যময় ;
(লব্ধ ইহা থ্রেস্ সহ সন্ধির সময়।)

ক্ষিপ্ত পিতা, মৃত-দেহ-উদ্ধার-কারণ,
ভাবে তুচ্ছ, ভাণ্ডারেতে আছে যত ধন!
বৃদ্ধ ভূপ, পুত্রশোকে পাগলের প্রায়,
সমীপস্থ ভৃত্যগণে সরোষে খেদায়।
ফিরে দাসকুল বৃথা সেবিবারে তাঁয়;
কাহারো বদন ভূপ দেখিতে না চায়।
কহে বৃদ্ধ,—কেন হেথা রে অভাগাগণ!
দূর হও, না দেখাও বিমর্ষ বদন।
নাহি কি দুখের বস্তু গৃহেতে সবার?
যতই বিষাদ শোক কেবল আমার?
দুখ-অবতার যোভ্ ক'রে কি আমায়,
রাখিলেন দেখাইতে মানব সবায়?
নহে,—দুখী সবে; হ'বে সবারি পতন।
ঈশ সর্ব্ব তরে ধ্বংস করেছে সৃজন।
সে হেক্টরে নহি আমি বঞ্চিত কেবল;
হৃত তোমা সবাকার দর্প, তেজঃ, বল!
হেরিতেছি রক্তে ট্রয় রঞ্জিত সবার!
দেখিতেছি ধরাশায়ী ও বজ্র প্রাকার!
না আসিতে ও দুর্দ্দিন হে অমরগণ!
প্লুটোর আগারে মোরে করহ প্রেরণ।
এত কহি' ভূপ যত বান্ধবে খেদায়।
নিরস্ত আত্মীয়গণ ভূপতি-আজ্ঞায়।
পড়িল আক্রোশ তাঁর পুত্রগণ প্রতি।
পলিটিস্, এগাথনে আহ্বানে ভূপতি,
পারিস্, ডিইফোবস্, ডায়স্, পেমন,
বিজ্ঞ হেলিনস্, নম্রমতি এণ্টিফন্,

হিপোথাউসেরে আর; এই নয় জন,
বহু পুত্র মাঝে মাত্র জীবিত এখন!
অসুখী পিতার কুলাঙ্গার পুত্রগণ!
কেন না মরিছ সবে হেক্টর-কারণ?
হায়! আমি বীর পুত্রে হইনু বঞ্চিত,
কুলের কলঙ্ক তোরা কেবল জীবিত!
বীরেন্দ্র মেষ্টর সদা দুর্দ্ধর্ষ সমরে,
বলী ট্রয়লুস সহ এক রথ প'রে,
অতঃপর সে হেক্টর অমর সমান
হেন গুণী নহে কভু মানব-সন্তান!
ভীম মার্স্ এ সবায় করিল সংহার,
অবশিষ্ট এবে মাত্র যত কুলাঙ্গার,
আমোদ, সঙ্গীত নৃত্য যাদের কামনা,
অতি লোভী চাটুকার ট্রয়ের লাঞ্ছনা!
কেমনে নিশ্চিন্ত তোরা? হেক্টরে আনিতে,
কেন মম রথ-সজ্জা না কর ত্বরিতে?
বৃদ্ধ জনকের হেন পরুষ ভাষায়,
পুত্রগণ রথ-সজ্জা করিল ত্বরায়;
উচ স্থানে সে সিন্ধুক করিল বন্ধন।
নব রথ রম্য শোভা করিল ধারণ।
আব্‌লুসের যুগ কারুকার্য্যে শোভা পায়।
রশ্মি-রক্ষাহেতু অঙ্গুরীয় বদ্ধ তায়।
রথ-গাত্রে ত্বরা যত ভূপাল কোঙর,
নয় হস্ত পরিমিত ঝুলায় ঝালর।
নানা উপহার এবে, (হেক্টর-উদ্ধারে,)
রাখে রথে ভৃত্যগণ, তিতি' অশ্রুধারে।

অশ্বতরগণে তারা করয়ে বন্ধন,
(ট্রয়-ভূপতিরে করে মিসিয়া অর্পণ ;
কিন্তু তেজী অশ্বগণে আনি' শীঘ্রগতি,
ব্যগ্র ভাবে নিজ রথে যুজেন ভূপতি,
অতি ক্ষুব্ধ তবু নহে বিরত ইহায় ;
পার্শ্বস্থিত বৃদ্ধ দূত সাহায্যে তাঁহায়।
যবে দোঁহে রথে অশ্ব যুজে সযতনে,
দুখিনী হেকুবা আসে সুদ্রুত গমনে।
মিষ্ট মধুপূর্ণ স্বর্ণপাত্র সুশোভন,
(অমরের তুষ্টি তরে করিতে তর্পণ,)
ধরিয়া দক্ষিণ করে, রথ-পাশে গিয়া,
অর্পিল ভূপালে রাজ্ঞী এতেক কহিয়া ;—
ধর, অর্প যোভে ; যেন নির্ব্বিঘ্নে আবার,
হও প্রত্যাবৃত্ত গেহে, কৃপাতে তাঁহার।
অবহেলি' মম বাক্য, পরিহরি' ডর,
যাইবারে শত্রু মাঝে করেছ অন্তর ;
যাচ তাঁর কাছে, যিনি ইডার শিখরে,
করিছেন দৃষ্টিপাত এ ধ্বংস নগরে,
যাচ, যেন বাহনেরে করিয়া প্রেরণ,
করেন কৃ ালু দেব পথ প্রদর্শন।
তাঁর প্রিয় খগরাজ সবার সকাশে,
এখনি উড্ডান হ'ন দক্ষিণ আকাশে।
দেখি' শুভ চিহ্ন, পরিহরি' ভয়-লেশ,
যাও নাথ! পালিবারে যোভের আদেশ ;
কিন্তু এ শকুন ঈশ যদি না দেখায়,
হও ক্ষান্ত, দাও কর্ণ দাসীর কথায়।

যুক্ত বটে, (কহে ভূপ) ভক্তি-প্রদর্শন
সে ঈশ্বরে; কে কৃপালু যোভের মতন ?
এত কহি', সমীপস্থা কিঙ্করীর প্রতি
আদেশিল ভূপ, বারি আন শীঘ্রগতি;
(জলপাত্র ল'য়ে দাসী ছুটিল নির্ঝরে;)
রাজ্ঞীদত্ত হেমপাত্র লইলেন পরে।
ভক্তিপূর্ণ চিতে মধু ভূমেতে ঢালিয়া,
কহে ভূপ করপুটে, আকাশে চাহিয়া ;—
অনাদি, অনন্ত, স্বর্গরাজ্য-অধীশ্বর !
সতত পূজিত পূত ইডা-শৃঙ্গোপর !
ভীম একিলিস্-পাশে যাহ মোরে ল'য়ে,
অর্পহ করুণা তার কঠিন্ হৃদয়ে।
যদি হেন ইচ্ছা তব, করহে প্রেরণ
খগরাজে, করিবারে মঙ্গল জ্ঞাপন।
তব প্রিয় পক্ষিবর সবার সকাশে,
এখনি উড্ডীন হ'ন দক্ষিণ আকাশে ;
তা হ'লে হে দেব ! তব প্রসাদ জানিয়া,
যাই শত্রুদল-মাঝে, আশঙ্কা ত্যজিয়া।
শুনেন প্রার্থনা যোভ্ ; আশ্বাসিতে তাঁয়,
স্বর্গ হ'তে খগরাজে প্রেরেন ত্বরায়,—
অমর বিহঙ্গ বাস করে স্বর্গধামে,
দেব মাঝে পরিচিত পেরিনস্ নামে।
সিংহদ্বারসম স্থান করি' অধিকার,
বিস্তারি' বিহঙ্গ পক্ষযুগ দীর্ঘাকার,
দক্ষিণ আকাশে, ঘোর নিস্বন তুলিয়া,
অবতরে তীরবেগে ঘুরিয়া ঘুরিয়া।

সবার বদনে হর্ষ হইল উদয় ;
সজলনয়না রাজ্ঞী মুছে আঁখিদ্বয়।
অধৈর্য্য হইয়া রাজা উঠে রথ'পরে ;
পিত্তল তোরণ তাঁর বাজে পদভরে।
উপহার-পূর্ণ রথ, যত অশ্বতরে
আকর্ষিল ; বৃদ্ধ ইডিয়স্ রশ্মি ধরে।
ভূপতি আপন রথে, রশ্মি করে গিয়া,
চলে প্রবেষ্টিত বন্ধুবর্গ মধ্য দিয়া।
ধাবি' রথ-পশ্চাতেতে যত পৌরগণ,
গণি' পরমাদ' করে অশ্রু বরিষণ ;
উত্তোলিয়া বাহুদ্বয়, অনুরাগ ভরে,
হেরে স্থির নেত্রে, যেন জন্মশোধ তরে।
ছুটিল সমীরবেগে ভূপতির রথ ;
ফিরে গেছে প্রজাদল ত্যজি' রাজপথ।
নিরখিয়া ধাবমান ভূপতিরে হায় !
হইলেন যোভ্‌দেব আদ্র করুণায় ;
কহেন হার্মিসে এবে, শুন হে অমর !
দয়া তব নর'পরে আছে নিরন্তর,
সমুর্পিনু এক জনে আজি তব করে।
যদি অনুকূল তুমি নরজাতি' পরে,
যাও, রক্ষ ভূপে ; ল'য়ে নির্ব্বিঘ্নে উহাঁয়,
যাও, একিলিস্ বীর বিরাজে যথায়।
    শুনিল বচন দেব ; বাঁধি' সেইক্ষণে,
অপরূপ পক্ষযুগ, ভাসিল পবনে,
যে পক্ষ-কৌশলে তিনি মুহূর্ত্ত ভিতর,
পারেন তরিতে পৃথ্বী, ভূধর, সাগর ;

ধরে দণ্ড অতঃপর নিদ্রা নিবারণ,
কিংবা তন্দ্রাগ্রস্ত তাহে প্রাণীর নয়ন!
হার্মিস্ এরূপে সাজি', সমীরণ ভরে,
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল হেলেস্পণ্ট'পরে।
সুন্দর যুবকরূপ করিয়া ধারণ,
অবতরে দেব, যেন ভূপাল নন্দন!
মোহন প্রদোষ এবে হ'য়ে প্রকাশিত,
ছটায় সমগ্র ভূমি করিল রঞ্জিত;
বৃদ্ধ দূত সহ ভূপ, এ হেন সময়,
(রম্য স্রোতস্বতী-তীরে রাখি' রথদ্বয়,
ইলস্-মন্দির বেড়ি' বহে কলস্বনে,)
করায় বিশ্রাম অশ্ব অশ্বতরগণে।
অত্যল্প আলোকে দূত অগ্রে নিরখিয়া
নর-আগমন, কহে ভূপে সম্বোধিয়া;—
হেরিতেছি শত্রু, নৃপ! হও সাবধান;
বিপদ অবজ্ঞা নাহি করে জ্ঞানবান;
অতি ভীত আমি, বুঝি আসন্ন নিধন।
দাও সুমন্ত্রণা। নহে যুক্ত পলায়ন?
অথবা দুর্ব্বল মোরা, কি পারি এক্ষণে,
যাচিব কি প্রাণভিক্ষা পড়িয়া চরণে?
শুনি' হেন বাক্য বৃদ্ধ, বিশুষ্ক বদন,
রোমাঞ্চিত সর্ব্ব অঙ্গ, বাজিল দশন।
ভাঙ্গিল হৃদয় তাঁর, বর্ণ আসে যায়;
আতঙ্কেতে সর্ব্ব অঙ্গ সঘনে কাঁপায়;
অমর হার্মিস্ এবে হ'য়ে অগ্রসর,
কহিলেন মৃদুবাক্যে, ধরি' তাঁর কর;—

কহ পিতঃ! যবে ধরাবাসী সমুদায়
সুপ্ত নিদ্রাগমে, কোথা যাইছ নিশায়?
অগণন বলী গ্রীক শত্রুর ভিতর,
কি হেতু বিচরে তব অশ্ব অশ্বতর?
দেখা'তে বিভব নিজ করেছ কি আশ,
তা সবে, যাদের হেতু বংশের বিনাশ?
বিপদ-উদ্ধারোপায় কিবা আছে হায়!
নহ যুবা, বৃদ্ধ দূত কেবল সহায়!
তথাপি আশঙ্কা নাহি কর অকারণ;
আমা হ'তে বিঘ্ন তব না হ'বে কখন;
রক্ষিব গ্রীকের মাঝে; ও দল মাঝার,
রাজে প্রতিমূর্ত্তি মম প্রতাপী পিতার।
তব মধুময় বাক্যে হইল প্রমাণ,
কৃপাপর তুমি! (কহে স্থবির-প্রধান।)
বিপদ-জড়িত আমি; কিন্তু দেবগণ,
কৃপা করি' বৎস! তোমা করিল প্রেরণ।
হউক মঙ্গল তব! মানব ভিতরে,
তব সম রূপ গুণ কেহ নাহি ধরে!
করিতেছে অকারণ প্রশংসা আমায়,
(উত্তরিল দেবদূত কোমল ভাষায়।)
কহে পিতঃ! ভীতিময় এ প্রান্তর দিয়া,
যাইছ কি অবশিষ্ট ধনরাশি নিয়া,
নির্ব্বিঘ্নে বান্ধবকারে করিতে স্থাপন;
প্রিয়জন্ম দেশ তাই করিলে বর্জ্জন?
কিংবা পলাইছ এবে? ট্রয়ের এবার
কি হইবে, তব শূর পুত্র নাহি আর?

কহিল চমকি' নৃপ, দেহ পরিচয়
কে তুমি, কোথায় বাস, কাহার তনয়,
জানিলে কেমনে, আমি বঞ্চিত হেক্টরে ?
নীরবে প্রায়াম্, এবে হার্মিস্ উত্তরে ;—
কেন কাঁদাইতে পুনঃ কর পিতঃ ! আশ,
জিজ্ঞাসিছ মোরে তুমি দুঃখ ইতিহাস ?
স্বচক্ষে হেক্টরে হেরিয়াছি বহুবার,
গ্রীকরক্ত-সুরঞ্জিত, সমর মাঝার !
দেখিয়াছি, যবে বীর যোভ্দেব প্রায়,
সঞ্চালে দীপ্ত অনল, বিত্রাসি' সেনায় !
না দিনু সাহায্য তাঁয় ; একিলিস্ বীর
নিবারিল মোরে, ক্রোধ-কম্পিত-শরীর।
দর্পী মার্ম্মিডীয় বংশে জনম আমার,
এক পোতে আসি দোঁহে এ দেশ মাঝার।
পেলিক্টর্ পিতা মম, সর্ব্বত্র পূজিত,
তব সম বৃদ্ধ, রণক্ষেত্রে পরিচিত।
আমি, তাঁর সপ্ত দর্পী সুতের ভিতরে,
আইনু কুমার সহ যুঝিতে সমরে।
মম কার্য্য আজি, এই স্থানের রক্ষণ ;
প্রাতঃকালে ট্রয় আক্রমিবে গ্রীক্গণ।
সমর-উৎসুক তারা, নিদ্রা নাহি যায় ;
নারে নেতাগণ দমিবারে তা সবায়।
যদি তুমি হও পেলিডিস্-অনুচর,
(শোকসন্তাপিত ভূপ করেন উত্তর,)
কহ সত্য করি', অহো ! স্থাপিত কোথায়,
মম সুত-দেহ ? এবে কিবা দশা হায় ?

ছিঁড়িছে কি ক্ষেত্রে কায়া মাংসাশি-নিকরে,
অথবা অক্ষত আছে শিবির ভিতরে ?
ওহে দেবপ্রিয় ধীর ! (উত্তরে আবার,
নররূপী দেব, প্রিয় নর-দেবতার,)
শকুনি কুক্কুরে নাহি ছিঁড়ে সে শরীরে,
স্থাপিত অক্ষতভাবে এখনো শিবিরে ;
দ্বাদশ দিবস দেহ স্থাপিত তথায়,
বায়ু, কীট নাহি করে দূষিত তাহায়।
ঊষাকালে একিলিস্ সে কায়া টানিয়া,
ভ্রমে রোষে বান্ধবের মন্দির বেড়িয়া ;
তথাপি শরীর তাঁর না হয়েছে ক্ষত,
শায়িত নিহত বীর জীবিতের মত,
কে বলিবে গতপ্রাণ ! নাহি চিহ্নলেশ
কোন অঙ্গে, কোন স্থানে, অক্ষত বীরেশ,
যদিও আহত বহু। কোন কৃপাময়
অমর সে কায়া রক্ষা করেন নিশ্চয় ;
কিংবা সর্ব্ব দেবগণ, বীর যাঁ সবায়
পূজে ভক্তিভাবে, এবে না ত্যজে তাঁহায়।
এত কহে দেবদূত প্রায়ামের প্রতি ;
আনন্দে বিহ্বল উত্তরিল নরপতি ;—
এ নশ্বর নরলোকে ধন্য সেই জন,
করে যেই দেবগণে ভক্তি প্রদর্শন ;
অলিম্পস্-শিরঃবাসী ত্রিদশ নিচয়ে,
না' ভুলে তনয় মম মদমত্ত হ'য়ে ;
কৃপাপর গুণগ্রাহী অমর নিকর,
নহেন বিমুখ মৃত সাধুর উপর।

কিন্তু হে যুবক! মম কৃতজ্ঞতা তরে,
এ সুরম্য পানপাত্র ধর নিজ করে;
নহেন বিমুখ যদি দেব দয়াময়,
ল'য়ে চল পেলিডিস্‌-শিবিরে আমায়।
কহে ছদ্মদেব,—ক্ষান্ত হও হে রাজন্‌!
না দেখাও লোভ, ভ্রমপূর্ণ যুবাজন;
কোন উপহার কভু পারি কি লইতে,
গুপ্ত ভাবে, প্রভু যাহা নারেন জানিতে?
প্রভুর এ প্রাপ্য দ্রব্য করিলে গ্রহণ,
হইব নিশ্চয় চৌর্য্য-পাপেতে মগন।
প্রভুভক্ত আমি, নাহি চাহি উপহার;
পরিণাম ভয়াবহ হইবে ইহার।
ল'য়ে যেতে পারি দূর আর্গস্‌-সীমায়,
সদা অনুবর্ত্তী থাকি' রক্ষিব তোমায়;
করিব সকল বিঘ্ন দূর নিরন্তর,
দুর্গম বিপিনে, কিংবা ভীম সিন্ধু'পর।
এত কহি' রথে দেব করি' উলম্ফন,
ঘূরাইল কশা, রশ্মি করিয়া ধারণ।
দেব উত্তেজনে পরিশ্রান্ত অশ্বচয়
ছুটে বেগে, নববল-পূরিত-হৃদয়।
উত্তরি' অরি-প্রাকারে নিরখিল সবে,
ব্যাপৃত রক্ষকগণ, অশন-উৎসবে।
দণ্ডের কুহক দেব করি' প্রকাশিত,
করিলেন রক্ষিগণে নিদ্রায় মোহিত।
উদ্‌ঘাটি' প্রবল দেব ভীমাকার দ্বার,
চলিলেন রথ সহ পরিখার পার।

একে একে অরিগৃহ উলঙ্ঘি' অচিরে,
উত্তরিল সবে পেলিডিসের শিবিরে।
দেবদারু ছাদ, তাহা কৌশলে আবৃত
শরপত্রে, সিন্ধুতীর হ'তে সংগৃহীত ;
সুবেষ্টিত দীর্ঘ গৃহ মধ্যে শোভা পায়
(রচে সেনা) বীরবর বসেন তথায়।
প্রকাণ্ড অতীব গুরু অপরূপ দ্বার,
দীর্ঘ শালতরু এক অর্গল তাহার ;
বলী গ্রীক্‌দ্বয় তাহা না পারে নাড়িতে,
এক মাত্র একিলিস্ পারেন তুলিতে।
হার্মিস্ (দেবের বল !) খুলে সে তোরণ ;
রথ হ'তে দেবদূত নামি' সেই ক্ষণ,
কহেন প্রকাশি' মূর্ত্তি, শুন নৃপবর !
পথ প্রদর্শন তব করিল অমর ;
আপনি হার্মিস্ আমি, থাকি সুরসহ,
শিল্পবিদ্যা দিই নরে, যোভ্-বার্ত্তাবহ।
চলিলাম ভূপ ! তবে স্বরগে ত্বরায়,
পাছে একিলিস্ মম দরশন পায়,
সর্ব্ব মানবের ভাগ্যে না ঘটে কখন,
দুর্লভ প্রদীপ্ত-বপু দেব-দরশন।
পশহ নির্ভয়ে, অনুনয় কর তায় ;
অর্পহ শপথ তার উল্লেখি' পিতায়,
মাতা পুত্রে ! কর হেন যাহাতে সে বীর,
অর্পে আদ্রচিতে তব সুতের শরীর।
এতেক কহিয়া ভূপে দয়াদ্র অমর,
মুহূর্ত্তে লুকা'ন নীল অম্বর ভিতর।

আশ্বাসিত হ'য়ে রাজা তথায় উতরে ;
রহে মাত্র বৃদ্ধ দূত রথের উপরে।
বহু গৃহ মাঝে নৃপ ভ্রমি' ধীরে ধীরে,
হেরিলেন একিলিসে মধ্যের শিবিরে,
আসীন তথায় বীর, সহ বন্ধুদ্বয়,
বীর আল্‌সিমস্‌, অটোমিডন দুর্জ্জয় ;
সেবিছে তাঁহায় মাত্র এই দুই জন ;
দূরেতে দণ্ডায়মান পরিচরগণ।
　　অলক্ষিতে ভাবে ভূপ প্রবেশি' তথায়,
পড়িলেন একিলিস্‌ বীরেশের পায় ;
হইল সহসা দৃশ্য অতি চমৎকার ;
ধরিয়া চরণদ্বয় শ্রাবে অশ্রুধার ;
সে কর সঘনে ভূপ করেন চুম্বন,
হরিয়াছে যাহা প্রাণপুত্রের জীবন !
　　যথা যবে হত্যাকারী (সশঙ্কিত-চিত,
ত্যজে নিজ জন্মদেশ হইয়া তাড়িত,)
যায় দূরে, তবু ভীত চমকিত অতি !
মুগ্ধ সবে ; একিলিস্‌ নিরখে তেমতি ;
সেইরূপ রহে স্তব্ধ যত জনগণে ;
মৌনী সবে, তবু যেন জিজ্ঞাসে নয়নে ;
হেরে পরস্পর, কেহ নারে প্রকাশিতে ;
স্থবির ভূপতি এবে লাগিল কহিতে ;—
　　স্মরি' ওহে দেবপ্রিয় প্রবীর দুর্জ্জয় !
বৃদ্ধ জনকেরে, মোরে হও হে সদয়।
আমাতে নেহার তব পিতার আকৃতি,
পলিত বদন, কেশরাজি শুভ্র অতি ;

শুষ্ক অবয়ব তাঁর কর দরশন।
সর্ব্বে মম তুল্য, নহে দুর্ভাগ্য এমন !
হয়তো এক্ষণে কোন বিপদ দুর্ব্বার,
(কিনা নর ভাগ্যে !) শান্তি ভাঙ্গিয়াছে তাঁর;
ভেবে দেখ, যেন তব জনক স্থবির,
পলাইছে শত্রুভয়ে শ্রাবি' অশ্রুনীর !
তথাপি হে বীর ! আছে শান্ত্বনা তাঁহার ;
শুনেন শ্রবণে তিনি জীবিত কুমার ;
পুনর্ব্বার শান্তি তাঁর নহে অসম্ভব,
পার গিয়া করিবারে শত্রু-পরাভব।
না আছে ভরসা আশা মম এ হৃদয়ে,
বধিয়াছ মম পুত্রশ্রেষ্ঠ সে তনয়ে !
আহা ! যবে গ্রীক্ নাহি আসে ইলিয়নে,
বিহরিত গুণবতী সুন্দরীর সনে,
উনিশ সোদর—হত, হত সমুদয় !
প্রায়ামের অঙ্গে কত রক্তধারা বয় !
তথাপি আছিল এক, শোক-বিনাশক,
পিতার ভরসা, জন্মদেশের রক্ষক।
বধিয়াছ তুমি তায় ! তব তরবারে,
নিহত সে বীরশ্রেষ্ঠ স্বদেশ-উদ্ধারে !
তারি হেতু আসিয়াছি শত্রুমধ্য দিয়া,
তারি তরে আছি তব চরণে পড়িয়া !
তব ক্রোধতুল্য দ্রব্য এনেছি হেথায়,
শুন অভাগার বাক্য, মান দেবতায় !
চিন্ত তব পিতৃদেবে, বৃদ্ধ অসহায়,
মম আকৃতিতে, বীর ! দেখহ তাঁহায় ;

নহে বটে হতভাগ্য; গোতে সপ্রমাণ,
বিপদেরও বশ মহারাজা বলবান!
পড়িয়া চরণে, আমি করি আলিঙ্গন
সে জনে, যা'হতে মম বংশের নিধন;
পুত্র-নিহন্তার এবে করি অনুনয়,
চুম্বি সেই হস্ত, তা'সবার রক্তময়!

এ হেন বচন বীর' করি' আকর্ণন,
স্মরি' বৃদ্ধ পিতৃদেবে, সজল-নয়ন।
ব্যথিত অন্তরে পরে স্বকরে প্রবীর,
ফিরাইল ভূপতিত ভূপতির শিরঃ।
দোঁহার অন্তরে এবে শোকের উদয়;
যুগপৎ অশ্রুধারা শ্রাবেন উভয়;
নতশিরা বীরবর, ভূপ ভূমি' পরে,
পিতৃহেতু কাঁদে এক, অন্য পুত্র তরে;
ভিন্ন ভাব একিলিস্-হৃদয়ে খেলায়,
কভু স্মরে জনকেরে, কভু বা সখায়।
হেরি' হেন শোক-দৃশ্য ক্ষুব্ধ যোধগণ;
নীরবে সকলে অশ্রু করে বরিষণ;
বীর বটে, কিন্তু এবে বিগলিত মন!

বিফল রোদন এবে করি' সংবরণ,
উঠিলেন একিলিস্ ত্যজি' সিংহাসন।
হস্তে ধরি' বীরবর বৃদ্ধে উঠাইয়া,
পলিত বদন এক দৃষ্টে নিরখিয়া,
পুনঃ সন্তাপিত; পরে শান্ত্বনিতে তাঁয়,
কহিলেন ধীরে ধীরে কোমল ভাষায়;—

কি ভীষণ শোক তব হৃদয়েতে হায় !
ওহে হতভাগ্য ভূপ ! একা, অসহায়,
শত্রুমধ্য দিয়া এলে সে জন-সকাশ,
যার কোপানলে তব বংশের বিনাশ !
নিশ্চয় বিধি ও হৃদি গঠিল পাষাণে,
না হইতে চূর্ণীভূত ভীম শোকবাণে।
উঠ এবে ; এস সুস্থ করি এ অন্তর ;
বৃথা ক্ষোভ ; দুখভোগ-হেতু জন্মে নর।
এ হেন নিয়ম আহা ! করে দেবগণ ;
তাঁদেরি কেবল মাত্র সুখের জীবন।
যোভ্-সিংহাসন পাশে দ্বিকুম্ভ স্থাপিত,
সুখপূর্ণ এক, অন্য দুখঃ-প্রপূরিত ;
নর-পানপাত্র দেব তাহাতে ভরিয়া,
কারো সুখ, কারো দুখ অর্পেন বাঁটিয়া ;
মিশ্রিত বহুর ভাগ্যে। অদৃষ্টে যাহার
দুখপাত্র, সুনিশ্চয় মন্দভাগ্য তার।
শান্তিহীন সেই নর, সদা অনাহারে,
দেবনর-পরিত্যক্ত, ভ্রময়ে সংসারে।
সুখী জন সুখ নাহি ভুঞ্জে অনুদিন,
এক কালে অবশ্যই কষ্টের অধিন।
পিলুসের সম কা'র ধন পরাক্রম ?
কি শুভ নক্ষত্রে তাঁর হইল জনম।
লভেছেন রাজ্যপাট, বনিতা অমরী ;
দেবতার অনুগ্রহ ঝরে তাঁর 'পরি ;
এক দুখ তবু তাঁর এ বৃদ্ধ দশায়,
রাজ্য-অধিকারী আর কেহ নাহি হায় !

এক পুত্র, সেও (হায়!) এ দেশ মাঝার,
হইবে অকালে হত, বিধানে ধাতার;
সেই জনে দেখ ভূপ! কাঁদা'য়ে পিতায়,
উপনীত ট্রয়ে, দুখে ভাসা'তে তোমায়।
এক কালে সুখ তব ছিল হে স্থবির!
ধনে পুত্রে ছিলে তুমি শ্রেষ্ঠ ধরণীর;
বিস্তৃত ফ্রিজিয়া রাজ্য তব অধিকার;
সমগ্র লেস্‌বস্ দ্বীপে প্রভুত্ব তোমার,
তবাধীন হেলেস্পণ্ট্ সমুদ্র অপার।
কিন্তু যেই দিন দেব বিমুখ হইয়া,
দিল তব পাত্র দুঃখ-কুম্ভে ডুবাইয়া,
কি ঘটিল? বহু বীর হইল সংহার;
রণ, রক্তস্রোত তব বেড়িল প্রাকার!
হ'বে যাহ'বার; ভুঞ্জ ভাগ্যের লিখন,
মৃত হেতু বৃথা শোক কর অকারণ;
কালপুরী হ'তে তায় নার ফিরাইতে,
আরো কত দুঃখ হায়! হইবে সহিতে!

কহে ভূপ তাঁয়, ওহে দেবপ্রিয় বীর!
গ্রাসুক ধরণী মোরে! হেক্টর-শরীর,
অনাবৃত সিন্ধুতীরে রয়েছে শায়িত,
অতি ঘৃণ্য ভাবে, আহা! অন্ত্যেষ্টি-রহিত!
অর্পহ হেক্টরে, হায়! নয়নে পিতার
রাখ সেই কায়া; অন্য নাহি চাহি আর!
ভুঞ্জ বীরবর! মম এ অসীম ধন;
ফের দেশে, ট্রয়ে ক্রোধ করিয়া বর্জ্জন;

তব তিলমাত্র দয়া পাইলে প্রবীর !
পুনঃ জীবে এ অভাগা দুর্ব্বল স্থবির !

না কহ অধিক, (পুনঃ একিলিস্ কয়,
রোষচিহ্ন দুই নেত্রে হইল উদয় ;)
না চেষ্ট অশ্রুতে মম চিত্ত ভিজাইতে,
নিজে করিয়াছি মনঃ হেক্টরে অর্পিতে ;
জেন, বৃদ্ধ ! যোভ্-বার্ত্তা আনিল জননী,
(রজত-বরণা দেবী, জলধি-নন্দিনী,) ;
হেথা আসিয়াছ তুমি দেবতা-কৃপায় ;
দিয়াছেন দেব কোন সাহস তোমায় ;
মনুষ্যের সাধ্য নহে খুলা এ তোরণ ;
অসম সাহসী গ্রীক্ না পারে কখন
আসিতে হেথায়, রক্ষী করিয়া বঞ্চন !
থাম, পাছে লঙ্ঘি' ভূপ ! যোভের আদেশ,
দেখাই তোমায়, আসিয়াছ শত্রু-দেশ ;
ত্যজ বাক্য-চতুরতা, চরণ ত্বরায়,
না কাঁপাও আর মম দৃঢ় অভিপ্রায়।

মানিল বচন বৃদ্ধ প্রকম্পিত কায়।
বাহিরিল একিলিস্ কেশরীর প্রায় ;
চলিল অটোমিডন্, আল্‌সিমস্ আর,
(সখামৃত্যু-পরে দোঁহে সহচর তাঁর) ;
চলে দোঁহে মোচিবারে অশ্ব অশ্বতরে,
আনিতে সে বৃদ্ধ দূতে শিবির ভিতরে ;
অতঃপর রথ হ'তে তুলেন উভয়,
নানা মনোহর দ্রব্য (হেক্টর-নিস্ক্রয়)।

দুই পরিচ্ছদ, এক গালিচা চিকণ,
শব আবরিতে তারা করিল বর্জ্জন।
কিঙ্করী নিকরে পরে আহ্বানে ত্বরিত,
ধৌত করি' শব, তৈলে করিতে চর্চ্চিত,
প্রায়ামের অসাক্ষাতে ; পাছে সে স্থবির,
হৃদিভেদী পুত্র-শোকে হইয়া অধীর,
পড়ে পেলিডিস্-কোপে ; স্থবিরত্ব হায় !
কিংবা যোভাদেশ, নারে নিবারিতে তায়।
রম্য পরিচ্ছদ শবে পরাইল পরে।
একিলিস্ রাখে কায়া খট্টিকা উপরে।
যবে রথে তুলে দেহ সকলে মিলিয়া,
ক্ষোভে কহে বীর পেট্রোক্লসে উদ্দেশিয়া,

যদি সে আলোকহীন আঁধার ভবনে,
নরকার্য্যে প্রেতগণ ক্ষুন্ন হয় মনে,
ক্ষম সখে! মোরে ; আজি করিনু পূরণ,
(অর্পিয়া হেক্টরে,) দেবপতির মনন।
অর্পিল জনক মোরে যত উপহার,
সাজাইব তাহা দিয়া মন্দির তোমার।

এত কহি' সিংহাসনে বসে গিয়া বীর ;
অবস্থিত সম্মুখেতে প্রায়াম্ স্থবির ;
সম্বোধি' দেবাভ শূর কহিল তাঁহায় ;—
ত্যজিনু তনয়ে হের, তব প্রার্থনায় ;
রম্য খট্টিকায় শব শায়িত এক্ষণে ;
সুন্দর প্রভাত হ'লে প্রকাশ গগনে,
পারিবে হেরিতে তুমি আপন নয়নে।

কিন্তু এ সুখসময়ে, পবিত্র নিশার,
আবশ্যক, ওহে ভূপ ! বিশ্রাম আহার ;
শোকাধীন হ'য়ে পিতঃ ! কভু যুক্ত নয়,
সেই দ্রব্যে অবহেলা, যাহে প্রাণ রয়।
ছিল পুরাকালে ভূপ ! নিয়োবী মোহিনী,
তব সম দুখী, বহু পুত্র-প্রসবিনী ;
ছয় যুবা পুত্র, ছয় তনয়া যুবতি
প্রবেশিল এক দিনে শমন-বসতি ;
মরিল তনয়গণ এপলোর শরে,
ডায়ানার বিষবাণে কন্যাকুল মরে।
লাটনার সমতুল্যা হ'তে ধনী চায়,
তেঁই দেবী-কোপানলে এ দুর্গতি হায় !
দেবীর যুগল সুত, দ্বাদশ রাজ্ঞীর ;
দুই জনে ছেদিল সে দ্বাদশের শিরঃ।
ধূলি-ধূসরিত কায়া ক্ষেত্রে নয় দিন,
আছিল পতিত আহা ! অন্ত্যেষ্টি-বিহীন।
কেহ নাহি তা সবার ফেলে অশ্রুজল,
(প্রস্তর, যোভের কোপে বংশের সকল) ;
অতঃপর দেবগণ দয়াদ্র হইয়া,
সম্মানিল তা সবায় মাটিতে প্রোথিয়া।
রাজ্ঞী ও পাষাণময়ী (যোভের ইচ্ছায়,)
আঁখি-স্রোতে এখনও উষর ভাসায় ;
একিলুস্ তটিনীর সলিলে যথায়,
চারু জল-দেবীদল নাচিয়া বেড়ায়,
সেই স্থানে সিপিলস্ শিখরি-শিখরে,
এখনো সে নারীমূর্ত্তি অবস্থান করে,

সদা দু'নয়ন হ'তে অশ্রু-স্রোত ঝরে।
হেন দুখ, ওহে ভূপ! অন্য জনে সয়;
স্মরি' তাহাদের সুস্থ করহ হৃদয়।
লভিয়াছে দেবকৃপা হেক্টর তোমার,
নহে উপেক্ষিত কভু অন্ত্যেষ্টি তাহার;
এখনি সলিলে তব ভাসিবে নয়ন,
ক্ষোভে ইলিয়মবাসী করিবে রোদন।

এত কহি' উঠি' বীর বাছিয়া লইল
শুভ্র মেষ; ভৃত্যগণ তখনি ছেদিল।
দেহ হ'তে চর্ম্ম তারা বিভিন্ন করিয়া,
যতনে প্রস্তুত করে খণ্ডে বিভাগিয়া;
প্রতি খণ্ড রাখি' তীব্র অনল উপর,
হস্ত দিয়া পুনঃ তাহা তুলিছে সত্বর।
অন্নেতে ভরিয়া পাত্র বৃহত উজ্জ্বল,
আনিল সে গৃহে অটোমিডন্ সবল।
আপনি, স্বকরে বীর করেন বণ্টন:
সর্ব্বজন করে সুখে মিষ্টান্ন ভোজন।
হইল সবার যবে সমাপ্ত আহার,
বিস্ময়ে ভূপেরে বীর হেরে এই বার;
সম কৌতূহলে শূরে নিরখে ভূপতি,
দেবসম কলেবর, গম্ভীরা মূরতি।
হেথা যৌবনের দর্প, প্রতাপ-মিশ্রিত,
হোথা পূত স্থবিরত্ব, নম্রতা-পূরিত;
বহুক্ষণ দেখে দোঁহে, অবাক উভয়,
(চমৎকার দৃশ্য!) শূরে বৃদ্ধ ভূপ কয়;—

আদেশ হে যোভ্-প্রিয় প্রবীর দুর্জ্জয় !
আস্বাদিতে, সুখনিদ্রা এ হেন সময় ;
যেই দিন হ'তে মম পুত্র মহাবল
গণ্য প্রেতমাঝে, মম শয্যা ধরাতল ;
সুখনিদ্রা নাহি চাহে এ সিক্ত নয়ন,
দুখ দীর্ঘশ্বাস মম কেবল অশন ;
হ'য়ে আশ্বাসিত আজি তব সান্ত্বনায়,
করিনু আহার, চাহি থাকিতে ধরায়।

আদেশিল এবে একিলিস্ বীরবর,
কোমল চিকণ শয্যা রচিতে সত্বর।
তখনি এ বাক্যে যত কিঙ্করে মিলিয়া,
বিচাইল আস্তরণ, খট্টিকা পাতিয়া।
কহে বীর এবে, পিতঃ! ঘুমাও এক্ষণে,
কিন্তু নহ নিরাপদ, গণি শঙ্কা মনে ;
পাছে কোন আর্‌গিভ্ (জাগে এ নিশিতে,
পরামর্শহেতু, কিংবা মম আজ্ঞা নিতে,)
সহসা পশি' এ মুক্ত শিবিরেতে হায় !
বিলোকন করি' তোমা বিপদ ঘটায়।
শুনি' তব আগমন নরেশ নিশ্চয়,
করিবেন বন্দি তোমা, লইতে নিষ্ক্রয়।
যদি কোন অভিপ্রায় থাকে তব চিতে,
কহ ত্বরা ভূপ ! হেক্টরের অন্ত্যেষ্টিতে,
কত দিন আবশ্যক ? তাবৎ কখন,
না ধরিব অস্ত্র, ক্ষান্ত র'বে সেনাগণ।

যদি চাহ বীর ! (বৃদ্ধ করিল উত্তর,)
নিহতের দেহোদ্ধার, হ'য়ে কৃপাপর,

যাচি মাত্র এক ভিক্ষা ; এক তব ডরে,
কম্পান্বিত যোধকুল পশেছে নগরে ;
দূর ইডা-সমীপস্থ বিস্তৃত কানন
অগ্নিদগ্ধ, তব দর্প করিছে ঘোষণ !
আক্ষেপিতে নয় দিন প্রার্থনা আমার,
দশম দিবসে কার্য্য অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার,
পর দিনে কীর্ত্তিস্তম্ভ করিব রচন,
দ্বাদশে সমর, যদি ঈশের মনন।
তব যাচ্ঞা (কহে শূর,) হইবে পূরণ ;
তাবৎ ধ্বংশিতে ট্রয় না করিব রণ ;
বৃদ্ধের দূরিতে ভয়, পরে নিজ করে
স্পর্শি' তাঁর কর, চলে আপনার ঘরে।
সে গৃহে ব্রিসিস্ ধনী নবীন যৌবনী,
সোৎসুকে বীরের তরে জাগে সুবদনী।
বৃদ্ধ দূত সহ ভূপ বাহিরে ঘুমায়,
নয়নে শোকের স্বপ্ন নাচিযা বেড়ায়।
দেবনর নিদ্রাসুখ ভুঞ্জিছে সকল,
দয়াল হার্মিস্ দেব জাগ্রত কেবল,
ভূপতি-প্রত্যাগমন চিন্তা করি' মনে,
আনিতে তাঁহায় প্রবঞ্চিয়া রক্ষিগণে।
সুপ্ত ভূপ-পাশে দেব নামে দ্রুতগতি ;
ঘুমাইছ সুখে পিতঃ ! (উত্তরে মূরতি) ;
উদ্ধারি' হত হেক্টরে ঘুমাও কেমনে,
নাহি ডর গ্রীকরাজে, শত্রু গ্রীকগণে ?
আটরাইডিস্ যদি নিরখে তোমায়,
যাচিবে তনয়গণ মোচিতে পিতায় ;

অর্পিবে তোমার যত অবশিষ্ট ধন,
তব পরিত্রাণ-হেতু, কিন্তু অকারণ!
চমকি' এ হেন বাক্যে উঠি' বৃদ্ধবর
জাগাইল দূতে ; দেব হন অগ্রসর।
অশ্বতরগণে রথে স্বকরে যোজিয়া,
নীরবে চালান দেব শত্রুমধ্য দিয়া।
জান্থসের তীরে যবে উত্তরিল সবে,
(জান্থস্ যোভের পুত্র বিরাজিত ভবে)
মায়াবী অমর এবে অদৃশ্য হইয়া,
চলিলেন অলিম্পসে, অম্বর ভেদিয়া।
প্রকাশি' আকাশে এবে ঊষা সুহাসিনী,
প্রভায় প্রফুল্ল করে সমগ্র মেদিনী।
ল'য়ে হতসুতে ধীরে বিষাদিত মনে,
বৃদ্ধ দূতসহ ভূপ চলে নিকেতনে।
প্রাকারস্থ উচ্চ এক গুম্বজ হইতে,
ক্যাসাণ্ড্রা সে শোক-দৃশ্য পাইল দেখিতে।
ক্রমে তাঁরা নিকটেতে হ'লে অগ্রসর,
(শায়িত হত সোদর খট্টিকা উপর,)
ঝরিল অজস্র অশ্রু চারু আঁখি দিয়া,
পৌরগণে কহে ধন ক্ষোভে উচ্ছ্বাসিয়া ;—
রে ট্রয়নিবাসী যত নরনারীগণ।
আগমন করি' হেথা কর বিলোকন।
পূর্ব্বে কত বার সবে পুলকিতচিতে,
গিয়াছ সমর-জয়ী বীরে সম্ভাষিতে ;
হত সেই জনে হেরি' কাঁদহ এবার।
পূর্ব্বে হৃষ্ট সবে, এবে বিষাদ সবার!

হইয়া চকিত-চিত, শ্রাবি' অশ্রুজল,
আইল আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকল।
বিষম বিষাদ-চিহ্ন সবার বদনে ;
ফাটিল সমগ্র ট্রয় উচ্ছ্বাস-রোদনে।
স্কিয়ার তোরণে তারা রথ নিরখিয়া,
ধরি' রথচক্র কাঁদে চৌদিক বেড়িয়া।
বনিতা জননী শোকে হ'য়ে ক্ষিপ্তপ্রায়,
চুম্বে ঘন শবমুখ, ধরাতে লুটায়।
তোরণে এ রূপে তারা করিত রোদন,
দিবাকর অস্তমিত নহে যতক্ষণ ;
প্রায়াম্ ত্যজিয়া রথ ধরাতে উতরে ;
ক্ষান্ত হও, (কহে ভূপ,) ক্ষণেকের তরে ;
প্রাসাদে প্রথমে রথ হ'ক উপনীত,
করিও বিলাপ পরে, যেমন উচিত।
এ হেন বচনে সবে দু'পাশে দাঁড়ায় ;
নগরে সে দুখ রথ ধীরে ধীরে যায়।
চলে সন্তাপিত দল প্রাসাদের দ্বার ;
নামাইল হত বীরে করি' হাহাকার।
বিষাদে স্তাবকগণ চৌদিক বেড়িয়া,
শোকের সঙ্গীত করে, ঘন উচ্ছ্বাসিয়া ;
গাইছে পর্য্যায়ে তারা ; নয়নের নীর
ঝরিছে পর্য্যায়ে, আর্দ্র করিয়া সমীর।
কৃত্রিম এ রোদনের বিরাম-সময়,
স্বাভাবিক শোকোচ্ছ্বাস প্রবাহিত হয়।
প্রথমে বনিতা সতী সজল নয়নে,
বাঁধি' পতি-গ্রীবা, চারু ভুজের বন্ধনে,

কহিল কাতরে কাঁদি' ;—হায়! প্রাণেশ্বর!
চলিলে আঁধারি' মম হৃদয়-কন্দর!
কালপুরে চিরতরে করিলে পয়াণ।
অভাগিনী অনাথিনী কণ্ঠাগত প্রাণ!
একমাত্র শিশু সুত, পূর্ব্বে হেরি' যায়,
ভাবিতাম সুখ, এবে বিষাদ তাহায়।
আর না জীবিত র'বে ও প্রিয় নন্দন,
তুষিতে বীরপণায় মম এ নয়ন ;
রক্ষক-বিহীন এই সুবিস্তৃত ট্রয়,
অচিরে সমূলে ধ্বংস হ'বে সুনিশ্চয়।
কে রক্ষিবে অসহায়া অবলা নিকরে?
কে বাঁচা'বে নরগণে ভীষণ সমরে?
শিশুগণে, শত্রুপোত নে'যাবে ত্বরায়,
(প্রসূতী নিকর সহ;) বিদেশ-সীমায়!
তুমিও, হে পুত্র মম! হইবে কিঙ্কর
নির্দয় শত্রুর, মম নয়ন-গোচর!
নিঠুর প্রভুর হায়! হ'বে ক্রীতদাস,
করিবে ঘৃণিত কর্ম্ম, ফেলি' দীর্ঘশ্বাস!
কিংবা কোন গ্রীক্, যার পিতা বা সোদর,
কিংবা সুতে বিনাশিল বিজয়ী হেক্টর,
লইবারে প্রতিহিংসা, প্রাকার হইতে
করিবে নিক্ষেপ তোমা, ক্রোধে ধরণীতে।
তব পিতৃদর্পে না জীবিল কোন জন,
সে হেতু এ অশ্রুজল, এ দৃশ্য ভীষণ!
কত যে সহিবে কষ্ট জনক জননী,
অধিক দুখভাগিনী এই অভাগিনী।

কেন কান্ত! নাহি লও অন্তিম বিদায়?
কেন না সম্ভাষ আর দুখিনী প্রিয়ায়?
কোন বাক্য প্রাণেশ্বর! বলহ এক্ষণে,
রাখিব হৃদয়ে সদা, কাঁদিব স্মরণে;
কখনো নারিব আমি পাশরিতে তায়,
উচ্চারিব পুনঃ পুনঃ, হৃদে রাখি' হায়!
এরূপে কাঁদেন সতী। সহচরীগণ,
তুলি' দীর্ঘশ্বাস ঝড়, বরিষে নয়ন।
কাতরে কহিল মাতা স্রাবি' অশ্রুধার,
হে মম নন্দন-শ্রেষ্ঠ! জীবন আমার!
তুমি দেবতার প্রিয় এ বংশ ভিতর,
মরণে না ত্যজে তেঁই অমর নিকর।
মম অন্য সুতগণে বাঁধিয়া যখন,
বিদেশে বেচিল একিলিস্ দৃঢ়মন,
নহ বন্ধনের বশ; যুঝিয়া সমরে,
বীরদর্পে প্রবেশিলে কালের নগরে।
সত্য বটে ক্রূর অরি আক্রোশে মাতিয়া,
টানিল তোমায় সখা-মন্দির বেড়িয়া,
(সমাধি-মন্দির তার, বধিয়াছ যায়);
বৃথা অপমান, নাহি কলঙ্ক ইহায়!
এখনো জীবিত সম তব কলেবর,
নাহি ক্ষতচিহ্ন-লেশ চারু অঙ্গ' পর,
মোহন, সুন্দর! যেন ফিবসের শর,
ধীরে ধীরে প্রেরে তোমা শমন-নগর!
এত কহি' রাজ্ঞী স্রাবে নয়ন-আসার।
মোহিনী হেলেনা ধনী আইল এবার;

প্রথমে আয়ত নেত্রে ঝরে দর দরে
মুক্তা-অশ্রুবিন্দু, পরে কহিল কাতরে ;—

হে প্রিয় বান্ধব! তোমা দিল দেবগণ,
বীরোচিত বীর্য্যসহ, সুকোমল মন ;
বিংশ বর্ষ (পাপ কাল !) পারিস্ আমায়,
আনিয়াছে এ সমৃদ্ধ ট্রয়ের সীমায়।
(বাঁচিতাম, যদি মম যাইত পরাণ,
ভুলেছি যেদিন হেরি' সে চারু বয়ান।)
তথাপি হে বীর! তব বদনে কখন,
না শুনেছি তিরস্কার, অপ্রিয় বচন।
ভৎ সনা যদ্যপি কেহ করিত আমায়,
দিতে ভ্রাতঃ! তুমি মোরে শান্ত্বনা তাহায়।
যদি তব কোন ভ্রাতা, পরুষ বচনে,
অথবা ভগিনী, ব্যথা দিত মম মনে,
যুড়া'তাম, তব স্নিগ্ধ বচন-শ্রবণে।
কাঁদি তব তরে ; এই আক্ষেপ আমার,
আমা হ'তে এ ভীষণ দুর্গতি তোমার!
করিলাম যে অনিষ্ট, কাঁদিব সতত ;
হেলেনার নাহি বন্ধু, তুমি স্বর্গগত!
হ'য়ে পরিত্যক্তা পথে করিব ভ্রমণ!
ট্রয়েতে ঘৃণার পাত্রী, স্বদেশে তেমন।

এতেক কহিল ধনী শ্রাবি' অশ্রুনীর।
রূপসীর দুখে সবে হইল অধীর!
চৌদিকে শোক-তরঙ্গ উথলে আবার ;
প্রায়াম নিবারে নব উচ্ছ্বাস সবার ;—

অন্ত্যেষ্টির, পৌরগণ! কর আয়োজন;
কাট বনকাষ্ঠ, চিতা-নির্ম্মাণ-কারণ।
দ্বাদশ দিবস নাহি অরাতির ভয়,
করেছে স্বীকার একিলিস্ নিরদয়।
অসংখ্য ট্রোজান-দল হেন বাক্যে তাঁর,
বাহিরিল স্রোত সম, খুলি' চারি দ্বার;
ইডার কাননে কাষ্ঠ প্রচুর কাটিয়া,
আনিল নগরে, বহু শকট ভরিয়া।
নয় দিন অন্ত্যেষ্টির হয় আয়োজন,
সমুন্নত চিতা এক করিল রচন।
দশম দিবসে সবে কাতর অন্তরে,
ল'য়ে গিয়া দাহস্থানে, হত বীরবরে,
স্থাপিল চিতায়। নিরখিয়া সর্ব্বজন,
আবৃত আকাশ ধূমে, বরিষে নয়ন।
সুহাসিনী উষা দেবী প্রাভাত-নান্দনী
আইলে রূপ-প্রভায় সাজা'তে মেদিনী,
সন্তাপিত দল পুনঃ যাইয়া তথায়,
নিভাইল শেষ অগ্নি পূত মদিরায়।
সংগ্রহ করিয়া অস্থি, ভ্রাতা বন্ধুগণ,
(সিক্ত নেত্রে,) স্বর্ণপাত্রে করিল স্থাপন;
সে কনক পাত্র তারা যতনে ত্বরিত,
আবরে কোমল বস্ত্রে সুবর্ণ-খচিত।
পূত মৃত্তিকায় পাত্র ঢাকি' অতঃপর,
রচিল উপরে তার মন্দির সুন্দর।
(বলবান রক্ষিদল রক্ষে সেই স্থান,
যাবৎ প্রকাশ নাহি পায় ভানুমান।)

নীরবে মলিন মুখে যত পৌরগণ,
প্রায়ামের নিকেতনে ফিরিল তখন।
হ’য়ে সমবেত তথা, দূরি’ শ্রমভার,
করে সন্তাপিত চিতে অন্ত্যেষ্টি-আহার।
হেন মান্য ইলিয়ম দিল বীরে হায়!
শূর হেক্টরের ভস্ম শান্তিতে ঘুমায়।

চতুর্বিংশ কাণ্ড সমাপ্ত।

ইলিয়ড্ সম্পূর্ণ।



উপসংহার।

পৌত্তলিক হোমারের যে গ্রন্থ দেবতা-বিদ্বেষী সমগ্র য়ুরোপবাসীর আদরের ধন, আমি তাহা মাতৃভাষায় অনুবাদিত করিয়া বঙ্গ-সন্তানগণের সম্মুখে অর্পণ করিলাম। সকলেই দেখিতে পাইবেন, পুরাতন গ্রীক্‌গণ আমাদেরই ন্যায় ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু ছিলেন। হিন্দু-দেবতার সহিত গ্রীক্ দেবদেবীর বড় একটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না ; তবে দেশভেদে ও সামাজিক নিয়মের বিভিন্নতায়, কোন কোন স্থলে সামান্য মাত্র ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় ; বঙ্গ দেশেরও ভিন্ন ভিন্ন সমাজে এরূপ ঘটনা বিরল নহে। পুরাণবিদগণ ইলিয়ড্ পাঠ করিয়া স্বধর্ম্ম-সাদৃশ্যে চমৎকৃত হইবেন,—অলিম্পসে সুমেরু দেখিবেন। বিধর্ম্মিগণ কর্তৃক ইলিয়ড্ ভাষান্তরিত হয় ; অতএব পৌরাণিক অভিপ্রায়, অর্থ ও ভাব সম্যক রক্ষিত হইয়াছে এরূপ আশা করা যায় না। এক ভাষার উৎকৃষ্ট কাব্য, অন্য ভাষায় জঘন্য পুস্তকে পরিগণিত হইয়া থাকে ; মহাকবি ভারতচন্দ্রের অপূর্ব্ব বিদ্যাসুন্দর অপর ভাষায় অনুবাদিত হইলে, কে অবজ্ঞা না করিবে ?

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষই আর্য্যদিগের কর্ম্মক্ষেত্র। মহাত্মাগণ এই ভারতেই জন্মগ্রহণ করিয়া গুণালোকে মেদিনীমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের সন্তান ; তাঁহাদের দ্বারাই শাসিত, শিক্ষিত ও গঠিত ; সুতরাং ধর্ম্মময় হিন্দুধর্ম্ম এ দুর্দ্দিনেও কথঞ্চিৎ বজায় রাখিতে পারিয়াছি। গ্রীক্‌গণ তাহা পারেন নাই। তাঁহাদের শিথিল ধর্ম্মভিত্তি সমাজ-বিপ্লবে ভাসিয়া গিয়াছে। আধুনিক গ্রীক্‌গণ গ্রীক্ পুরাণের পক্ষপাতী নহেন ; ইলিয়ড্ তাঁহাদের নিকট সুরম্য গল্পমাত্র ; তাঁহারা এখন বিধর্ম্মী ও দেববিদ্বেষী। ভারতের হিন্দু ইলিয়ডের মর্ম্ম বুঝিবেন, দেবতার নামে ভক্তিভরে অশ্রু বিসর্জ্জন করিবেন। কুলবধূগণ হেক্টর-পত্নীর প্রাণে প্রাণ মিলাইয়া, সেই সুশীলা সরলাকে ভগ্নীভাবে আলিঙ্গন করিয়া তৃপ্তি লাভ করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কেহ কেহ রামায়ণের সহিত ইলিয়ডের তুলনা দিয়া থাকেন ; বাস্তবিক রমণী-হরণ উপলক্ষেই ট্রয়যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কিন্তু আমার মতে, রামায়ণ ও

মহাভারতের ঘটনা একত্রিত করিলে ইলিয়ডের সমতুল্য হইতে পারে। মহাভারতে বীরমণ্ডলীর যেরূপ সমাবেশ হইয়াছিল, সুধীগণ ইলিয়ডেও সেইরূপ দেখিতে পাইবেন। যদি মহাভারতের রাজগণ, রাম ও রাবণের এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া লঙ্কাসমরে অবতীর্ণ হইতেন, তবেই ট্রয়যুদ্ধের অনুরূপ হইত। হিন্দুগণ হেলেনার সতীত্বে অনাদর করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, হেলেনা ভিনসের (রতি দেবীর) ক্রীড়নক ভিন্ন আর কিছুই ছিলেন না।

হেক্টরের অন্ত্যেষ্টিতে ইলিয়ড্ সমাপ্ত হয়। ট্রয়রাজ্য তখনও গ্রীকগণের অধিকৃত হয় নাই। ট্রয়ের পরিণাম হোমার ইলিয়ডে প্রকাশ করেন নাই; অতএব অবশিষ্ট বিষয় পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল। বীর একিলিস্ই ইলিয়ডের প্রধান নায়ক, এবং তাঁহারই বিষয় হোমারের প্রধান অবলম্বন।

হেক্টরের মৃত্যুর অল্পদিন পরেই, গ্রীকগণ কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ঘোটকের কৌশলে ট্রয় ধ্বংস করেন; এ বিষয় ভার্জিল রচিত ইনিডের * দ্বিতীয় কাণ্ডে বিশেষ রূপে বর্ণিত আছে।

দ্বাবিংশ কাণ্ডে বর্ণিত হেক্টরের ভবিষ্যৎবাণী ক্রমে, একিলিস্, পারিসের শরে পদবিদ্ধ হইয়া ট্রয়-সমরে প্রাণত্যাগ করেন।

হতভাগ্য প্রায়াম্, একিলিস্-পুত্র পির্হস্ কর্ত্তৃক নিহত হন।

একিলিসের মৃত্যুর পর, ভল্কান-রচিত যুদ্ধসজ্জার নিমিত্ত, এজাক্স্, উলেসিসের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু পরাস্ত হইয়া ক্রোধে আত্মহত্যা করেন।

হেলেনা, পারিসের মৃত্যুর পর, তাঁহার ভ্রাতা ডিইফোবস্‌কে বিবাহ করেন; এবং ট্রয় অধিকৃত হইলে, পূর্ব্বভর্ত্তা মেনিলসের করে তাঁহাকে সমর্পণ করেন। মেনিলস্, হেলেনাকে পুনর্গ্রহণ করেন।

এগামেম্‌ননের পত্নী ক্লিটেমনেষ্ট্রা, স্বামীর অনুপস্থিতি কালে, ইজিস্থসের প্রণয়ে আবদ্ধ হন; এবং তাঁহারই উত্তেজনায় ইজিস্থস্, প্রত্যাগত এগামেম্‌ননকে হত্যা করে।

* যোগেন্দ্রনাথ কাব্যবিনোদ কর্ত্তৃক ইনিস্ বা ইনিডের পদ্যানুবাদ।

ডায়োমেড্, ব্যাভিচারিণী পত্নী ইজিএলির ষড়যন্ত্রে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন ; কিন্তু পরিশেষে ডনস্ কর্ত্তৃক এপলিয়ায় সাদরে গৃহীত হন ; এবং তাঁহার রাজ্যের অংশ গ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর বিষয় কিছুই জানা যায় না।

স্বরাজ্য পিলসে, পুত্রগণ সহ নেষ্টর্ সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করেন।

উলেসিস্, বহুকাল ভ্রমণের পর, স্বরাজ্য ইথেকায় নিরাপদে উপস্থিত হন। এ বিষয় হোমারের অডেসিতে বর্ণিত আছে।

ভগবানের অনুগ্রহে ইলিয়ডের মুদ্রাঙ্কন সমাপ্ত হইল। দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশে আমার ন্যায় দরিদ্রের উদ্যম নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে এরূপ আশা এক দিনের জন্যও করি নাই। আগে ভাবিয়াছিলাম, এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া অতি কুকার্য্যই করিয়াছি, লাঞ্ছনা ভিন্ন আমার অদৃষ্টে আর কিছুই নাই ; কিন্তু আমার এই ধারণা শীঘ্রই ভ্রমে পরিণত হইল ; ভারতের উজ্জ্বল রত্ন, বাণীর বরপুত্র জষ্টিস্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহোদয় সুস্নিগ্ধ কটাক্ষে আমাকে উৎসাহিত করিলেন। ক্রমে ক্রমে মহামান্য বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট, ত্রিপুরাধিপতি মহারাজা রাধাকিশোর দেব বর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর, দরিদ্রবৎসল রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রভৃতি মহাত্মাগণ অর্থ-সাহায্য দ্বারা আমাকে সফল-মনোরথ করিলেন। সমুদায় সংবাদপত্রের বিদ্যোৎসাহী সম্পাদকগণ গ্রন্থ-প্রশংসায় প্রবৃত্ত হইলেন। আমার অকৃত্রিম বন্ধু ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক এম্. এ বি, এল এম্. ডি, এবং পূজ্যপাদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রামকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় আশ্বাসবাক্যে আমার ভগ্নোদ্যম নবীভূত করিতে লাগিলেন ; অতএব মাদৃশ হীন ব্যক্তির পক্ষে ইলিয়ডের মুদ্রাঙ্কন বিস্ময়কর নহে, ইহাতে আমার নিজের কৃতিত্ব কিছুই নাই।

টালিগঞ্জ,
সন ১৩১৫ সাল, ১লা অগ্রহায়ণ।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

